পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 319 Friday, 24 October, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩১৯ সংখ্যা ✱ ৬ কার্তিক ১৪৩২, শুক্রবার, ২৪ অক্টোবর ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘আমাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হোক’

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৩ অক্টোবরঃ ‘আমাকে দল থেকে বের করে দেওয়া হোক। আমি বেরিয়ে যেতে চাইছি। তারপর আমি বোঝাবো এই জেলার রাজনীতি কাকে বলে।’’ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই বললেন তৃণমল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। দল ছাড়ার কথা আগেও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। আর এবার কার্যত হুঁশিয়ারির সুর। মুর্শিদাবাদ জেলায় যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক পদে আছে, তারা আগে কোথায় ছিল, কীভাবে পদে এসেছে, সেই সব উল্লেখ করে তাদের ছবি দেওয়ালে টাঙানো হবে বলে দাবি করেছেন হুমায়ুন। জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার থেকে শাখা সংগঠনের সভাপতিদের নাম ধরে ধরে এদিন আক্রমণ করেন ভরতপুরের বিধায়ক। এদিন হুমায়ুন কবির বলেন, ‘‘পুলিশের জুলুমের জন্য বালির গাড়িতে বেশি টাকা খরচ করে সাধারণ মানুষকে কিনতে হয়। পুলিশ তোলাবাজি-জুলুমবাজি করে। পুলিশের কর্মীরা তাদের ক্যান্টিনে জিনিসপত্র কিনে বাইরে বিক্রি করে, কিন্তু আর্মি ক্যান্টিনে এইরকম কাজ হয় না।’’ বিধায়কের দাবি, ২০২৩ সাল থেকে তাঁর বিধানসভা এলাকার দুই ব্লক সভাপতিকে সরানোর জন্য চিঠি এসেছে, কিন্তু এখনও তারা সরেনি। এখনও তার কোনও কাজ হয়নি বলেই অভিযোগ। ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়কের আরও অভিযোগ, ভরতপুরের উন্নয়নে এক টাকাও খরচ করেনি তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠান। মাস কয়েক আগে নতুন দল গঠন করার কথা ঘোষণা করেছিলেন হুমায়ুন কবির। মূলত জেলা নেতৃত্বের বিরোধিতা করেই নতুন দল গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হুমায়ুন। তাঁর বক্তব্য ছিল, মুর্শিদাবাদ জেলার নেতৃত্ব খোদ সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও মানছে না। ৫০-৫২টা আসন নিয়ে দল গঠন করার কথাও বলেছিলেন। পরে অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে যান হুমায়ুন। তাঁর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ হয়। প্রায় তিন ঘণ্টার বৈঠক শেষেই স্পষ্ট হয়ে যায়, দলেই থাকছেন হুমায়ুন। বৈঠক শেষে হাসিমুখে বেরিয়ে তৃণমূল বিধায়ক বলেছিলেন, ‘‘বৃক্ষ তোমার নাম কী, ফলে পরিচয়!’’

ভাইফোঁটায় কালীঘাটে ফের শোভন চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূলে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবরঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির ভাইফোঁটা মানেই রাজনীতির সঙ্গে উৎসবের এক মিশ্র ছবি। রাজ্যের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক থেকে শুরু করে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা এই দিনে হাজির হন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। এই বছরের ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে ছিল এক বিশেষ আকর্ষণ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন নেতা, কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র ও প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর শোভন চট্টোপাধ্যায়

এবং তৃণমূলের সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তৃণমূলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতার দলত্যাগ তৎকালীন সময়ে দলকে নাড়া দিয়েছিল। বিজেপিতে যোগ দিয়েও খুব বেশি দিন সক্রিয় ছিলেন না তিনি। এরপর ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতির আলোচনার আড়ালে চলে যান। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। গত বছর ভাইফোঁটার সময়ও মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি নজর কেড়েছিল। এবার পরিস্থিতি একেবারে অন্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি তাঁকে নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-র চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করেছেন। অর্থাৎ, প্রশাসনে তাঁর প্রত্যাবর্তন এখন সরকারিভাবে নিশ্চিত। এই প্রেক্ষাপটে ভাইফোঁটার দিন তাঁর কালীঘাটে উপস্থিতি যে রাজনৈতিক দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ, তা বলাই বাহুল্য। বৃহস্পতিবার দুপুরে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে শোভন হাজির হন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফোঁটা দেন তাঁকে। অনুষ্ঠান চলাকালীন দু’জনের মধ্যে হাস্যোজ্জ্বল আলাপচারিতা নজর কাড়ে উপস্থিতদের। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই দৃশ্যই ইঙ্গিত দিচ্ছে- পুরনো সম্পর্কের বরফ গলছে দ্রুত। তৃণমূল সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শোভনের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎ এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক আস্থা- দুই মিলিয়ে তাঁর তৃণমূলে পুনরাগমন এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা। দলের একাংশের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পুরনো দক্ষ নেতাদের ফের এক ছাতার নিচে আনতে চাইছেন। শোভন চট্টোপাধ্যায় সেই কৌশলেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারেন। অন্যদিকে, ভাইফোঁটার দিনে কালীঘাটে উপস্থিত ছিলেন আরও অনেক তৃণমূল নেতা-নেত্রী। হাসি-আনন্দের আবহের মধ্যেই চলেছে আড্ডা, ফোঁটা, আর রাজনৈতিক আলাপচারিতা। তবুও সবার নজর ছিল শোভনের দিকে। কালীঘাটের মঞ্চে তাঁর ফেরা যেন এক প্রতীকী বার্তা- ‘দূরত্ব যতই থাক, মমতা এখনও নিজের মানুষদের ভুলে যাননি।’ শোভনের গলায় অনুরাগ আর শ্রদ্ধা মিলেমিশে একাকার, ‘‘প্রতিবছরই দিদির কাছে আসি, দিদির আশীর্বাদ নিই। আজও দিদি মন ভরে আশীর্বাদ করেছেন, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া। দিদি আমার অভিভাবক।’’ সঙ্গে যোগ করলেন, ‘‘১৯৮৫ সালে কাউন্সিলর হিসেবে রাজনীতিতে আসা থেকে আজ ২০২৫ সালে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান হওয়া- সবটাই দিদির চিন্তা ও ভাবনা থেকে এসেছে। যখনই দায়িত্ব পেয়েছি, সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। এবারও করব।’’ বৈশাখীর কণ্ঠেও ফুটে উঠল উষ্ণতা, ‘‘প্রতি বছর এই দিনটার অপেক্ষায় থাকি। দিদি যেমন ভাইদের ফোঁটা দেন, তেমনই বাড়ির বউদেরও ফোঁটা দেন। এটা শুধু একটা রীতি নয়, সম্পর্কের বন্ধন।’’ শেষে শোভনের মৃদু হাসি, ‘‘পদ পাওয়া আনন্দের, কিন্তু এই ভালবাসাটা যেন অটুট থাকে- সেটাই দিদির কাছে প্রার্থনা।’’ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শোভন চট্টোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক প্রত্যাবর্তন তৃণমূলের সাংগঠনিক কাঠামোয় নতুন ভারসাম্য আনতে পারে। একদা কলকাতার প্রশাসনের মুখ হিসেবে যিনি পরিচিত ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সংযোগ তৃণমূলের শহরাঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

নভেম্বরেই এসআইআর?

বাংলার সিইও-র সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবরঃ সব কিছু ঠিকঠাক চললে নভেম্বরেই শুরু হতে চলেছে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন- অর্থাৎ এসআইআর। বুধবার থেকে দিল্লিতে শুরু হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন সব রাজ্যের সিইওরা। আর সেই বৈঠকেই পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যের সিইওদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ, অক্টোবরের মধ্যেই প্রস্তুতি শেষ করতে হবে! পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরী- এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে কমিশনের ফুল বেঞ্চ বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সিইও-দের সঙ্গে আলাদা আলাদা

করে বৈঠকে বসে। সূত্রের খবর, নভেম্বরের প্রথম দিকেই শুরু হতে পারে এসআইআরের প্রথম পর্যায়ের কাজ। ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকটোরাল ম্যানেজমেন্ট-এ দুদিন ধরে চলছে এই বৈঠক। সভাপতিত্ব করছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, সঙ্গে রয়েছেন দুই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও ড. বিবেক জোশি। হাজির দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকরা। এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর হয়েছিল এসআইআর-সংক্রান্ত প্রাথমিক বৈঠক। সেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি জমা দেয় তাদের ভোটার সংখ্যা, শেষ সংশোধনের সময় এবং বর্তমান তালিকার বিস্তারিত তথ্য। এবার সেই তথ্যের ভিত্তিতেই চলছে পরবর্তী মূল্যায়ন। কমিশনের নজর এখন কয়েকটি মূল বিষয়ের দিকে- ডিইও, ইআরও, এইআরও, বিএলও ও বিএলএ-দের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ পরিস্থিতি, নতুন ও পুরনো ভোটার তালিকা মেলানো, এবং আগামী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কর্মীদের প্রস্তুতি। কমিশনের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, ভোটার তালিকায় কোনও ভুল যেন না থাকে, সেটাই এখন মূল লক্ষ্য।

আজ থেকেই বদলাবে পরিস্থিতি, এই জেলাগুলিতে চলবে বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবরঃ বর্ষা চলে গেছে। কিন্তু বৃষ্টির রেহাই নেই। ভোর বা রাতের দিকে একটু ঠান্ডা-ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। তবে হাওয়া অফিস বলছে বৃষ্টি হবে। কিন্তু এখনই নয়, সামনের সপ্তাহে। সকালে সামান্য কুয়াশা আর ধোঁয়াশা থাকবে। জানা গিয়েছে, যে ঘূর্ণাবর্ত বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছিল সেটি শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। আর এর জেরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঝড় বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। মৎস্যজীবী ও পর্যটকদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। অপরদিকে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের সুস্পষ্ট নিম্নচাপ রয়েছে। সেটি আবার গতি পরিবর্তন করে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে। আগামী ১২ ঘণ্টায় গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে সেটি। তবে এর গতি কমে যাবে বলে কোনও প্রভাব পড়বে না বাংলায়। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে সপ্তাহের শেষে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। তবে শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায় আকাশ মেঘলা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার কোচবিহার জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। শনি, রবি এবং সোমবার এই জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে শুক্রবার দার্জিলিং এবং কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আর দক্ষিণবঙ্গে শুক্রবার অর্থাৎ ২৪ শে অক্টোবর থেকে বদলাবে হাওয়া। উপকূলের জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা শুধুমাত্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। শনিবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। আর রবিবার এবং সোমবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে।

কর্নাটকে ‘ভোট চুরি’ কাণ্ডে নতুন মোড়!

ডেটা সেন্টারের ভূমিকায় চাঞ্চল্যকর তথ্য

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবরঃ কর্নাটকে ২০২৩ সালের বিধানসভা ভোট ও গত বছরের নির্বাচনের আগে ‘ভোট চুরি’-র অভিযোগ নিয়ে ফের তোলপাড় শুরু হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধির দাবি, লক্ষাধিক ভোটারের নাম মুছে ফেলার নেপথ্যে সক্রিয় ছিল এক দল ‘ডেটা অপারেটর’। সেই অভিযোগকেই এবার আরও জোরালো করছে পুলিশের সূত্রের দাবি। সূত্র অনুযায়ী, কয়েকজন ডেটা এন্ট্রি কর্মীকে টাকার বিনিময়ে ভোটারের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলতে বলা হয়েছিল। প্রতিটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৮০ টাকা। জানা গিয়েছে, ২০২৩ সালের বিধানসভা ভোটের আগে প্রায় ৭,০০০ ভোটারের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিকের কথায়, ‘‘আলন্দ এলাকায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। প্রায় ৩০ জনকে জেরা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে পাঁচ-ছ’জনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ মিলেছে। তাঁদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হতে পারে।’’ সব অভিযুক্তই স্থানীয় ডেটা সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল ব্যবহার করে ভোটারের নাম মুছে ফেলার কাজ করতেন। তাঁদের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সেগুলি পাঠানো হয়েছে ফরেনসিক পরীক্ষায়। এদিকে কর্নাটকের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খাড়্গে এক্স-এ লিখেছেন, ‘আমরা যা এতদিন বলে আসছিলাম, সেটাই এখন প্রমাণিত। ২০২৩ সালের নির্বাচনের আগে টাকা খরচ করে ৬,০০০-রও বেশি প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কালাবুরগিতে পুরো একটি ডেটা সেন্টার থেকে এই কাজ চালানো

হচ্ছিল।’ সবচেয়ে বড় বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যখন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক সুভাষ গুট্টেদারের বাড়ির কাছে শতাধিক পোড়া ভোটার রেকর্ড উদ্ধার হয়। যদিও গুট্টেদার দাবি করেছেন, ‘‘ওগুলো গৃহস্থালির বর্জ্য ছিল, ইচ্ছে করে কিছু পুড়িয়ে দেওয়া হয়নি। যদি অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকত, তাহলে আমরা ওগুলো বাড়ির সামনে পোড়াতাম না।’’ আলন্দ এলাকা কর্নাটকের কালাবুরগি জেলায়, যা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে এবং সেখানকার বিধায়ক বি আর পাটিলের ঘাঁটি। পাটিল দাবি করেছেন, প্রায় ৬,৯৯৪ ভোটারের নাম মুছে ফেলার আবেদন জমা পড়েছিল- যাঁদের অধিকাংশই প্রান্তিক ও দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত। গত মাসে রাহুল গান্ধি এক সাংবাদিক বৈঠকে একাধিক ভিডিও এবং তথ্য প্রকাশ করে অভিযোগ করেন, ‘‘২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর ভোর ৪টেয় মাত্র ৩৬ সেকেন্ডের মধ্যে দু’জন ভোটারের নাম মুছে ফেলার ফর্ম জমা পড়েছে।’’ এখন এই ‘ভোট চুরি’ ইস্যু নিয়েই কংগ্রেস ও আরজেডি জোট নভেম্বরের বিহার নির্বাচনে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে চাইছে। তেজস্বী যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকেই দু’দল ‘ভোটার অধিকারের’ পক্ষে রাজ্যে জোর প্রচার শুরু করেছে।

রাত দেড়টায় তুমুল বাজির শব্দ, ঘর-ভর্তি ধোঁয়া, নীচে নামতেই মার খেতে হল ভবানীপুরের বৃদ্ধাকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবরঃ খাস কলকাতায় প্রকাশ্যে বৃদ্ধাকে মার! মধ্যরাতে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধা। অসুস্থ সেই বৃদ্ধাকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে এলাকার কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে। ভবানীপুর থানা এলাকার ঘটনা। মোট ৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কালীপুজোর রাতে কলকাতা শহর সহ একাধিক জায়গায় বাজি ফাটে প্রচুর পরিমাণে। কোথাও কোথাও

বাজি শব্দে টেকাই দায় হয়ে পড়েছিল। ৪ বি আশুতোষ মুখার্জি রোডের বাসিন্দা অনুপমা চৌধুরীর অভিযোগ, কালীপুজোর দিন রাত দেড়টা নাগাদ পাড়ার কিছু ছেলে বাজি ফাটাচ্ছিল। অসুস্থ বৃদ্ধার অভিযোগ, তিনি মধ্যরাতে ওই বিপুল শব্দে বাজি ফাটানোর প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন। এমনকী বাজি থেকে তাঁর বাড়িতে আগুন লেগে গিয়েছিল বলেও অভিযোগ। প্রতিবাদ করতে গেলে তাঁকে ও তাঁর ভাইকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ বৃদ্ধার। ২১ অক্টোবর রাতেই ভবানীপুর থানায় অভিযোগ জানাতে যান তিনি, কিন্তু সেই অভিযোগ পুলিশ নেয়নি বলে দাবি করেছেন বৃদ্ধা। এরপর বৃহস্পতিবার ফের থানায় উপস্থিত হন বৃদ্ধা। এফআইআর করা হয়েছে পাঁচজনের বিরুদ্ধে। সেই এফআইআরের ভিত্তিতে ভবানীপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে এদিন থানায় উপস্থিত হন বৃদ্ধা। বৃদ্ধা বলেন, ‘‘রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ দেখি, ঘর ভর্তি ধোঁয়া। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। নীচে গিয়ে বলেছি, এখানে ভদ্রলোকেরা থাকে। তখন ওরা আমাকে জোর করে জাপটে ধরে মারধর করল।’’ তাঁর দাবি, স্থানীয় যুবকেরাই মারধর করেছে বলে অভিযোগ তাঁর। বৃদ্ধা আতঙ্কে রয়েছেন। তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, আবারও তাঁর উপর হামলা হতে পারে। পুলিশের অসহযোগিতার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠছে। কালীপুজোর আবহে রাজ্যের একাধিক জায়গায় বাজি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। কোচবিহারে মাঝরাতে বাজি ফাটায় বাড়ি থেকে রাস্তায় নামেন খোদ পুলিশ সুপার। রাতের অন্ধকারে তাঁকে রীতিমতো মারধর করতে দেখা যায়।

বন্ধুত্ব ধর্ষণের লাইসেন্স দেয় না সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবরঃ নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তের জামিন খারিজ করল আদালত। বন্ধুত্বকে ঢাল করে যা খুশি তাই করা যাবে না বলেই পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন জানায় এক অভিযুক্ত। তাঁর বিরুদ্ধে ১৭ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এই আবেদনের শুনানি শুরু হয় বিচারপতি স্বর্ণ কান্ত শর্মার এজলাসে। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করেন তিনি। বিচারপতি বলেন, ‘‘এর আগের প্রায় চারবার একই ভাবে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন অভিযুক্ত। প্রত্যেকবারই তা খারিজ হয়েছে। কিন্তু তারপরও তিনি কোনও ভাবে তদন্তে সহযোগিতা করছেন না। শুধু তা-ই নয়, প্রতিবারই নিজের জামিন আর্জিতে নির্যাতিতাকে ‘বন্ধু’ বলেও দাবি করেছেন অভিযুক্ত। গোটা ব্যাপারটাই ‘সম্মতিতে’ হয়েছে বলে দাবি তাঁর।’’ অবশ্য, অভিযুক্তের এই সকল যুক্তি মানতে নারাজ আদালত। বিচারপতি স্বর্ণ কান্ত শর্মার পর্যবেক্ষণ, ‘‘অভিযুক্ত ও নির্যাতিতা উভয়েই পরিচিত, সর্বোপরী তাঁরা বন্ধু। এমনটা হতেই পারে যে গোটা ঘটনাটি সম্মতির সঙ্গেই ঘটেছে। কিন্তু তারপরেও তা মেনে নেওয়া যায় না।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘আমি যদি ধরেওনি তাঁরা বন্ধু। কিন্তু বন্ধুত্ব কখনওই কাউকে ধর্ষণ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রাখার এবং নির্যাতন করার লাইসেন্স দেয় না।’’ পুলিশি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই নির্যাতিতার প্রতিবেশী। ঘটনার দিন সে ওই নাবালিকাকে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যায়। তারপরেই সেখানে চলে নারকীয় অত্যাচার। নাবালিকাকে আটকে রেখে একাধিকবার ধর্ষণ করে সে। চলে মারধরও। এই ঘটনার প্রায় ১১ দিন পর তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করে নাবালিকার পরিবার।

সুদীপ্ত সেনের পর তহসিন আহমেদ

আবারও বাংলায় চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, শুভেন্দুর নিশানায় তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অক্টোবরঃ বাংলার রাজনীতিতে আবারও চিটফান্ড আতঙ্ক। এক সময় সারদা, রোজভ্যালির মতো কেলেঙ্কারিতে কেঁপে উঠেছিল রাজ্য। এবার একই পথে নতুন নাম- তহসিন আহমেদ। আসানসোলে প্রায় ৩০০ কোটি টাকার চিটফান্ড জালিয়াতির অভিযোগ ঘিরে ফের রাজনৈতিক মহলে তোলপাড়। এই ঘটনার সূত্র ধরে ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানায় তুলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্র অনুযায়ী, তহসিন আহমেদ পশ্চিম বর্ধমান জেলার সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মাস্টার শাকিল আহমেদের ছেলে। অভিযোগ, তিনি গত তিন বছর ধরে একটি ভুয়া এবং লাইসেন্সহীন চিটফান্ড কোম্পানি চালিয়ে আসানসোল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলেছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, এই কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের জানিয়েছিল-যদি কেউ ১ লক্ষ টাকা ২০ মাসের জন্য জমা রাখে, তবে প্রতি মাসে ১৪ হাজার টাকা করে রিটার্ন পাবে। অর্থাৎ বিনিয়োগের শেষে তারা পেতেন ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা, সঙ্গে মূলধন ফেরত। শুনতে যতটা লোভনীয়, বাস্তবে ততটাই অসম্ভব। কিন্তু লোভের এই চক্রে পড়ে প্রায় ৩,০০০ জন বিনিয়োগকারী সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কেউ মেয়ের বিয়ের সঞ্চয় দিয়েছেন, কেউ জমি বিক্রি করে টাকা তুলে দিয়েছেন, কেউ আবার ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করেছেন-আজ সবাই প্রতারিত। তহসিন আহমেদ নাকি তিন বছর ধরে টাকা তোলার পর হঠাৎ ১৫ অক্টোবর থেকে বেপাত্তা। বিনিয়োগকারীদের অনেকেই এখন থানা, আদালত এবং রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারস্থ হচ্ছেন। শুভেন্দু অধিকারী তাঁর ফেসবুক পোস্টে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে লিখেছেন- ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল চাকরি চুরি থেকে শুরু করে যত রকম জালিয়াতি করা যায়, প্রায় সবেতেই সিদ্ধহস্ত। আসানসোলে এই চিটফান্ডের মাথা তহসিন আহমেদ- তৃণমূল নেতার ছেলে। শাসক দলের বড় বড় নেতা এবং প্রশাসনের

প্রচ্ছন্ন মদত ছাড়া এটা সম্ভব নয়।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘এই টাকা কেবল প্রতারণায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বেনামি সম্পত্তি কেনা, রাজনৈতিক তহবিল গঠন এবং সম্ভবত দেশবিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, তা তদন্তের দাবি রাখে।’’ শুভেন্দুর অভিযোগ, তহসিন আহমেদ এবং তার সহযোগীরা একযোগে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা চালিয়ে গিয়েছেন, আর প্রশাসন নীরব থেকেছে। তিনি সেবি ও ইডি-এর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে বলেন, ‘‘প্রতারিতদের যেন দ্রুত ন্যায়বিচার ও অর্থ ফেরতের ব্যবস্থা করা হয়।’’ বাংলায় চিটফান্ড কেলেঙ্কারির ইতিহাস নতুন নয়। সুদীপ্ত সেনের সারদা গ্রুপ এবং রোজভ্যালি স্ক্যান্ডাল-এর পর থেকে রাজ্যবাসী চরম সতর্ক হলেও, প্রতারণার নতুন রূপ বারবার ফিরে আসছে। এবার সেই প্রতারণা যেন নতুন রূপে রাজনৈতিক ছায়ায় আবৃত। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই ধরনের বিনিয়োগ স্কিমে অবাস্তব রিটার্নের প্রতিশ্রুতি থাকলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। ২০ মাসে ১৮০ শতাংশ লাভ দেওয়া অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব। এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগকারীরা থানায় একাধিক এফআইআর দায়ের করেছেন। তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানা গেলেও, মূল অভিযুক্ত এখনো অধরা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই কেলেঙ্কারি যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে তা শুধু আসানসোল নয়- পুরো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেই ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, এর সঙ্গে যদি শাসকদলের নেতাদের যোগসূত্র মেলে, তবে তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের ভাবমূর্তিতে বড় ধাক্কা দেবে। চিটফান্ড নামেই মানুষ আজ আতঙ্কিত। তহসিন আহমেদের ঘটনায় আবারও সেই পুরনো দুঃস্বপ্ন ফিরে এসেছে। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় যেন বারবার রাজনৈতিক ছায়ায় হুমকির মুখে পড়ছে। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি অনুযায়ী, যদি এই অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়, তবে বাংলায় চিটফান্ডের অন্ধকার অধ্যায়ে যুক্ত হবে আরেকটি নাম-তহসিন আহমেদ।

আদালতের অনুমতি ছাড়া সম্পত্তি বিক্রি!

১৮ পেরোলেই ফিরিয়ে নিতে পারবে সন্তান, রায় সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবরঃ নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ এক রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত বলেছে, ১৮ বছরের কম বয়সী কারও সম্পত্তি তার মা-বাবা বা অভিভাবক যদি আদালতের অনুমতি ছাড়া বিক্রি করেন, তবে তা সম্পূর্ণ বৈধ নয়। আর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সেই সন্তান চাইলে মামলা না করেও নিজের কাজ বা আচরণের মাধ্যমে বিক্রি বাতিল করতে পারবেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পঙ্কজ মিঠাল এবং প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চ জানিয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর যদি সন্তান একই জমি পুনরায় বিক্রি করেন, তাহলে আগের বিক্রি খারিজ হয়ে যাবে। কর্নাটকের দাভানাগেরে জেলার শামানুর গ্রামে একজন ব্যক্তি তাঁর তিন নাবালক ছেলের নামে দুটি জমি কিনেছিলেন। পরে তিনি আদালতের অনুমতি না নিয়ে সেই জমি অন্যদের কাছে বিক্রি করেন। ছেলেরা বড় হওয়ার পর নিজেরা আবার সেই জমি বিক্রি করে দেয়। কিন্তু আগের ক্রেতারা আদালতে মামলা করে জানায়, জমি আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। নিম্ন আদালত ছেলেদের পক্ষে রায় দিলে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা হয়। হাইকোর্ট জানায়, তারা মামলা না করায় আগের বিক্রিই টিকে থাকবে। পরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে যায়। শীর্ষ আদালত বলেছে, নাবালকের সম্পত্তি বিক্রি করতে হলে আদালতের অনুমতি লাগবে। অনুমতি ছাড়া বিক্রি করলে সেটি বাতিলযোগ্য, অর্থাৎ বড় হলে সন্তান চাইলে সেটি বাতিল করতে পারবে। এর জন্য আলাদা করে মামলা করতে হবে না।

ভার্চুয়ালি আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেবেন মোদী, সভাপতিত্বের জন্য ইব্রাহিমকে অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে এখনই মুখোমুখি বৈঠক হচ্ছে না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ঘোষিত কোনও বৈঠক-সূচি ছিলও না। তবে দুই রাষ্ট্রনেতারই মালয়েশিয়া সফরে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে দু'জন বৈঠক বসতে পারেন, এমন সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছিল। তবে অন্য ব্যস্ততার কারণে এখনই মালয়েশিয়ায় যেতে পারছেন না মোদী। ভার্চুয়ালি আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।পাশাপাশি আসিয়ান সভাপতিত্বের জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, আমার প্রিয় বন্ধু, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে উষ্ণ আলাপ হযেছে। মালয়েশিয়ার আসিয়ান সভাপতিত্বের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই এবং আসন্ন শিখর সম্মেলনের সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানাই। আসিয়ান-ভারত শিখর সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগদানের জন্য এবং আসিয়ান-ভারত বিস্তৃত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

রাহুলকে খোঁচা বিজেপির, যৌথ পিসি নিয়ে কটাক্ষ পুনাওয়ালার

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবরঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে খোঁচা বিজেপির। বৃহস্পতিবার পাটনায় মহাগঠবন্ধনের প্রেস মিট (সাংবাদিক বৈঠক)। মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করার কথা এদিন। এরই মধ্যে প্রেস কনফারেন্সের মঞ্চের পোস্টার থেকে রাহুল গান্ধীর ছবি উধাও ঘিরে খোঁচা বিজেপির।বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহজাদ পুনাওয়ালা এক্স মাধ্যমে লেখেন, 'পিসি? কিন্তু একজনেরই তো ছবি। এ তো রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসের সম্মান চোরি। কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধীকে কি নিজের জায়গা দেখানো হলো?' উল্লেখ্য, পাটনায় আয়োজিত হতে চলা মহাজোটের সংবাদ সম্মেলনের স্থানে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের ছবি সম্বলিত বোর্ড এবং পোস্টার লাগানো হযেছে। উধাও রাহুলের ছবি।

বিশ্ব ফুটবলের সম্রাট পেলের জন্মদিন

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার (২৩ অক্টোবর) বিশ্ব ফুটবলে স্মরণীয়.দিন। আজকের দিনে বিশ্ব ফুটবলে কিংবদন্তি সম্রাট পেলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ব্রাজিলীয় পেশাদার ফুটবলার। আক্রমণভাগের এই ফুটবলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবলারদের একজন হিসেবে বিবেচিত। বিশ্ব ফুটবল তাকে সম্রাট বলে থাকে। ব্রাজিলের হয়ে ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০ সালের

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় আকাশ নীল নয়, ধোঁয়ায় ঘেরা - বায়ুদূষণে রীতিমতো বিপর্যস্ত রাজধানী

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর ঃ পুষ্পময় হেমন্ত ঋতু আসার আগেই রাজধানী দিল্লি রীতিমতো বায়ুদূষণের চাপের মুখে। জাতীয় রাজধানীর আকাশের নীল রঙ ক্রমেই নিখুঁজে যাচ্ছে, সেই জায়গায় কেবল ধোঁয়া আর কুয়াশার সাদা-ধূসর চাদর। বৃহস্পতিবার সকালে সামগ্রিকভাবে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান অত্যন্ত খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে, যা বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করছে। সমগ্র শহর জুড়ে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (AQI) রেকর্ড করেছে ৩৬২, যা স্পষ্টতই বিপজ্জনক সীমার মধ্যে পড়েছে।রাজধানী তথা তার সংলগ্ন শহরগুলোর অবস্থা বুধবার ও বৃহস্পতিবারও একরকম। অক্ষরধাম এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩৫০, যা দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। একইভাবে, দেশের অন্যতম পর্যটক কেন্দ্র ইন্ডিয়া গেট এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের সূচক ছিল ৩৫৩। সূচক অনুযায়ী, ৩০০-এর উপরে যেকোনো মানই 'খারাপ' হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই রাজধানীবাসীর জন্য এটি একটি শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।দূষণের এই মাত্রা শুধু শহরের সৌন্দর্যই নষ্ট করছে না, স্বাস্থ্য ঝুঁকিও সৃষ্টি করছে। অনেকেই ইতিমধ্যেই শ্বাসকষ্ট, কাশির সমস্যা, চোখে জ্বালা বা গলা খোস খোস করার মতো উপসর্গে ভুগছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরণের উচ্চ মাত্রার বায়ুদূষণ শিশু, বৃদ্ধ এবং দীর্ঘমেয়াদি শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য মারাত্মক। দিল্লির সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই রোজকার কাজকর্মে বাধার মুখে প।ছেন। রাস্তায় হাঁটা বা বাইকের উপর থাকা এখন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।বিগত কয়েক বছর ধরে জাতীয় রাজধানী ও তার আশেপাশের এলাকায় বায়ুদূষণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে হেমন্তের শুরুতে, যেখানে কৃষি অঞ্চলের ধোঁয়া, যানবাহনের অতিরিক্ত ধোঁয়া এবং শিল্পকেন্দ্রের বায়ু দূষণ একত্রিত হয়ে শহরের আকাশকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। এই দূষণ শুধু একটি শহরের সমস্যা নয়, বরং এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উত্তর ভারতে। প্রতি বছর এই সময়ে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্র থেকে আগত ধোঁয়া দিল্লির বাতাসকে ভারী ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে দিল্লি সরকারও বিভিন্ন প্রয়াস চালাচ্ছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, শিল্পকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ, এবং শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার মতো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ যানবাহন ও শিল্পকেন্দ্রে দূষণ রোধে সর্তক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলেও, প্রকৃত পরিস্থিতি এখনও আশানুরূপ নয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, শুধু স্থানীয় উদ্যোগ যথেষ্ট নয় সমগ্র উত্তর ভারতীয় অঞ্চলের সমন্বিত পদক্ষেপ ছাড়া দিল্লি দূষণমুক্ত করা সম্ভব নয়।ভ্ভদূষণজনিত অসুবিধার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও প্রভাব প।ছে। স্কুল, কলেজ ও অফিসে উপস্থিতি কমছে, কারণ বাবা-মা শিশুরা বাইরে বের না হোক এ জন্য সতর্ক। বাইরের বাজার বা খোলা এলাকায় কাজকর্ম সীমিত হচ্ছে, যা স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও সমস্যা সৃষ্টি করছে। হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। চিকিৎসকেরা সতর্ক করেছেন, যারা দীর্ঘদিন শহরের দূষিত বাতাসে থাকা রোগীদের মধ্যে রয়েছে, তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে পারে।ভ্ভদূষণ নিয়ন্ত্রণে নানা ধরনের প্রযুক্তি ও পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দিল্লি সরকার ইতিমধ্যেই শহরের মূল রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা সীমিত করার মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইলেকট্রিক যানবাহনকে উসাহ দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রচারণা চালানো হচ্ছে যাতে মানুষ পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রায় ফিরে আসে। এছাড়া, শিল্পাঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, এবং নির্মাণকাজের ধুলো কমাতে বিশেষ নিয়ম প্রয়োগ করা হচ্ছে।তবে দিল্লিবাসীর মতে, এই সব পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়। তারা মনে করছেন, এই দূষণজনিত পরিস্থিতি প্রতিদিন বাড়ছে এবং সরকারের পদক্ষেপে চরম তপরতা প্রয়োজন। স্কুলের শিক্ষকরা জানাচ্ছেন, শিশুদের মধ্যে শ্বাসকষ্টের উপসর্গ বা।ছে, এবং খেলাধুলার সময় তাদের শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ মুখে মাস্ক পরে বাইরে বের হচ্ছে, কিন্তু তা পূর্ণ সুরক্ষা দিতে পারছে না।ভ্ভদূষণ শুধু স্বাস্থ্যকেই প্রভাবিত করছে না, বরং জীবনযাত্রার মানকেও হ্রাস করছে। স্বাভাবিকভাবে শহরের মানুষরা নীরব, নিঃশব্দ বাতাস এবং খোলা আকাশের অভাব বোধ করছেন। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়, যেমন বাইরের হাঁটা, খোলা মাঠে খেলা, বা রাস্তায় সাইকেল চালানো, সবই সীমিত হয়ে এসেছে। বাতাসের দূষণজনিত ঘ্রাণ, চোখ জ্বালা, কাশি-এই সমস্ত সমস্যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই এখন মানুষকে বাধ্য করছে।বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, যদি দূষণ এইভাবে চলতে থাকে, তবে আগামী দিনে রাজধানীবাসীর স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের দিকে এগোতে পারে। শিশুরা, বৃদ্ধ ব্যক্তিরা এবং শ্বাসকষ্টের রোগীরা বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। তাই দূষণ কমাতে অবিলম্বে সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া ছা।া বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব নয়।প্রকৃতপক্ষে, দিল্লি একসময় উজ্জ্বল নীল আকাশ, পুষ্পিত বাগান ও পরিচ্ছন্ন রাস্তায় পরিচিত ছিল। কিন্তু এখন ধোঁয়া ও ধুলোর চাদরে ঢাকা, বায়ুদূষণ এই ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দিয়েছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন, শিশুদের খেলাধুলা, অফিস, স্কুল, স্বাস্থ্য-সবকিছুই এই দূষণের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞরা মনে করাচ্ছেন, সরকারকে কেবল স্থানীয় উদ্যোগেই সীমাবদ্ধ না থেকে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে দীর্ঘমেয়াদি সমাধান বের করতে হবে। শিল্পকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ, যানবাহন সীমিতকরণ, কৃষি ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ, সবমিলিয়ে সমন্বিত উদ্যোগ ছাড়া বাতাসের মান উন্নতি সম্ভব নয়। এছাড়া, সাধারণ মানুষকেও পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রা গ্রহণ করতে হবে। পলিথিন, প্লাস্টিক এবং দূষণজনক গ্যাস নির্গমন কমানো এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।ভ্ভসামগ্রিকভাবে, দিল্লি এবং সংলগ্ন অঞ্চলের বাতাসের দূষণ পরিস্থিতি বিপর্যয়কর পর্যায়ে পৌঁছেছে। নাগরিকরা শ্বাসকষ্ট, কাশি, চোখের সমস্যা সহ নানা স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে প।ছেন। স্কুল, কলেজ, অফিস, এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সরকার ও বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, যদি এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনা যায়, তবে আগামীদিনে রাজধানীবাসীর স্বাভাবিক জীবন এক বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়বে।দূষণ নিয়ন্ত্রণে এখন সময় হলো কার্যকর সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়ার। স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার, শিল্প প্রতিষ্ঠান, কৃষক, যানবাহন মালিক ও সাধারণ নাগরিক-সবকেই মিলিতভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। কেবল তখনই ধোঁয়া-ধুলা ও বিষাক্ত বায়ু মুক্ত দিল্লি মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে দিতে পারবে।পরিশেষে বলা যায়, দিল্লি আজকের দিনেও রীতিমতো বায়ুদূষণের জেরবার। নাগরিকরা স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারছেন না, শিশু ও বৃদ্ধরা বিশেষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। এই পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে মারাত্মক স্বাস্থ্য ও সামাজিক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই দূষণ নিয়ন্ত্রণে অবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওা অপরিহার্য। আপনি চাইলে আমি এই লেখাটি আরও ৪০০০ শব্দের পুরো সাংবাদিক স্টাইলের গভীর রিপোর্ট আকারে প্রসারিত করতে পারি, যাতে এতে দূষণের কারণ, নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া, সরকার ও বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য, পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনা সবই থাকবে। এটি একেবারে লংফর্ম নিউজে পরিণত হবে।

এসএসকেএমে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, ধৃত প্রাক্তন গ্রুপ ডি কর্মী

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর ঃ এক নাবালিকা রোগীকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ, যা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে। তবে বিষয়টি জানাজানি হয় বৃহস্পতিবার সকালে। অভিযোগ পেয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে পুলিশ। ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে। তার নাম অমিত মল্লিক। ধৃত ব্যক্তি হাসপাতালের প্রাক্তন গ্রুপ ডি কর্মী বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে।বুধবার চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম-এর বহির্বিভাগে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। তখনই ঘটনাটি ঘটে বলে অভিযোগ। দাবি, হাসপাতালের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থা করা হয় ১৫ বছরের ওই কিশোরীকে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়। শেষমেশ বুধবার রাতেই ধাপা এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ভবানীপুর থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে শিশুসুরক্ষা (পকসো) আইনের অধীনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ভারতের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং গোমাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত

গোরক্ষপুর, ২২ অক্টোবর ঃ দীপোসবের পবিত্র পর্বে গোবর্ধন পুজোর দিনে গোরক্ষপুরের বাতাসে ছিল উৎসবের আবহ। সকাল থেকেই গোরক্ষনাথ মন্দিরে ঢল নামে ভক্তদের। গোমাতার প্রতি শ্রদ্ধা, পূজা ও সেবার এই দিনটিকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ছিল ভক্তি ও আনন্দের মিশেল। সেই মন্দিরেই উপস্থিত হয়ে গোবর্ধন পুজো করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে তিনি সম্পন্ন করলেন পূজার্চনা, আর পুজো শেষে নিজের হাতে গবাদি পশুদের খাওয়ালেন খাবার। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মধ্যে দেখা যায় প্রবল উচ্ছ্বাস।যোগী আদিত্যনাথ শুধু পুজো করেই থেমে থাকেননি, এই পবিত্র দিনে তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন ভারতের কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্য এবং গোমাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্ব। তিনি বলেন, আজ পবিত্র গোবর্ধন পুজো, এটি দীপোসবের অপরিহার্য অংশ। আমি এই শুভক্ষণে সমগ্র দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই উসব ভারতের কৃষিপ্রধান অর্থনীতির প্রতীক। গোমাতা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণশক্তি।যোগী আরও বলেন, আজ সকালে গোমাতা পুজো ও তাঁদের সেবা করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। গোমাতার সেবা শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এটি ভারতের কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। ভারতীয় গবাদি পশু কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতীকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তারা ভারতের সমৃদ্ধির ভিত্তি। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণায় গোবর্ধন যোজনা চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গোবর থেকে জৈব সার ও ইথানল তৈরির প্রকল্প শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি শুধু পরিবেশবান্ধব নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার এক মহ উদ্যোগ।গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দিরে যোগীর উপস্থিতি ঘিরে সকাল থেকেই ছিল ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। উত্তর প্রদেশ পুলিশের একাধিক আধিকারিক ছিলেন মোতায়েন। মন্দিরে ভোর থেকেই শুরু হয় আরতি, ভজন ও গোসেবা। উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার ভক্ত। মুখ্যমন্ত্রী পুজো শেষে গোমাতাদের হাতে কলা, গুড়, খৈল ও ঘাস খাওযান। গবাদি পশুদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ দেন এবং বলেন, গোমাতা আমাদের সংস্কৃতির মেরুদণ্ড। গোমাতার সেবা মানেই মানবসেবার এক রূপ।ভ্ভউত্তর প্রদেশ সরকার গত কয়েক বছরে গবাদি পশু কল্যাণে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় স্থাপন করা হয়েছে গোশালা, যেখানে অসহায়, আহত ও পরিত্যক্ত গরুদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমরা গোশালাগুলিকে শুধু আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবেই দেখি না, এগুলি এখন গোমাতার সুরক্ষা ও সংরক্ষণের কেন্দ্র। প্রতিটি জেলাতেই সরকার গোসেবা যোজনা কার্যকর করছে। এছাড়াও, গোবর থেকে সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়েছে।যোগী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর গোবর্ধন যোজনার মাধ্যমে আজ গোবর হচ্ছে গ্রামীণ সম্পদের নতুন প্রতীক। আগে যেখানে গোবরকে বর্জ্য হিসেবে দেখা হত, এখন তা থেকে তৈরি হচ্ছে জৈব সার, যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করছে। পাশাপাশি, গোবর থেকে তৈরি ইথানল দেশের জ্বালানি নির্ভরতা কমাচ্ছে। এটি একদিকে যেমন পরিবেশবান্ধব, তেমনি গ্রামের অর্থনীতিকেও স্বনির্ভর করছে।তিনি এও জানান, উত্তর প্রদেশ সরকার গোমাতার চিকিৎসা, খাদ্য ও নিরাপত্তার জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ করেছে। রাজ্যে ৫০০টিরও বেশি সরকারি গোশালা পরিচালিত হচ্ছে, যেখানে প্রায় ৬ লক্ষেরও বেশি গবাদি পশুর যত্ন নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, প্রতিটি ব্লকে গোমাতা কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে, যাতে গ্রামের কৃষকরা তাদের গবাদি পশুর যত্ন নিতে সাহায্য পান।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোবর্ধন পুজো আমাদের শেখায় প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি সম্মান। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এই দিনে গোবর্ধন পর্বত তুলেছিলেন মানুষ ও গোমাতাদের রক্ষার জন্য। সেই শিক্ষা আজও প্রাসঙ্গিক। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে, আমাদের গোমাতা ও গবাদি পশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তারা শুধু প্রাণী নয়, আমাদের জীবনের সঙ্গী, কৃষিক্ষেত্রের সহায়ক এবং পরিবেশের রক্ষক।গোরক্ষনাথ মন্দিরের মহন্ত হিসেবে যোগীর এই উৎসব সবসময়ই রাজ্যের মানুষের কাছে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। প্রতি বছরই তিনি এখানেই দীপাবলি ও গোবর্ধন পুজো করেন। তাঁর নেতৃত্বে মন্দির প্রাঙ্গণজুড়ে সেজে ওঠে আলোকসজ্জা, দীপ প্রজ্বলনে ভরে ওঠে পুরো এলাকা। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মন্দিরের চারপাশে সাজানো হয়েছিল প্রদীপ ও ফুলের মালা। সন্ধ্যায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে স্থানীয় শিল্পীরা কৃষ্ণলীলার মাধ্যমে গোবর্ধন পর্বতের কাহিনি উপস্থাপন করেন।পুজোর পর ভক্তদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গোবর্ধন পুজো আমাদের শেখায় আত্মনির্ভরতা, পরিশ্রম ও প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থান। আজ যখন বিশ্ব পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতার মুখে, তখন গোবর্ধন পুজোর শিক্ষা আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। আমরা যদি গোমাতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারি, তবে আমাদের কৃষি, পরিবেশ ও সমাজ-সবই রক্ষা পাবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোরক্ষনাথ মন্দির ট্রাস্টের মহন্ত, পুরোহিতবৃন্দ, রাজ্যের কৃষি ও পশুপালন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। যোগীর পাশে ছিলেন তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরাও। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, গোবর্ধন পুজো উপলক্ষে গোরক্ষপুর ও আশেপাশের জেলাগুলিতে বিশেষ গোসেবা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিনামূল্যে গবাদি পশুর চিকিৎসা, টিকাকরণ ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।দীপোসবের এই সময়টিতে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা ছিল স্পষ্ট-উন্নয়ন শুধু শহরনির্ভর নয়, গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড গোমাতা ও কৃষককে কেন্দ্র করেই তৈরি হতে হবে নতুন ভারতের ভবিষ্য। তিনি বলেন, আমরা যদি গোমাতার সুরক্ষা ও গবাদি পশু কল্যাণ নিশ্চিত করি, তাহলে কৃষকের আয় বাড়বে, গ্রামীণ সমাজ স্বনির্ভর হবে, আর দেশের অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে। এই ভাবনাই গোবর্ধন পুজোর আসল তাৎপর্য।গোরক্ষপুরে মুখ্যমন্ত্রীর এই পুজো তাই শুধুই ধর্মীয় নয়, এটি এক সামাজিক বার্তা। গোমাতার সেবা থেকে শুরু করে গোবরের সদ্ব্যবহার-সবেতেই তিনি তুলে ধরলেন এক পরিবেশবান্ধব ও স্বনির্ভর ভারতের স্বপ্ন। তাঁর ভাষায়, গোমাতা আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু, আর তাঁদের সুরক্ষা মানেই ভারতের ভবিষ্য সুরক্ষিত করা।গোরক্ষনাথ মন্দিরে ভক্তদের ঢল, গোমাতার আরাধনা, আর মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা-সব মিলিয়ে গোবর্ধন পুজোর এই দিনটি রূপ নিয়েছিল এক আত্মিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশবান্ধব উৎসবে। দীপাবলির আনন্দের সঙ্গে গোমাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবার এই মিলনই যেন নতুন দিশা দেখাল উত্তর প্রদেশকে-যেখানে ধর্ম, কৃষি, ও পরিবেশ একসঙ্গে বোনা হয়েছে একই সূত্রে।

ভাইফোঁটাঃমধুর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার বন্ধন ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর ঃ দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য উসবের মরশুম এখনও থেমে নেই। কালীপুজোর রঙিন উচ্ছ্বাস ও আনন্দের মাত্রা ঘুরপাক খাচ্ছে। কালীপুজো শেষ হলেও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের ধারা এখনও অব্যাহত। এদিন দেশের প্রতিটি প্রান্তে পালিত হচ্ছে ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কের উসব-ভাইফোঁটা। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামে পরিচিত এই উৎসব সাধারণত কালীপুজোর দু'দিন পর অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয় তিথিতে এই দিন পালন করা হয়। ইতিহাস ও কাহিনীর আলোকে, এটি কেবল একটি প্রথাগত অনুষ্ঠান নয়, বরং ভাইবোনের মধ্যে স্নেহ, ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের প্রতীক।ভাইফোঁটার উৎসব ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। পবিত্রতা, ভালোবাসা, স্নেহ এবং সম্পর্কের দৃঢ়তা এই দিনের মূল মন্ত্র। ভাইফোঁটায় ভাইবোনেরা একে অপরের জন্য প্রার্থনা করেন। ভাইবোনদের মিষ্টি উপহার, ধন-সম্পদ ও সুস্থতার কামনা, একে অপরের কল্যাণ ও সুখের জন্য রীতিনীতিগতভাবে নানা আচার পালিত হয়। এই উসবের মধ্য দিয়ে পরিবারের বন্ধন আরও দৃ। হয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য আরও সমৃদ্ধ হয়।প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছাঃভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক্স মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আপনাদের সকলকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভাইবোনের মধ্যে ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের প্রতীক এই উৎসব সকলের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য বয়ে আনুক। এই সম্পর্কের বন্ধন নতুন করে শক্তিশালী হোক। এই শুভেচ্ছা কেবল একটি সামাজিক উদযাপন নয়, বরং দেশব্যাপী পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক।ভাইফোঁটার ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রেক্ষাপটঃভাইফোঁটার উৎসবের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। এটি মূলত ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। নানা পুরাণে ভাইবোনদের মধ্যে স্নেহ ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্বকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দিনে বোনেরা ভাইয়ের দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি এবং সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। ভাইবোনদের মধ্যে এই সম্পর্ক শুধু পারিবারিক নয়, সামাজিক বন্ধনকেও দৃঢ় করে। বিশেষত এই সময় পারিবারিক মিলনমেলার আয়োজন ঘটে। গ্রামের ছোট-ব।রা একত্রিত হন, শহরের মানুষও বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে উৎসব উদযাপন করেন। মিষ্টি ও বিশেষ খাদ্য প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে উসবের আনন্দ আরও বাড়ে।কালীপুজো ও ভাইফোঁটার সংযোগভারতের বহু প্রান্তে কালীপুজো ও ভাইফোঁটার মধ্যে একটি সঙ্গতিপূর্ণ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। কালীপুজোর পরই ভাইফোঁটা পালিত হয়, যা দুইটি উসবের মধ্যে রীতিনীতিগত ও সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধন তৈরি করে। কালীপুজোতে দেবী কালীকে আরাধনা করা হয়, শক্তি, নিরাপত্তা ও বিজয়ের প্রতীক হিসেবে। আর ভাইফোঁটায় পরিবার ও সম্পর্কের মানসিক শক্তি চর্চিত হয়। এই দুই উৎসব একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় চিত্র ফুটিয়ে তোলে।ভাইফোঁটার সামাজিক প্রভাবভাইফোঁটা কেবল পারিবারিক বন্ধনকে দৃ। করে না, বরং সমাজে সুস্থ সামাজিক সংস্কৃতি প্রচারে সাহায্য করে। এটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার শিক্ষা দেয়। ভাইবোনেরা একে অপরের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন, যার মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ ও সমন্বিত সমাজের মূলে প্রভাব পড়ে। বিশেষত বর্তমান সময়ের ব্যস্ত জীবনে পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই ধরনের আচার অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।ভাইফোঁটার রীতিনীতি ও উদযাপনভাইফোঁটায় বোনেরা ভাইয়ের কপালে টিকা লাগান, প্রার্থনা করেন এবং তাদের মঙ্গল কামনা করেন। ভাইরা বোনকে সুরক্ষা এবং স্নেহ প্রদর্শন করেন। এই উৎসবে বিশেষ খাদ্য, মিষ্টি এবং উপহার বিনিময় করা হয়। ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে এই আচার ভিন্ন রূপে দেখা যায়, তবে মূল স্নেহ ও ভালোবাসার মন্ত্র সর্বত্র অপরিবর্তিত থাকে।ভ্ভশহর ও গ্রামে উদযাপনভ্ভশহর ও গ্রামে ভাইফোঁটার উদযাপন আলাদা রূপে লক্ষ্য করা যায়। শহরে এটি আধুনিক আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক মিলনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। কর্পোরেট পরিবারের ভাইবোনরা একে অপরকে উপহার দেন, মিষ্টি বিনিময় করে সম্পর্কের দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন। গ্রামে এটি আরও ঐতিহ্যবাহী আচার-অনুষ্ঠান ও মিলনমেলার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়। গ্রামের মানুষ সকলে একত্রিত হয়ে বোনেরা ভাইয়ের দীর্ঘায়ু.ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে এবং পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক ঐক্য বৃদ্ধি পায়।ভ্ভউপসংহারভ্ভভাইফোঁটা বা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি ভাইবোনের মধ্যে অটুট স্নেহ, ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের প্রতীক। দেশের প্রতিটি প্রান্তে পালিত এই উসব সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধনকে শক্তিশালী করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা এই দিনের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে। এই উৎসব আমাদের শেখায়, সম্পর্কের মূল্য বোঝা এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ। ভাইফোঁটার মধ্য দিয়ে আমরা কেবল পারিবারিক বন্ধনকেই নয়, সমাজের সামাজিক ঐক্যকেও শক্তিশালী করি।ভাইফোঁটা উৎসব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সম্পর্ক, ভালোবাসা এবং বিশ্বাসের শক্তি কোনো ধন-সম্পদ বা উপহার নয়, বরং স্নেহ, যত্ন এবং একে অপরের মঙ্গল কামনার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। তাই এই উৎসব কেবল আনন্দের নয়, শিক্ষারও উৎসব। একে পালন করার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের প্রথা, সংস্কৃতি ও পারিবারিক ঐক্যকে নতুন করে সম্মান করি এবং ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য সেই মূল্যবোধ স্থাপন করি।

বুকের ব্যথায় অসুস্থ, প্রয়াত ডিএমকে বিধায়ক কে পোন্নুসামি

চেন্নাই, ২৩ অক্টোবর ঃ বুকের ব্যথায় অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন ডিএমকে বিধায়ক কে পোন্নুসামি। স্বাস্থ্যগত জটিলতার কারণে বৃহস্পতিবার সকালে ডিএমকে বিধায়ক কে পোন্নুসামি প্রয়াত হয়েছেন। এদিন ভোরে তিনি বুকে ব্যথা অনুভব করেন। ১০৮ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দ্রুত তাঁকে নামাক্কলের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়, কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।পরিবার সূত্রের খবর, এর আগেও তিনি দু'বার বুকে ব্যথা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁর অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা হয়েছিল। মৃত্যুকালে এই ডিএমকে নেতার বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি ২০০৬ থেকে ২০১১ এবং আবারও ২০২১ সাল পর্যন্ত বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।রাজ্যসভার সদস্য কে আর এন রাজেশ কুমার, নামাক্কলের বিধায়ক পি রামালিঙ্গম, মেয়র ডি কালানিধি, কালেক্টর দুর্গা মূর্তি এবং অসংখ্য দলীয় সদস্য তাঁকে শ্রদ্ধা জানান।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। জীবনে এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যা সম্প্রীতি নষ্ট করতে পারে। এই সময় সাহস এবং ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। শুভ দিন হবে

বৃষঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।

মিথুনঃ মিথুন রাশির জন্য খুব ইতিবাচক এবং উৎসাহজনক দিন হতে চলেছে। ভিতরে একটি নতুন শক্তি প্রবাহিত হবে, যা রুটিনে নতুনত্ব এবং উৎসাহ আনতে

কর্কট রাশি ঃআপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন।

সিংহঃ রাশির স্ত্রীস্বামীকে কিছু অসুবিধা হতে পারে। মনে হতে পারে যে জীবনে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে না। নেতিবাচক শক্তির পরিবেশ কিছুটা বিরক্ত করতে পারে।

কন্যা ঃআপনার ক্ষিপ্রগতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ আপনাকে অনুপ্রাণিত করবে। সাফল্য অর্জনের জন্য-সময়ের সাথে সাথে আপনার ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। এটি আপনার দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে-আপনার দিগন্ত বিস্তৃত হবে-আপনার ব্যক্তিত্বের উন্নতি হবে এবং আপনার মন সমৃদ্ধ হবে।

তুলাঃতুলা রাশির জন্য পরিস্থিতি কিছুটা কঠিন হতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু উত্তেজনা বা বাধা থাকতে পারে, যা মনে উদ্বেগ এবং অসন্তোষের কারণ হতে পারে।

বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জন্য খুবই ভাল দিন। আত্মবিশ্বাস এবং ইতিবাচকতা আকাশ ছুঁয়ে যাবে, যার কারণে চারপাশের পরিবেশও মনোরম থাকবে। সঙ্কট সত্ত্বেও সহজেই সেগুলি কাটিয়ে উঠবেন।

ধনুঃ ভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ

মকরঃ মকর রাশির জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে পূর্ণ দিন হতে পারে। এই সময়টি মানসিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন।

কুম্ভঃ আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক আচরণে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশগ্রস্ত অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। আপনার অবাস্তব পরিকল্পনার ফলে অর্থের অভাব দেখা দিতে পারে। আপনি পরিচিত কেউ অর্থকড়ি সংক্রান্ত পরিস্থিতি

মীনঃ মীন রাশির জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক দিন। সংবেদনশীলতা এবং করুণা পরিবেশে একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করবে, যা চারপাশের মানুষকে আকর্ষণ করবে। সৃজনশীলতা প্রকাশ করার জন্যও অনুপ্রাণিত বোধ করবেন, যা চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি প্রকাশ্যে প্রকাশ করবে। এই সময়.চারপাশের মানুষের সঙ্গে গভীর সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। মীন রাশির কল্পনাশক্তি এবং আকর্ষণ দ্বারা অনেকেই এই দিন মুগ্ধ হবেন এবং সম্পর্কের মধ্যে সুখ এবং আনন্দের

আবহাওয়া

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও, আবহাওয়া মূলত শুষ্কই থাকবে। তাপমাত্রাতেও বিশেষ হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে আগামী ৭ দিন। শনি ও রবিবার উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে আগামী ৭ দিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ৩২ থেকে ৩৩ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ২৮ থেকে ৩০ ডিগ্রি থাকার সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী এক সপ্তাহ শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায় দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাষ্প থাকায় তাপমাত্রা খুব একটা নামবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলিতে। কলকাতায়.২৩ থেকে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পশ্চিমের জেলায় দুই-তিন ডিগ্রি কমতে পারে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৮টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০১টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৩মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৬মিনিটে।

ওপিডিতে চিকিৎসা করাতে এসে যৌন হেনস্থার শিকার

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ গতকাল ওপিডিতে চিকিৎসা করাতে আসে নাবালিকা। অভিযোগ, তার পরিবার যখন ডাক্তার দেখানোর জন্য টিকিট করাতে ব্যস্ত ছিল তখন নাবালিকাকে ভুলিয়ে ট্রমা কেয়ারে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এসএসকেএম হাসপাতালে ১৫ বছরের নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ। গতকাল দুপুরে ট্রমা কেয়ারের শৌচাগারে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত আগে এসএসকেএম হাসপাতালের চুক্তি ভিত্তিক ওয়ার্ড বয় ছিল। বর্তমানে এনআরএস হাসপাতালে কর্মরত সে। আগে কাজ করার সুবাদে এসএসকেএম হাসপাতালের ইউনিফর্ম ছিল তার কাছে। সেই ইউনিফর্ম পরেই অভিযুক্ত হাসপাতালে ঢোকে বলে জানা গিয়েছে। গতকাল ওপিডিতে চিকিৎসা করাতে আসে নাবালিকা। অভিযোগ, তার পরিবার যখন ডাক্তার দেখানোর জন্য টিকিট করাতে ব্যস্ত ছিল তখন নাবালিকাকে ভুলিয়ে ট্রমা কেয়ারে

নিয়ে যায় অভিযুক্ত। তারপরে শৌচাগারে ঢুকিয়ে তাকে যৌন নিগ্রহ করা হয়। অভিযুক্ত অমিত মল্লিককে গ্রেফতার করেছে ভবানীপুর থানা। অভিযুক্ত ব্যক্তি বর্তমানে এনআরএস হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী বলে জানা গিয়েছে। এর আগে সে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করত এসএসকেএম হাসপাতালে। সেই সুযোগ নিয়েই গতকাল অভিযুক্ত ঢুকেছিল হাসপাতালে। গতকাল যখন নাবালিকার পরিবার ওপিডি টিকিট করার কাজে ব্যস্ত ছিল, তখনই ঘটে কাণ্ড।
জানা গিয়েছে, বাচ্চাটিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে শৌচাগারে নিয়ে যায় অভিযুক্ত। হেনস্থার শিকার হয়ে বাঁচার জন্য চিৎকার করে ওঠে বাচ্চাটি। চিৎকার শুনে ছুটে আসেন হাসপাতালে থাকা পুলিশকর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীরা। এরপরেই গোটা ঘটনা জানাজানি হয়। হাসপাতালে ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। তবে গতকাল রাতে তাকে ধাপা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ভবানীপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। আপাতত ভবানীপুর থানায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষাও করা হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ, বলা ভাল এক নম্বর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এসএসকেএম। প্রতিদিন প্রচুর মানুষ এখানকার ওপিডিতে আসেন চিকিৎসার জন্য। সেখানে আগে কাজ করত এমন একজন অস্থায়ী কর্মী, আগের ইউনিফর্ম থাকার সুবাদে, হাসপাতালে অবাধে প্রবেশ করে যাচ্ছে। স্বভাবতই নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। রাজ্যের নামকরা সরকারি হাসপাতাল যেন অবারিত দ্বার। যে যখন খুশি ঢুকে পড়ছে। চিকিৎসা করাতে আসা নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহও করছে। আবার পালিয়েও যাচ্ছে। তাহলে কোথায় রয়েছে রোগীদের নিরাপত্তা? বারংবার সকলের মনেই উঠছে এই প্রশ্ন। স্বভাবতই আতঙ্কে রয়েছেন রোগী এবং তাঁদের আত্মীয় পরিজনরা।

আমহার্স্ট স্ট্রিট প্রেসে অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক তরজা

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ ফের অগ্নিকাণ্ড কলকাতায়, আমহার্স্ট স্ট্রিটে আগুন লাগল প্রিন্টিং প্রেসে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার একটি প্রিন্টিং প্রেসে। ভিতরে দাহ্য পদার্থ থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের বেশ কিছু দোকানও। বৃহস্পতিবার সকালে আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটি প্রিন্টিং প্রেসে আগুন লাগে। কী কারণে এই আগুন তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ভিতরে প্রচুর দাহ্যবস্তু থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে রয়েছে। এই প্রিন্টিং প্রেসের সামনে সারিবদ্ধ দোকান। আতঙ্কে ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে প্রিন্টিং প্রেসে আগুন লেগে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। পরে আরও একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আগুন লাগার কিছু ক্ষণের মধ্যে গোটা এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের দোকানগুলিও।এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার, ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সাধনা বসু। তাঁর নিশানায় বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষ। প্রোমোটিংয়ে বাধা দেওয়ায় ইচ্ছে করে আগুন লাগানো হয়েছে ! আমহার্স্ট স্ট্রিট অগ্নিকাণ্ড নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ। আমহার্স্ট স্ট্রিটের দোতলা প্রিন্টিং প্রেসে আগুন লাগে বৃহস্পতিবার সকালে। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী। দমকল কর্মীরা জানিয়েছেন, মোবিলের খালি পাত্র মজুত ছিল ওই প্রিন্টিং প্রেসে। আর তার জেরেই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় এলাকা। তবে বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মানুষও নিরাপদে রয়েছেন। কীভাবে, কেন আগুন লাগল, সমস্ত সম্ভাবনা এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছে দমকল বাহিনী। এদিকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিস্ফোরক অভিযোগ করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার। ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সাধনা বসু ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁর নিশানায় বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষ। সাধনা বসুর অভিযোগ, এখানে প্রোমোটিং করার একটা ব্যাপার ছিল। তিনি বাধা দেওয়ায় এই আগুন লাগানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন শাসক দলের নেত্রী। সাধনা বসুর অভিযোগ, 'আমার কাছে এসেছিল। আমি বলেছিলাম আমার আপত্তি নেই। সবাইকে জায়গা দেবেন। সবাই সুস্থ ভাবে থাকবে। তাহলে আমি রাজি হব। তারপর আর আমার কাছে আসেনি। জল কলের জন্য এসেছিল। ওভাবে আমি জল কল দিতে পারি না। আইন মেনে করো, আমি আছি।' সাধনা বসুর আরও অভিযোগ, এলাকার স্টলগুলি করার জন্য, সেখানে আলোর ব্যবস্থার করার জন্য তাঁর অনুমতি নেওয়া হয়নি। আর এই সবকিছুই তমোঘ্ন ঘোষের মদতে হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন সাধনাদেবী। 'স্টলগুলো কে করেছে? এত আলো কোথা থেকে টানল?' প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার সাধনা বসু। অন্যদিকে বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষ যিনি ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাও বটে, তিনি বলেছেন, 'আমি রাজনীতির রঙের কথা বলব না। আমরা সকাল থেকে উদ্ধার কাজ করছি পাড়ার ছেলে হিসেবে। সেটাই করব। আমাদের পাড়ার লোকেদের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। সকাল থেকে আমরা আছি উদ্ধারকাজে।' তৃণমূল কাউন্সিলারের অভিযোগের পাল্টা তমোঘ্ন বলেন, 'এই অলীক কল্পনা, এই আজব কাহিনীর আমি কি উত্তর দেব বলুন? ওনাদের কর্পোরেশন। আমার দিকে ঠেলছেন। দায়ভার কার নেওয়া উচিত? পৌরমাতা বা পৌরপিতার। আমি সেটাও বলছি না। বলছি আগুন লেগেছে। সবাই মিলে উদ্ধারকাজ করা উচিত। উনি দায় আমার দিকে ঠেলেছেন। উনি আমায় পৌরপিতা বানিয়ে দিয়েছেন। আমি কী করব?' সাধনা বসুর অভিযোগ এবং তমোঘ্ন ঘোষের সোজাসাপ্টা জবাব, সব মিলিয়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটের আগুন নিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা।

কোচবিহারের পুলিশ সুপার কাণ্ড

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ঘটনায় ধৃতদের মধ্যে তিন জনকে জামিনে মুক্তি দিল আদালত। বাকিদের পাঁচ জনের পুলিশি হেফাজত এবং দু'জনকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দীপাবলির রাতে গভীর রাত পর্যন্ত বাজি ফাটানোর বিরুদ্ধে পুলিশ সুপারের পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসীদের একাংশ। বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, বাংলো থেকে বেরিয়ে বেশ কয়েকজনকে 'মারধর' করছেন পুলিশ সুপার। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার এসপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। যদিও সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এসপি। মঙ্গলবারের বিক্ষোভের ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। বুধবার তাঁদের কোচবিহার আদালতে হাজির করানো হলে তিন জনকে জামিন দেয় আদালত। ধৃতদের আইনজীবী শিবেন রায় জানান, আদালত তিন জনের জামিন মঞ্জুর করেছে। পাঁচ জনের পুলিশি হেফাজত এবং দু'জনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আইনজীবী আরও জানান, আদালতে ইতিমধ্যে একটি ভিডিয়ো ফুটেজ পেশ করা হয়েছে। সেটি বিবেচনা করে দেখার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। আইনজীবীর দাবি, ওই সিসি ক্যামেরার ফুটেজে মাথায় ফেট্টি বাঁধা, হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি পরা এক ব্যক্তিকে শিশু এবং মহিলাদের মারধর করতে দেখা গিয়েছে। ওই ব্যক্তিকে, তা শনাক্ত করে পুলিশ যাতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়, সেই আবেদনও জানান তিনি। কোচবিহার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে রেলঘুমটি এলাকায় পুলিশ সুপারের বাংলো। অভিযোগ, সোমবার দীপাবলির রাতে হঠাৎ বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে কয়েক জনের উপর 'চড়াও হন' তিনি। 'আক্রান্তদের' এক জন দাবি করেছেন, ''পুলিশ সুপার হাফ প্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি আর মাথায় ফেট্টি বাঁধা অবস্থায় এলাকার কয়েকটি শিশু, একজন মহিলা এবং এক জন স্কুল শিক্ষককে মারধর করেছেন।'' যদিও পুলিশ সুপার মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, গভীর রাত পর্যন্ত শব্দবাজি ফেটেছে। তবে পুলিশ প্রশাসন এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। পরিস্থিতির ওপরে কড়া নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও রকম উত্তেজনা যাতে বৃদ্ধি না পায় তার দিকে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। সরকার থেকে তো বটেই স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা সতর্ক হয়ে গিয়েছেন। তারা স্থানীয় জনতাকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কলকাতা পুরসভা ধাপার মাঠের ৭৩ একর কৃষি জমি অধিগ্রহণ করল

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ ধাপা ডাম্পিং সাইটের পাশে প্রায় ৭৩ হেক্টর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করেছে কলকাতা পুরসভা। এই জমি ধাপার সম্প্রসারণ ও নতুন ল্যান্ডফিল সাইট তৈরির কাজে ব্যবহার করা হবে। মূল উদ্দেশ্য, বর্তমান ডাম্পিং সাইটের উপর থেকে চাপ কমানো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরসভা ইতিমধ্যেই ধাপে ধাপে ওই জমিতে বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। ক্ষতিপূরণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। মোট ৮৮৩ জন কৃষককে তিন দফায় ক্ষতিপূরণের চেক দেওয়া হবে, যার মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৫০ জন কৃষক চেক পেয়েছেন। পুরসভার হিসাব অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রায় ৫৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে।
পুরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ বর্তমানে প্রতি দিন প্রায় ১,৫০০ টন বর্জ্য থেকে সার, সিএনজি ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই সক্ষমতা বাড়িয়ে ২,৫০০ টনে উন্নীত করা হবে। সেই লক্ষ্যে নতুন রিসাইক্লিং ইউনিট স্থাপনের জন্যই ৭৩ হেক্টর জমি অত্যাবশ্যক বলে জানিয়েছেন এক পুরকর্তা। তাঁর কথায়, অধিগৃহীত জমিতে মেটেরিয়াল রিকভারি প্ল্যান্ট, সিএনজি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি একটি বৃহৎ গার্বেজ-টু-সার প্ল্যান্টও স্থাপনের ভাবনা রয়েছে।
ধাপার উপর বাড়তি চাপ কমাতে বিকল্প ব্যবস্থা গড়তে উদ্যোগী কলকাতা পুরসভা, জমি ও অর্থ সংস্থানের আয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, কলকাতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ প্রয়োজন। ধাপা ডাম্পিং সাইট ১৯৮৭ সালে চালু হয়েছিল এবং বর্তমানে এটি প্রতিদিন প্রায় ৫,০০০ টন বর্জ্য গ্রহণ করছে ; যা এর ধারণক্ষমতার দ্বিগুণ। পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ড থেকে প্রায় ৪,৫০০ টন, পাশাপাশি সল্টলেক, নিউ টাউন ও পানিহাটি থেকে ৫০০ টন বর্জ্য সেখানে ফেলা হয়। শীঘ্রই হাওড়া থেকেও আরও ৩০০ টন বর্জ্য পাঠানো হবে। পরিবেশবিদদের সতর্কবার্তা, সময়মতো ধাপা সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ না হলে বড়সড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, ধাপার ভঙ্গুরতা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই একটি রিপোর্ট রাজ্য সরকারকে পাঠিয়েছি। পাশাপাশি কলকাতা পুরসভা নিজের মতো করে কাজ শুরু করে দিয়েছে, যাতে পরিস্থিতি হাতের বাইরে না যায়।

লাল সবুজ আবিরে দেবী কালী প্রতিমার বিসর্জন হল আউশগ্রামে

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ ২০১৭ সালের পর থেকে গত কয়েক বছর খুব বেশি আড়ম্বর ছিল না পুজোয়। তবে এ বার ফের জাঁকজমকে ভরা পুরোনো ছন্দে ফিরল পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম থানার কালীপুজো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ-সহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে পুজোকে ঘিরে। বহু বছর ধরে আউশগ্রাম থানার কালীপুজোয় সে ভাবে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত না। তা নিয়ে এলাকাবাসীরাও ঈষৎ অভিমানী ছিলেন। এ বার ফের জমজমাট করে পুজোর আয়োজন হওয়ায় খুশি এলাকাবাসীরাও। স্থানীয় বাসিন্দাদের কেউ কেউ বলছেন, এ বারের পুজোর আয়োজনকে ঘিরে আবার প্রাণ ফিরে পেল আউশগ্রাম থানা।
আউশগ্রাম থানার উদ্যোগে আয়োজিত এই কালীপুজো ও সামাজিক কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডিএসপি (ডিএনটি) সুব্রত মণ্ডল। থানার উদ্যোগে এলাকার ১১৮০ জন আদিবাসী ও দুঃস্থ পরিবারের হাতে পোশাক এবং শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বিশেষ ভাবে সক্ষম এক নাগরিককে হুইলচেয়ার-সহ ট্রাইসাইকেলও দেওয়া হয়। থানার ২০ জন সিভিক ভলান্টিয়ার ও অন্য বাহিনীর সদস্যদেরও সংবর্ধনা দেন পুলিশ সুপার।
মঙ্গলবার সকালে থানা চত্বরে সামাজিক অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বুধবারও সন্ধ্যায় থানা চত্বরে সঙ্গীত পরিবেশন করে কলকাতার একটি গানের দল। শুক্রবার কলকাতার এক অপেরা দলের যাত্রাও পরিবেশিত হওয়ার কথা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে। যাদের উদ্যোগে এই পুজো, সেই আউশগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শান্তনু অধিকারী কথায়, একেবারে 'টাইট শিডিউল' রয়েছে।
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আউশগ্রাম হাই স্কুলে আয়োজিত হয় বসে আঁকো, নৃত্য ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। সেখানে অংশ নেয় এলাকার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। প্রতিযোগিতার কৃতীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন পুলিশ সুপার সায়ক দাস। এলাকার বাসিন্দা তথা সাহিত্যিক রাধামাধব মণ্ডল বলেন, তআশু ধানের নাম থেকেই আউশগ্রামের নামকরণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসেছিলেন এই ডাঙায় (আউশগ্রাম)। ব্রিটিশ কালেক্টর জন চিপ এই থানার প্রাচীন ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন; যার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আজও এলাকাবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস বলেন, তআউশগ্রামে আইসি-র নেতৃত্বে পুলিশ টিম খুব ভালো কাজ করছে। অনুষ্ঠানগুলি সুন্দর ভাবে ফিরে এসেছে; এটা আমাদের সকলের জন্যই আনন্দের। পুলিশ মানুষের পাশে সব সময় থাকবে, আপনারাও পাশে থাকুন।দ অনুষ্ঠান শেষে পুলিশ সুপার এবং অন্য আধিকারিকেরা ঘুরে দেখেন থানা চত্বর।

নৈহাটির 'বড়মা' দর্শনে কোনও রকম দর্শকদের অসুবিধা হয় নি- পুলিশ পক্ষ থেকে দাবি করা হয়

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ নৈহাটির বড়মা দর্শনে আসা ভক্তদের দুর্ভোগের খবর ভিত্তিহীন। মঙ্গলবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বড়মার দর্শনে আসার পর সংবাদমাধ্যমের একাংশ দুর্ভোগের বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করে। এরপরই সমাজমাধ্যমে বারাকপুর পুলিশ কমিশনারের তরফে জানানো হয়, 'নৈহাটির বড়মা মন্দিরে প্রতিদিন লক্ষাধিক ভক্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে দর্শন করছেন। জনসমাগম ও চলাচল নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে চরম ভিড়ের সময়েও ভক্তদের চলাচল স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রিত থাকে।
কারোর কোনো অসুবিধা না হয়। তবুও দেখা যাচ্ছে, কিছু ছবি সচেতনভাবে বেছে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং বাস্তব পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপরীত। ভুল তথ্য প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' এনিয়ে নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক সনৎ দে বলেন, একটি সংবাদমাধ্যম অসত্য খবর পরিবেশন করে জানায়, দর্শনার্থীদের অসুবিধায় ফেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো দিয়েছেন। আমি এর প্রতিবাদ করছি। স্থানীয় বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, কোন ভক্তের বড়মা দর্শনে অসুবিধা হয়নি। এবছর বড়মার পুজো ১০২ বছরে পদার্পণ। বেড়েছে ভক্ত সমাগমও। জাঁকজমক থেকে নিয়মের কড়াকড়ি, এবছর আরও বেশি ছিল।
বড়মা'র মাহাত্ম্যের টানে দূরদূরান্তের দর্শনার্থীরা ভিড় জমান। কী মাহাত্ম্য? অনেকেই শনি দেবতাকে 'বড় ঠাকুর' বলে থাকেন। তেমনি নৈহাটির বড়মার নামকরণ হয়েছে বিশেষ কারণে। এই কালী মূর্তির উচ্চতা প্রায় ২২ ফুট। তাই তাঁর নাম 'বড়মা'। খুব জাগ্রত বলে মুখে মুখে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে কাছ থেকে দূর, আরও দূরে। তিথি ও রীতি মেনে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন নৈহাটিতে বড়মার মন্দিরে দেবীর কাঠামো পুজো হয়। এবছর নৈহাটির শিল্পী শুভেন্দু সরকার 'বড়মা'র প্রতিমা তৈরি করেন। কালীপুজোর দিন সুউচ্চ 'বড়মা'কে সোনা ও রুপোর গয়না দিয়ে সাজানো হয়। এই মূর্তির পাশাপাশি ২২ ফুট উঁচু বড়মার মূর্তিও পুজো করা হয়।
বড়মার মন্দিরে ফি দিন পূজার্ঘ্য হিসেবে প্রচুর ফুল, ফল, কাপড় এখানে জমা পড়ে। কালী প্রতিমা রোজ সেজে ওঠেন ভক্তদের দেওয়ায় নানারকম সামগ্রীতে। ২০২৩ সালে বড়মার মন্দির নতুন করে সংস্কারের পর থেকেই ভক্ত সমাগম বেড়েছে সেখানে। প্রতি মঙ্গলবার এবং শনি-রবিবার উপচে পড়ে ভিড়। তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় সকলেই মন ভরে বড়মার পুজো দিয়ে ফেরেন। ব্যবস্থাপনায় আপ্লুত তাঁরা। 'বড়মা দর্শনে ভক্তদের দুর্ভোগ হয়নি', অভিযোগ উড়িয়ে দাবি বারাকপুর পুলিশ কমিশনারের। ভুল তথ্য প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।
২০২৩ সালে বড়মার মন্দির নতুন করে সংস্কারের পর থেকেই ভক্ত সমাগম বেড়েছে সেখানে।

সর্প দংশন থেকে মানুষের জীবন রক্ষা করতে এবারে এভিএস তৈরির চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাওয়া গেল

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ বিষ সংগ্রহের জন্য আগেই বরাত দেওয়া হয়েছে একটি সংস্থাকে। এবার সেই বিষ থেকে এভিএস তৈরির চূড়ান্ত ছাড়পত্রও দেওয়া হল দু'টি সংস্থাকে। ১০ নভেম্বরের মধ্যেই চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করে জমা দিতে বলা হয়েছে সংস্থা দু'টিকে। তারপরই শুরু হয়ে যাবে এভিএস তৈরির প্রক্রিয়া। বিষ সংগ্রহ, সেই বিষ ঘোড়ার শরীরে প্রবেশ করানো। ঘোড়ার রক্তে অ্যান্টিবডি তৈরি হলে তার থেকে নিয়ম মেনে এভিএস তৈরি করা হবে। তবে শুধু লিকুইড ফরম্যাটে নয়, পাউডার হিসাবেও তৈরি হবে এভিএস। এর ফলে দীর্ঘদিন ফ্রিজ ছাড়াও সংরক্ষণ করা যাবে এভিএস। ফলে উপকৃত হবে বহু প্রান্তিক এলাকার মানুষ। স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। চন্দ্রবোড়া বা রাসেলস ভাইপারস, স্কেলড ভাইপার, স্পেকটাকল কোবরা বা গোখরো, কমন ক্রেট বা কালাচ। এই চার প্রজাতির (বিগ ফোর) সাপের বিষ নিয়ে পলিভালেন্ট এভিএস তৈরি হয়। অর্থাৎ এই একটাই ওষুধ চার প্রজাতির সাপের দংশনেই কার্যকর হবে। কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। এই ফর্মুলায় ' স্কেলড ভাইপার'-ও আছে। বাংলায় যার কোনও অস্তিত্ব নেই। তাই শুধু এই সাপের বিষ বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে এভিএস প্রস্তুতকারকদের। সর্পবিষ বাদ দিয়ে মনোক্লেড কোবরা কেউটের বিষকে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

বাঁকুড়ার ইন্দাসে শ্লীলতাহানি

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ বাড়ি ফাঁকার সুযোগ নিয়ে এক বধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকায়। অভিযোগের তির স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ এখানেই শেষ নয়। 'নির্যাতিতা'র দাবি, তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে চাইলে, তাঁকে বাধা দেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। পরে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে 'নির্যাতিতা' বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারের দফতরে লিখিত অভিযোগ জানান বলে খবর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।
'নির্যাতিতা'র পরিবার সূত্রে খবর, সোমবার সন্ধ্যায় নিজের বাড়িতে একাই ছিলেন ওই বধূ। সেই সময় আচমকা তাঁর বাড়ির দরজায় কেউ ধাক্কা দেন। দরজা খুলতে তিনি দেখেন বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী এক যুবক। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ওই বধূকে জাপটে ধরেন তিনি, অভিযোগ এমনই। পরে বধূর চিৎকারে প্রতিবেশীরা এলে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালান অভিযুক্ত। অভিযোগ, তার পর থেকেই ওই বধূকে মুখ বন্ধ রাখার জন্য নানা ভাবে হুমকি দেওয়া হয়।
'নির্যাতিতা'র দাবি, ''বিষয়টি থানায় জানালে আমার স্বামীকে খুন করার হুমকি দেয় ওই যুবক। অভিযুক্ত তৃণমূল করেন। তাই আমি বিষয়টি তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্বকে জানাই। কিন্তু স্থানীয় তৃণমূল নেতারা আমাকে বিষয়টি থানায় জানাতে বারণ করেন। আমি অভিযুক্তের কঠোরতম শাস্তি চাই।'' তাঁর আরও দাবি, মঙ্গলবার বিষয়টি তিনি স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বকে জানান। তাঁরা এসে তাঁকে বাঁকুড়ায় পুলিশ সুপারের দফতরে নিয়ে যান। পরে 'নির্যাতিতা'কে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসাও করানো হয়।

সোনারপুরে বক্স বাজানো নিয়ে তাণ্ডব

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর মণ্ডপে বক্স বাজানো নিয়ে বচসার জেরে এক যুবককে খুনের অভিযোগ। বুধবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। খুনের অভিযোগে নিহতের প্রতিবেশী ও তাঁর স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত যুবকের নাম সনাতন নস্কর। বাড়ি সোনারপুরের কুস্তিয়া এলাকায়। স্থানীয়েরা জানাচ্ছেন, বুধবার রাতে পাড়ার কালীপুজোর মণ্ডপে ব্যক্তিগত বক্সে গান বাজাচ্ছিলেন সনাতন। সে সময় এক প্রতিবেশী এসে সনাতনকে জানান, শব্দ কমানো হোক, তাঁদের বাড়িতে অসুস্থ পরিজন রয়েছেন। প্রতিবেশীর অনুরোধে সাউন্ড বক্স খুলে নিয়ে বাড়ি চলে যান সনাতন। অভিযোগ, কিছু ক্ষণ পর সনাতনদের বাড়ি যান আর এক প্রতিবেশী পিন্টু সাহা ও তাঁর স্ত্রী। তাঁরা ফের বক্সে গান বাজানোর জন্য সনাতনকে জোরাজুরি করতে থাকেন। এ নিয়ে শুরু হয়ে যায় কথা কাটাকাটি। অভিযোগ, সনাতনের মা ও ভাইকে মারধর করেন পিন্টু ও তাঁর স্ত্রী। প্রতিবাদ জানাতে গেলে এক পর্যায়ে ছুরি নিয়ে সনাতনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন পিন্টু। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সনাতন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কালিকাপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এর পর স্থানীয়েরাই পিন্টু ও তাঁর স্ত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেন।

বাদুড়িয়াতে ফসল নষ্ট করল দুষ্কৃতিরা

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ রাতের অন্ধকারে কৃষকের জমির ফসল নষ্ট করলো দুস্কৃতিরা। রাতের অন্ধকারে কৃষকের জমির ফসল কেটে নষ্ট করে দিল দুস্কৃতীরা, বিজেপি করার অপরাধে দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে বলে অভিযোগ কৃষকের, বাদুড়িয়ার লক্ষীনাথপুর এলাকার ঘটনা, বাদুড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের। বাদুড়িয়া থানার লক্ষ্মীনাথপুর এলাকায় কনক তরফদার পেশায় একজন কৃষক । সারা বছর বিভিন্ন সবজি ধান চাষ করে তার জীবিকা নির্বাহ হয় । সামনেই শীতের মরশুম , তাই তার ১৪ কাঠা জমিতে ফুলকপি চাষ করেছিল । ফলন খুবই ভালো হয়েছিল যা আর কয়েকদিনের মধ্যেই কেটে বাজারে বিক্রির পর্যায়ে চলে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎই সকালে ঘুম থেকে উঠে তার চাষের জমিতে গিয়ে দেখে ফুলকপির গাছ সব গোরা থেকে কেটে নষ্ট করে দিয়েছে । ঘটনা দেখেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন কৃষক কনক তরফদার । কারণ তিনি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার করে এই চাষ করে। ভেবেছিল ফলন ভালো হয়েছে। ফসল কেটে বাজারে বিক্রি করে সেই দেনা শোধ করে দেবেন। কিন্তু দুষ্কৃতীদের তান্ডবে আর্থিক ক্ষতি হল।

কলকাতার কালীতীর্থ কালীঘাটে রেকর্ড ভীড় হয়েছে এবারে

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ কালীক্ষেত্র কালীঘাটের অজানা ইতিহাস। কালীঘাটের কালীমন্দির মানে ভক্তদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। পুরাণ মতে এ স্থান বারাণসী সমতুল্য। কবি ভরতচন্দ্রের লেখাতে পাওয়া যায় - কালীঘাটে চারিটি অঙ্গুলি ডানি পার, নকুলেশ ভৈরব, কালিকা দেবী তার। সতীপীঠ এবং অত্যন্ত জাগ্রত তীর্থস্থান বলে কালীঘাটের কালীমন্দিরের খ্যাতি বরাবরই। সেই কারণে বছরভর দেশ-বিদেশ থেকে ভক্তরা এই মন্দিরে এসে ভিড় জমান। বিশেষ তিথি বা উৎসবে ভিড় অত্যন্ত বেশি থাকে। ভক্তদের বিশ্বাস এই মন্দিরে এসে দেবীর কাছে প্রার্থনা করলে, তিনি তা পূরণ করেন।শক্তি ও আরাধনার অজানা অধ্যায়।
পৌরাণিক (পীঠমালা তন্ত্র) কিংবদন্তী অনুসারে, সতীর দেহত্যাগের পর বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে ছিন্নিত দেহের সতীর ডান পায়ের চারটি (মতান্তরে একটি) আঙুল এই কালীঘাট তীর্থে পড়েছিল। জনশ্রুতি যে বল্লাল সেনের সময় (১১৫৯-১১৭৯ খৃঃ) এই জায়গাটি কালীক্ষেত্র নামে বেশ প্রসিদ্ধ ছিল।

তাঁর আমলে তীর্থ দর্শনের আশায় অনেক পুন্যার্থী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কালীক্ষেত্রে স্নান করতে আসতেন। সেই সময় এই কালীক্ষেত্র বহুলা (বেহালা?) থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ২৬ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যিখানে ত্রিভুজাকৃতি ৩ কিলোমিটার জায়গাকে অতি পবিত্র বলা হত। ত্রিভুজের তিন কোণে ছিল ব্রহ্মা, বিষনু ও মহেশ্বরের মন্দির। এই কালীক্ষেত্র সীমার মধ্যে কোন এক জায়গায় সুদর্শন চক্রে ছিন্ন হয়ে সতীদেহের পায়ের আঙুল পড়েছিল। সেই জন্য সেখানে এক দেবীমূর্তি ও একটি ভৈরব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর আর দেবীমূর্তি কালী। কোনো কোনো গবেষক বলেন, কালীক্ষেত্র কথাটি থেকে। কলকাতা নামটির উদ্ভব। এটাই কালীঘাটের উৎপত্তির পৌরানিক ইতিহাস। কালীঘাটের আদি সৃষ্টির ইতিহাস পুরোটাই কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে।
আগে কালী ছিলেন অনার্যদেবী। তখনও তিনি হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে পুরোপুরি ঠাঁই পান নি। কালীর পূজো পুরনো বিশ্বাস অনুযায়ী নর ও অন্যান্য বলি দিয়ে করা হত। তাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল কালীক্ষেত্রের এই দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ এলাকায় যেখানে তখন আইনের শাসন ও সভ্যতার আলো এসে পৌঁছয়নি। এই অঞ্চলের অধিবাসী তখন প্রধানত পোদ, জেলে, দুলে, বাগদী প্রভৃতি আদিবাসী। কিছু তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ তীর্থ যাত্রী গোপনে পূজো দেবার জন্য এখানে আসতেন। ৩০০ বছর কালীঘাট বা গঙ্গার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এরপর কালীঘাট সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া গেল ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে বিপ্রদাস পিপলাইয়ের রচিত 'মনসা মঙ্গল' কাব্য থেকে। জানতে পারা যায় কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট সম্বন্ধে কিছু কথা। চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য তরী ভাগলপুর থেকে সাগরের দিকে চলেছে। তরী বাইতে বাইতে কয়েকদিন বাদে নানা গ্রাম গঞ্জ পার হয়ে তাঁরা পৌঁছলেন চিৎপুরে। দুপুরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বেতড়ে (বর্তমান শিবপুর) পৌঁছলেন। এখানে রয়েছে বেতাই চন্ডীর প্রাচীন মন্দির। এখানে চাঁদ সওদাগর পূজো দিয়ে ও দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রাম করে আবার নদী পেরিয়ে কলকাতা ছেড়ে কালীঘাটে থামলেন। বণিক কালিঘাটে মায়ের পূজো দিলেন। কিংবদন্তী শোনা যায় বর্তমান কালীমন্দিরের কাছেই অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটিরে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করতেন। একদিন সন্ধ্যে বেলায় তিনি গঙ্গার তীরে বসে সন্ধ্যা বন্দনাদি করছেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা। আগে কখনো এমন আলো তাঁর চোখে পড়ে নি। সেই আলোকে অনুসরণ করে তিনি বর্তমান কালীকুন্ডের কাছে উপস্থিত হলেন। কালীকুন্ড- তীরে কালীর মুখ এবং পাথরের মত একটি পদাঙ্গুলি দেখতে পান। এটাই ব্রহ্মার নির্মিত কালীমূর্তি।

নদিয়ার পলাশিপাড়ায় নাবালিকা ধর্ষনের অভিযোগে যুবক বিদ্ধ

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ নদিয়ার পলাশিপাড়ায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। ১৪ বছর বয়সি ওই কিশোরীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে প্রতিবেশী যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নবম শ্রেণির পড়ুয়া ওই নির্যাতিতারও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মধ্যরাতে। ওই সময় কিশোরী শৌচালয়ে গিয়েছিল। অভিযুক্ত যুবক তাকে বাড়ির বাইরে দেখতে পেয়ে এলাকারই একটি ঝোপে ডেকে নিয়ে যান। পূর্বপরিচিত হওয়ায় আপত্তি জানায়নি কিশোরীও। ওই ঝোপের মধ্যে একটি ট্রাক্টর দাঁড় করানো ছিল। অভিযোগ, সেই ট্রাক্টরের মধ্যেই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন প্রতিবেশী। পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, অভিযুক্ত যুবক কিশোরীকে মদ্যপানও করান। তার পরে কিশোরী অর্ধচেতন হয়ে পড়লে তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ।
মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনার ঘণ্টা খানেক পরে কিশোরী বাড়িতে ফিরে যায়। ট্রাক্টরে প্রতিবেশী যুবকের 'অত্যাচারের' বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের কাছে জানায় সে। তার পরে বুধবার সকালে নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যেরা থানায় গিয়ে প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে তাঁকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

ডেটিং করতে গিয়ে সর্বশ্রান্ত হলেন কলকাতার একজন ব্যবসায়ী

দুরন্তবার্তা, ২৩ অক্টোবর ঃ ডেটিং অ্যাপে সুন্দরীদের ডেকে প্রেমালাপ করতে ভালোবাসেন ব্যবসায়ী। রীতিমতো ছবি দেখে পছন্দ করে, পছন্দমতো বান্ধবীটিকে ডেকে আনেন নিজের কাছে। গড়ে তোলেন ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু অঙ্কিতা আপ্তে নামে ডেটিং অ্যাপের বান্ধবীটি যে ভালোবাসায় ডুবে যাওয়ার নাম করে তাঁকেই ডুবিয়ে ছাড়বে, তা ভাবতে পারেননি কখনও। তিনি যখন সুন্দরী অঙ্কিতার দেওয়া পানীয়তে মজে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছেন, তখন ভাবতেও পারেননি যে, তাঁর শরীরে থাকা যাবতীয় সোনার অলঙ্কার লুঠ করে উধাও হয়ে যাবে সেই 'প্রিয়া'। শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন পেশায় ব্যবসায়ী ওই ব্যক্তি। কিন্তু এই অঙ্কিতা আপ্তে আসলে কে, আদৌ তার নাম অঙ্কিতা কি না, সেই ব্যাপারে সন্দিহান পুলিশও। এই ব্যাপারে পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও ওই মহিলা আদৌ কলকাতার বাসিন্দা নয় বলেই ধারণা পুলিশ আধিকারিকদের।
পুলিশের সূত্র জানিয়েছে, দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকার বাসিন্দা ওই প্রতারিত ব্যবসায়ীর অফিস রয়েছে পূর্ব যাদবপুরের নিতাইনগর এলাকায়। ব্যবসায়ী তাঁর কাজের ফাঁকে ডেটিং অ্যাপ ঘেঁটে পছন্দ করেন সুন্দরীদের। যাকে পছন্দ হয় সময় কাটানোর জন্য তাঁকে ডাকেন। অফিসের অ্যান্টি চেম্বারেই চলে সেই ডেটিং অ্যাপের বান্ধবীটির সঙ্গে সময় কাটানো ও ঘনিষ্ঠতা। সম্প্রতি সেই ডেটিং অ্যাপ দেখেই তাঁর পছন্দ হয় অঙ্কিতা আপ্তে নামে ওই সুন্দরী যুবতীকে। ব্যবসায়ী তাঁকে ডেকে পাঠানোর পর দুপুরে আসে সে। ঘনিষ্ঠতার আগে শুরু হয় মদ্যপান। নিজের হাতে 'ডেটিং বন্ধু'টির দিকে খাবার এগিয়ে দেয় অঙ্কিতা। ব্যবসায়ী 'বন্ধু'র ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে পানীয়র গ্লাস। কিন্তু কয়েক ঢোক খাওয়ার পরই ঘুমে ঢুলে আসে চোখ। তিনি লুটিয়ে পড়েন ঘরের ভিতর। যখন নিজেকে খুঁজে পান, তখন ঘরে নেই অঙ্কিতা বা অন্য কেউ। বুঝতে পারেন, তাঁর গলা থেকে মোটা সোনার চেন, আঙুল থেকে চারটি সোনার আংটি উধাও। তদন্ত শুরু করার পর পূর্ব যাদবপুর থানার পুলিশ ব্যবসায়ীর অফিস ও তার আশপাশের সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩১৯, সংখ্যা, শুক্রবার ৫ কার্ত্তিক ১৪৩২

প্রথম মহিলা স্নাতকোত্তর

চন্দ্রমুখী বসু এক আলোকবর্তিকার নাম। ১৮৭৬ সাল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস পাঠক্রমের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটল এক অভূতপূর্ব ঘটনা; সব পুরুষ পরীক্ষার্থীকে টপকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এক কিশোরী মেয়ে! সে ছিল পরীক্ষায় অংশ নেওয়া একমাত্র মহিলা, এবং কনিষ্ঠতমও। দেরাদুন নেটিভ স্কুল থেকে পড়াশোনা শেষ করে এসে এই মেয়েটি যখন প্রবেশিকায় নজিরবিহীন সাফল্য দেখাল, তখনও ভারতের সমাজ সেই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত; মেয়েকে কি ফার্স্ট আর্টস কোর্সে ভর্তি করানো যায়? একের পর এক বৈঠক, বিতর্ক, প্রস্তাব, আপত্তি; দুই বছর কেটে গেল এই তর্কে। অবশেষে ১৮৭৮ সালে বেথুন স্কুলের আরও এক ছাত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে, কর্তৃপক্ষ কার্যত বাধ্য হন। দু'জনকেই দেওয়া হয় উচ্চশিক্ষার অনুমতি। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করে; এখন থেকে মেয়েরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের সমান অধিকারী। এ ছিল নারীশিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী মুহূর্ত। কাদম্বিনীর সঙ্গে সেই প্রথম হওয়া মেয়েটির নাম- চন্দ্রমুখী বসু। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে দেরাদুনে এক বাঙালি খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম তাঁর। পিতা ভুবনমোহন বসু ছিলেন শিক্ষক, আর মামা সেকালের প্রসিদ্ধ নাট্যব্যক্তিত্ব রসরাজ অমৃতলাল বসু। পিতার চাকরির সূত্রে পরিবারটি স্থায়ী হয় দেরাদুনে। ১৮৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম হয়েও তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘ দুই বছর; কেবলমাত্র নারী হওয়ার অপরাধে। শেষমেশ অনুমতি মিলল বটে, কিন্তু শুরু হল নতুন লড়াই। বেথুন স্কুলে অস্থায়ী কলেজ খোলা হলেও তাঁকে ভর্তি নিতে অস্বীকার করা হল; কারণ, তিনি খ্রিস্টান! তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আলেকজান্ডার ডাফ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) বিশেষ অনুমতি দিল চন্দ্রমুখীকে এফ.এ পড়ার জন্য। ১৮৮০ সালে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী উভয়েই এফ.এ পাশ করলেন। এবার তাঁরা ভর্তি হলেন সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেথুন কলেজে; নারীশিক্ষার এক নতুন সূর্যোদয় ঘটল সেই দিন। ১৮৮৩ সালে এই দুই কন্যা ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হলেন; শুধু ভারত নয়, সমগ্র এশিয়ার প্রথম দুই নারী যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি অর্জন করলেন। এরপর চন্দ্রমুখীর যাত্রাপথ আরও উজ্জ্বল। ১৮৮৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ পাশ করে তিনি হলেন এশিয়ার প্রথম মহিলা স্নাতকোত্তর। দুই বছর পর, ১৮৮৬ সালে বেথুন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। আর ১৮৮৮ সালে, যখন বেথুন কলেজ স্কুলের থেকে পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন চন্দ্রমুখী বসু হন এশিয়ার প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ। যে নারীকে একসময় ভর্তি নিতে অস্বীকার করা হয়েছিল, তিনিই একদিন সেই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে দাঁড়ালেন। প্রায় তেরো বছর তিনি এই দায়িত্ব সামলেছেন নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞায়। তাঁর দৃঢ় নেতৃত্বে বেথুন কলেজ হয়ে উঠেছিল নারীশিক্ষার পীঠস্থান। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ১৯০১ সালে তিনি অবসর নেন এবং ফিরে যান দেরাদুনে।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো

তিনি বাংলার প্রথম বোমার কারিগর হেমচন্দ্র কানুনগো। আসল নাম হেমচন্দ্র দাস কানুনগো। বিপ্লবী ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় পতাকার স্কেচ তৈরি করেন বিদেশের মাটি থেকে। সালটা ১৯০৭। জার্মানির স্টুয়ার্টগার্টে সেই পতাকা তুলে ধরেছিলেন ভিকাজী রুস্তম মাদাম কামা,একজন ভারতপ্রেমী স্বাধীনতা সংগ্রামী পার্সি মহিলা। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির স্টুটগার্ট শহরে বিশ্ব সোশালিস্ট কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে মাদাম ভিকাজি কামার সাথে তিনিও উপস্থিত ছিলেন। হেমচন্দ্র চিত্রশিল্পী ছিলেন বলে, কথিত আছে মাদাম কামার অনুরোধে লাল,গেরুয়া ও সবুজ রঙের তেরঙ্গা পতাকা তৈরি করেন এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট প্রবাসী ভারতীয়দের সম্মেলনে মাদাম কামা সেই পতাকা উত্তোলন করে সারা বিশ্বে নজর কাড়েন। পতাকার মধ্যেও ছিল বিভিন্ন বার্তা ও তথ্য। তবে বেঙ্কাইয়ার জাতীয় পতাকার রূপ দিয়ে পরিবর্তন করে মাঝে সাদা রঙে চরকার জায়গায় অশোক চক্র আঁকেন। তা গৃহীত হয় ১৯৪৭ এর ২২ জুলাই। হেমচন্দ্র মেদিনীপুর টাউন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। সেখানে মেদিনীপুর কলেজে এফ.এ ক্লাসে পড়বার সময় অভিভাবকদের জোরাজোরিতেই ক্যাম্বেল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু শৈশব থেকেই ছবি আঁকার অভ্যাস ছিল। শেষে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে এবং বউবাজার আর্ট গ্যালারিতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ড্রয়িং শিক্ষক এবং কলেজে রসায়নে ডেমনস্ট্রেটরের চাকরি নেন। একদিকে আঁকার হাত অপরদিকে রসায়ণ, দুটিকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন স্বাধীনতার বিপ্লবে। হেমচন্দ্র ১৯০২ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর সংস্পর্শে আসেন এবং তার মাধ্যমেই অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ইংরেজবিদ্বেষ বশত ইংরেজ তাড়ানোর উদ্দেশ্যে অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কিছু লাট-বেলাটকে হত্যার জন্য যে গুপ্তসমিতি গঠন করেছিলেন, হেমচন্দ্র তাতে যোগ দিয়েছিলেন। বারীন ঘোষের বাংলা ও আসামে নানাস্থানে অপরিণত পরিকল্পনা প্রসূত ব্যর্থ অভিজানের সঙ্গে যুক্ত এই নায়ক অনুধাবন করলেন যে, যথার্থ বিপ্লবের জন্য যে সংঘঠন আর হাতিয়ার দরকার তা তাঁদের নেই। এমনকি, এই অভাব বোধটুকুও নেতা উপনেতার কারোর নেই। উপযুক্ত বোমা তৈরি, বাস্তব বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হবার জন্য তিনি বিদেশযাত্রা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

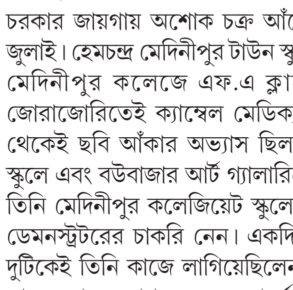

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া হবে না।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রডা কোম্পানির অস্ত্র লুণ্ঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন দু'কড়িবালা ও ননীবালা

রবীন্দ্রকুমার শীল

বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামে মহিলাদের ভূমিকা কম ছিল না। বহু মহিলারা বিপ্লবী আন্দোলনে যেমন অংশ গ্রহণ করেছিলেন পাশাপাশি তারা বিপ্লবীদের গোপনে বহু সাহায্য করেছেন। আজাদ হিন্দ বাহিনী তৈরি হলে সেখানে বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন মহিলারা।

তারা নেতাজির হাতে সোনার গহনা এবং অর্থ তুলে দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন মহিলারা।)

ননীবালা দেবী ঃ জন্ম ঃ ১৮৮৮ সালে। জন্ম ঃ হাওড়ার বালিতে। পিতার নাম ঃ সূর্যকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। মাতার নাম ঃ গিরিবালা দেবী। মাত্র ১১ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছিলেন। যোল বছর বয়সে বিধবা হন। বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র হলেন অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পিতা বিধবা কন্যার লেখাপড়ার জন্য আড়িয়াদহ এর একটি খ্রিস্টান মিশনারী স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। মিশনারীদের রীতিনীতি ভালো না লাগার ফলে তিনি স্কুল পরিত্যাগ করেন। চন্দননগরে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, ভোলানাথ চ্যাটার্জি, মন্মথ বিশ্বাস, নলিনীকান্ত কর, বিনয়ভূষণ দত্ত ও সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী। বিধবা পিসিমাকে অনুরোধ করলেন অমরেন্দ্র চন্দননগরে গিয়ে বিপ্লবীদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে। ননীবালা চন্দননগরে উপস্থিত হয়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের দেখভাল করতে শুরু করলেন। কলকাতার স্ট্যাণ্ড রোডে 'শ্রমজীবী সমবায়' দোকানের মালিক ছিলেন রামচন্দ্র মজুমদার এবং সুধাংশু মুখার্জি। তাঁদের কাছে রডা কোম্পানির লুণ্ঠিত মশার পিস্তল ছিল। পুলিশ এই দুইজন মালিককে গ্রেফতার করে। রামচন্দ্রবাবু কোথায় পিস্তল রেখেছিলেন সেটা তিনি কাউকে বলে যাননি। পুলিশ রামচন্দ্রবাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও তিনিও পিস্তলের কোনও হদিশ দিতে পারেননি। এবারে বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে ননীবালাকে তাঁর স্ত্রী সাজিয়ে কারাগারে রামচন্দ্রবাবুর কাছে পাঠাবেন কোথায় পিস্তল রয়েছে তা জানার জন্য। বিধবা ননীবালাকে মাথা সিন্দুর এবং হাতে শাঁখা পরিয়ে কারাগারে রামচন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হলেন ননীবালা। রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে পিস্তলের হদিশ নিয়ে এলেন। পুলিশ এই বিষয়টা জানতে পেরে তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলো। ননীবালা তখন কাশী হয়ে পেশোয়ারে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার কথা চিন্তা করলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন তাঁর বাল্যবন্ধুর দাদা প্রবোধ মিত্র। কাশীতে ননীবালার সন্ধান পেয়ে গিয়েছিল পুলিশ। প্রবোধ মিত্রের বাড়িতে কলেরায় আক্রান্ত ননীবালাকে পুলিশ গ্রেফতার করে চিকিৎসা করতে শুরু করে। সুস্থ হলে তাঁকে কাশীর পুলিশ সুপার জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্বীকারোক্তি আদায় করতে শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার করতে শুরু করে। পুলিশ পরাস্ত হলে তাঁকে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে আসা হয়। ননীবালাকে কাবু করতে না পেরে তাঁর পিতা সূর্যকান্ত ব্যানার্জিকে ইলিসিয়াম রো'তে নিয়ে গিয়ে সারাদিন ধরে জেরা করতে শুরু করে। পুলিশের এই বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি কারাগারে অনশন করতে শুরু করলেন। শত অনুরোধে তাঁর অনশন ভাঙাতে পারলো না পুলিশ প্রশাসন। তখন বাধ্য হয়ে ননীবালার শর্তে ব্রিটিশ পুলিশ রাজি হল। শর্ত ছিল যে ননীবালাকে যদি বাগবাজারের শ্রীসারদা মায়ের কাছে রাখা হয় তাহলে তিনি খেতে পারেন। পুলিশের স্পেশাল অফিসার গোল্ডি আবেদন ভেবে দেখবেন বলে আশ্বাস দিলেন। ননীবালা আবেদনপত্র তৈরি করে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলে রেগে গিয়ে সেই আবেদনপত্রটি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন মিস্টার গোল্ডি। শর্ত ভাঙার অপরাধে রেগে গিয়ে একটা থাপ্পর মারলেন সাহেবের গালে ননীবালা। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩ নম্বর ধারার স্টেট প্রিজনার হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হল তাঁকে। তিনিই প্রথম স্টেট প্রিজনার। দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি পাওয়ার পর বালিবাসীরা তাঁকে সেখানে থাকার জায়গা দিল না। পুলিশের ভয়ে কেউ তাঁকে ঘর দিতে রাজি হল না। তাঁর পিতা তাঁকে একটি ছোট ঘর দিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বসবাস করতেন। ১৯৫০ সালে বন্দীদের অসরকালীন পেনশন চালু হতে তা দিয়ে নিজের পেট চালাতেন। ১৯৬৭ সালে বিপ্লবী মহিলা পরলোকগমন করেন।

দুকড়িবালা দেবী ঃ ১৮৮৭ সালে (বাংলা ১২৯৭, ৬ শ্রাবণ) দুকড়িবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন বীরভূম কেলার নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে। পিতার নাম নীলমণি চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম কমলকামিনী দেবী। স্বামী ছিলেন ঝাউপাড়া গ্রামেরই বাসিন্দা ফণীভূষণ চক্রবর্তী। তাঁর বোনপোর নাম ছিল নিবারণ ঘটক। তিনি সিয়ারসোল স্কুলে শিক্ষক ছিলেন। কবি নজরুলকে তিনি বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। কবি নজরুল তখন সিয়ারসোল স্কুলের ছাত্র। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী গা ঢাকা দিয়ে সেখানে লুকিয়ে রয়েছেন। দুকড়িবালা দেবী ছিলেন নিবারণ ঘটকের মাসিমা। স্বদেশি বই বেআইনী বই লুকিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী আড্ডা দিত নিবারণ মাসীমার বাড়িতে। বোনপো দুকড়িবালা তাঁকে খুবই ধমক দিলেন। কিন্তু নিবারণ তাঁকে একেবারে আমল দিলেন না। একদিন তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন বিপ্লবী অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর শিষ্য ছিলেন নিবারণ ঘটক। গোপনে লাঠি খেলা থেকে শুরু করে ছুরি খেলা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করলেন বিপ্লবীরা দুকড়িবালার আস্তানায়। দুকড়িবালা দেবীর কাছে রডা কোম্পানির লুঠ করা অস্ত্র মশার পিস্তল নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখতে দিয়েছিলেন নিবারণ ঘটক। ১৯১৭ সালে জানুয়ারি মাসে দুকড়িবালার বাড়ি ঘিরে ফেলে পুড়িশ বাহিনী। তল্লাশি করতে গিয়ে সাতটি পিস্তল পাওয়া গিয়েছিল। পুলিশের কাছে বললেন না কে তাঁকে পিস্তলগুলি রাখতে দিয়েছিল। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কোলের ছেলেকে বাড়িতে ফেলে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচারে দুকড়িবালা দেবীর সাজা হয়েছিল সশ্রম দুই বছর কারাদণ্ড। নিবারণ ঘটক রেহাই পাননি। তাঁর পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। কারাবাসের করুণ কাহিনী লেখা রয়েছে বহু বইতে। প্রতিদিন আধ মণ ডাল ভাঙতে হতো দুকড়িবালা দেবীকে। ননীবালা দেবী যখন কারাগারে অনশন করছিলেন

তখন তাঁর অনশন ভাঙার বহু চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ননীবালা দেবীর মা সারদা ভবনে থাকার আবেদনপত্র ছিঁড়ে ফেলার অপরাধে তিনি সাহেবকে চড় মারতে গিয়েছিলেন। তারপরে ননীবালা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে অনশন ভাঙবেন যদি দুকড়িবালা দেবীকে তাঁর খাবার রান্না করার অধিকার দেওয়া হয়। দুকড়িবালা দেবী কারাগারের মধ্যে ননীবালা দেবীর খাবার রান্না করে দিতেন এবং দুইজনে একসঙ্গে বসে কারাগারে খাবার গ্রহণ করতেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

মলঙ্গা লেনের গোপাল পাঁঠার কালী পুজো

তারক মণ্ডল

দীপাবলির উৎসব শেষ। 'মা' জলে ভাসতেই বাতাসে হিম। চুন-সুরকির প্রাচীন ঘন লাল দেওয়াল বেয়ে ঠান্ডা নামছে। মলঙ্গা লেনের গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ি। আর মাঝ বরাবর এঁকেবেঁকে চলা সাপের মতো রাস্তা জুড়ে হালকা কুয়াশা। ভোরভোর উঠে বউবাজারের দিকে পা বাড়ালেন গোপাল পাঁঠা। দোকানে যাওয়ার আগে জবার মালা কিনতে হবে। গোপালের কাছে 'মা' সারা বছরের। 'মা' গৃহ দেবতার আসনে। 'মা' পাঁঠার মাংসের দোকানে। 'মা' দীপাবলির উৎসবের বারোয়ারি অঙ্গনে। গোপালের 'মা' সর্বত্র।ভানু বোস এব জলসায় দেখা উত্তমকুমার এখন গলিতে তাসের আসরে, চায়ের আড্ডায়, অন্দরমহলের গল্প গাছা হয়ে উড়ছেন। সে গল্প এখন অনেক দিন ধরে চলবে। ফাটাকেষ্টর জলসা তো গোটা শহর কাঁপায়। এবারও বিনোদ খান্নাকে দেখে মূর্ছা গিয়েছিল মহিলামহল। কী জৌলুস! সে কী রোশনাই! গোপাল পাঁঠার বারোয়ারির জলসা নেই। রাস্তা আটকে ভিড় সামলানোর আয়োজন নেই। আছে অন্য কিছু। যার টানে দূর-দূরান্তের মানুষ আসেন। এবারও এসেছেন।

এখন উৎসব শেষ। বাজার থেকে জবার মালা কিনে দোকানের সামনে দাঁড়ালেন গোপাল পাঁঠা। টিনের হোর্ডিংয়ে জ্বলজ্বল করছে ভূতপূর্ব রাজবন্দি অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পাঁঠার মাংসের দোকান। অনুকূল পরে আছেন সাদা ফতুয়া আর ধুতি। মাথার লম্বা চুল পাঞ্জাবিদের মতো করে বাঁধা। মায়ের মূর্তিতে প্রণাম জানালেন গোপাল পাঁঠা। পাঁঠার মাংসের দোকানে শো-কেসে মা কালীর মূর্তি। মায়ের গলায় জবার মালা চড়িয়ে ক্যাশ- বাক্স খুলে বসলেন। কিশোর বয়সে দাড়ি, লম্বা চুল ছিল না গোপাল পাঁঠার। ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় থেকে শিখেদের মতো চেহারা ধারণ করেন গোপাল।

চুলদাড়ি রেখে মুখার্জি বাড়ির গোপাল হয়ে উঠলেন মিথ। গোপাল পাঁঠা অফ মলঙ্গা লেন। পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা থেকে আন্ডারওয়ার্ল্ড। সবাই এ নামেই তো চেনে তাঁকে। গুরুর গুরু তিনি। পুলিসের হিস্ট্রি-শিটে তাঁর সম্পর্কে লেখা থাকে কলকাতা শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডের তিনি লিডার 'অফ দ্য লিডার্স'। কলকাতার তলপেট জুড়ে তাঁর অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ। বেতাজ বাদশা। আপাতত বউবাজারের পাঁঠার মাংসের দোকান সামলাচ্ছেন। তার আগে দোকানে প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দিরে মালা দিলেন গোপাল। এ তো নিছক টাঙানো ছবি নয়। রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত আসন। ১৯৩৫ সালে বউবাজারের এই দোকানে রীতি মেনে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাঁচ তীর্থের মাটি এনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মায়ের বেদী। প্রতি অমাবস্যায় মায়ের বেদীর সামনে রাখা যূপকাষ্ঠে বলি হয়। নিয়ম মেনে চলে নিশিযাপন। গোপাল পাঁঠার দোকানের ঝটকা পাঁঠার মাংসের কদর করে গেরস্থ। হাজির দোকানের আড়াই প্যাঁচে কাটা খাসির মাংস না, এ হলো বাঙালি হিন্দু পরিবারের অতি পরিচিত পাঁঠাবলির মাংস। গোপালের ভবানীপুরের দোকানেও কালী মন্দির। নিয়ম করে অমাবস্যায় বলি। পূজা, নিশিযাপন, একইভাবে হয়ে চলেছে। তাই উৎসব উদযাপন পার হয়ে শক্তির উপাসনা আরাধনা চলছেই গোপালের ডেরায়। ভানু বোস, ফাটাকেষ্টরা বাজার মাত করা আয়োজন করে নজর কাড়ছেন। তখন ঠিক তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে ভানু কেষ্টদের গুরু গোপাল চন্দ্র। সে পূজায় স্বয়ং 'মা' এসে ভোগ খেয়ে যান। একে তো গোপাল পাঁঠা নিজেই একটা রহস্যময় নাম। তার উপর গোপালের কালীপূজা ঘিরেও পরতে পরতে রহস্য। গোপালের বারোয়ারি কালীপূজার বিশেষ আকর্ষণ অস্ত্র-পূজা, অন্নকূট, আর তরবারি মিছিল নিয়ে ভাসান। তাই দেখতে ওয়েলিংটনের মলঙ্গা লেন থেকে ভিড় দাঁড়াত বিডন স্ট্রিট পর্যন্ত। শত শত তলোয়ার উঁচিয়ে যুবকরা প্রদর্শন করছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলসে উঠছে তরবারি। আরেক দল যুবক দেখাচ্ছে লাঠি খেলা। বনবন করে ঘুরছে লাঠি। সাঁই সাঁই শব্দ উঠছে হাওয়ায়। এ পূজা বারোয়ারি হয়েও একটু আলাদা। যেমন আলাদা গোপালের পাঁঠার 'ঝটকা' মাংসের দোকান। মাংসের দোকানে কালী মন্দির। কালীপূজা গেলেও কালীপূজার গল্প থামে না। গোপাল পাঁঠার কালীপূজা শুরু হয় ১৯৩৭-এ। সেই বছরই মারা যান গোপালের কাকা ভূতপূর্ব রাজবন্দি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই অনুকূলচন্দ্র ছিলেন বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর অস্ত্র সরবরাহকারী। রডা কোম্পানি লুঠের অন্যতম কারিগর। বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির সহযোগী। বুড়িবালামের তীরে মাউজার পিস্তল নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন বাঘাযতীন। সেই মাউজার পিস্তল লুঠের অন্যতম কারিগর এই অনুকূলচন্দ্র। রাতের অন্ধকারে সেই পিস্তল পৌঁছে যায় বাঘা যতীন-সহ বিভিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠীর কাছে। তাঁরই উদ্যোগে। কাকার সৌজন্যে গোপাল দের ৩৯ নম্বর মলঙ্গা লেনের বাড়িতে এসেছেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, অরবিন্দ ঘোষ,মানবেন্দ্রনাথ রায়। এহেন অনুকূল চন্দ্র মারা গেলে তাঁর স্মৃতিতে 'অনুকূল স্মৃতি সংঘ' গড়ে তুললেন মলঙ্গার অধিবাসীরা। গোপালের নেতৃত্বে।

ভারতপ্রেমিক হায়দ্রাবাদের নিজাম

বারীন্দ্র কুমার ঘোষ

মিতব্যায়ি নিজাম পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ! কিন্তু তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দান করে গেছেন। সেনাবাহিনীকে দিয়ে ছিলেন পাঁচ টন সোনা। তিনি সবচেয়ে সস্তা ব্র্যান্ডের সিগারেট খেতেন। কিনতেন কম, তাঁর কাছে আসা অতিথিদের থেকেই চেয়ে খেতেন বেশি। নিজের জামা কাপড় ছিঁড়লে নিজের হাতে সেলাই করতেন। দর্জিও পয়সা পেত না। তাঁর পরা

পোশাক অল্টার করে আবার পরতে হতো বাড়ির কিশোরদের। ছিঁড়ে বা ফেটে না গেলে নতুন জামা বা জুতো বাড়িতে ঢুকতো না। তাঁর মতো কৃপণ মানুষ, তাঁর আশ পাশের কেউ দেখেননি। রাস্তায় বেরিয়ে দোকানে খাবার খেয়ে দাম নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। তাঁর আর্দালিদের কেউ কোনও দিন এক সিকি বকশিশ পেয়েছে বলে মনে করতে পারেন না। সেই মানুষটির টেবিলে কিন্তু পেপার ওয়েট হয়ে শোভা পেত পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম হীরে, ১৮৫ ক্যারেটের জ্যাকব ডায়মন্ড। বর্তমানে যার দাম হাজার কোটি টাকারও বেশি। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি রোলস রয়েসের পঞ্চাশটিরও বেশি মডেল রাখা থাকতো তাঁর গ্যারেজে। তাঁর কাছে যত পরিমাণ মুক্ত ছিল, তাতে একটি অলিম্পিক সাইজের সুইমিংপুল ভর্তি হয়ে যেত। এই মানুষটিই রানি এলিজাবেথের বিয়েতে অক্লেশে কয়েক কোটি টাকা দামি হিরের নেকলেস পাঠিয়ে দেন। যেটি আজও রানির ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় 'নিজাম নেকলেস'নামে বিখ্যাত।

এই চূড়ান্ত মিতব্যয়ী লোকটিই একসময় ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়লোক। অবিভক্ত ভারতের হায়দরাবাদ ও বেরার রাজ্যের শেষ নিজাম, স্যর মীর উসমান আলি খান সিদ্দিকি। রাজ্যটি পরাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য ছিল। স্কটল্যান্ড আর ইংল্যান্ডকে যুক্ত করলে যা আয়তন হয় তৎকালীন হায়দরাবাদ ও বেরার স্টেটের আয়তন ছিল তার থেকেও বেশি। নিজামের শাসনে ১ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ এবং ৮২,৬৯৮ বর্গ মাইল ভূখন্ড ছিল। বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিন-এর ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭, সংখ্যার কভারে নিজামের ছবি ছাপা হয়। তাঁর ক্ষয়াটে চেহারা, জামা কাপড়ের ছিরি এবং ঝুলো গোঁফ দেখে এক ঝলকে মনে হতো রাজা রাজড়ার রসুইয়ের বাবুর্চি। কিন্তু এই বেঁটে খাটো মানুষটি অবিশ্বাস্য পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ছিলেন । নিজাম থাকা কালীন তিনিই বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি ছিলেন। ফরচুন পত্রিকা ১৯৪০ দশকে তাঁর সম্পত্তির মূল্য ধরে দুই বিলিয়ন ইউএস ডলার। বর্তমানে যার মূল্য দাঁড়াতো কম করে ধরলেও প্রায় চার বিলিয়ন ইউএস ডলার। টাকার মূল্যে প্রায় ২৯৭৪৫ কোটি টাকা। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি তো ছিলেনই , ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ অবধি তাঁকে দক্ষিণ এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তি হিসেবে ধরা হতো, ১৯৬৭ সালে তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত।

ব্রিটিশ ভারতে স্বাধীন হায়দরাবাদ ও বেরার রাজ্যের শেষ নিজাম, স্যার মীর উসমান আলি খান সিদ্দিকিরাজ্যটি শাসন করেছেন ১৯১১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। রাজ্যটিকে রাষ্ট্রে পরিণত করতে চান। ভারতে বা পাকিস্তানের অধীনে রাজ্যটিকে নিয়ে যেতে চাননি। চেয়েছিলেন ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গেই জন্ম নিক তৃতীয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। চৌধুরী রহমত আলি যার নাম দিয়ে ছিলেন 'উসমানিস্তান'। কিন্তু ভারত সরকার নিজামের এই সিদ্ধান্ত পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু নাছোড়বান্দা নিজামও। অবশেষে আলোচনার টেবিলে বিফল হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী ১৯৪৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদ আক্রমণ করে। মেজর জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর অধীনে এক ডিভিশন ভারতীয় সেনা ও একটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড হায়দরাবাদে আক্রমণ চালায়। আক্রমণের সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন পোলো'।

নিজামের পাঁচ হাজার সেনার পক্ষে ভারতের প্রশিক্ষিত সেনা বাহিনীর স্থল ও আকাশ পথে হামলা প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। তাই কয়েক ঘণ্টায় হার মানলেন নিজাম। তাঁর হায়দরাবাদ ও বেরার স্টেট ভারতের মানচিত্রে প্রবেশ করল। ভারতে অন্তর্ভুক্তির পর ১৯৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারি নিজাম মীর উসমান আলিকে হায়দরাবাদ স্টেটের রাজপ্রমুখ পদে অভিষিক্ত করা হয়। সেই পদে তিনি ৩১শে অক্টোবর ১৯৫৬ পর্যন্ত থাকেন। আপনার মনে হতে পারে , সাতটি স্ত্রী , চৌত্রিশটা ছেলেপুলে এবং অগনিত রক্ষিতা নিয়ে জীবন কাটানো নিজাম আদৌ সুবিধের লোক ছিলেন না। ভারত বিরোধী ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে হিন্দু বিদ্বেষী একজন কট্টর মুসলিম শাসক ও শোষক হিসেবে দেখিয়েছেন। যদিও ধর্মের ভিত্তিতে সদ্য তৈরি হওয়া পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁর রাজ্যকে যুক্ত করেননি।

তাহলে এবার জেনে নিন , এই মানুষটি, নিজাম মীর উসমান আলি খান সিদ্দিকি ভারতের জন্য কী করে গেছেন। সবার অপছন্দের নিজাম বাহাদুর ভারতের জন্য যেটা করে গেছেন, তা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেননি। পারবেনও না। তখন ১৯৬৫ সাল, ভারতকে চোখ রাঙাচ্ছে চিন। সঙ্গে পেয়েছে দোসর পাকিস্তানকে। দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে ভারত তৈরি করল জাতীয় নিরাপত্তা তহবিল। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হায়দরাবাদে গেলেন। নিজামকে অনুরোধ করলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা তহবিলে নিজামকে কিছু দান করার জন্য। সব শুনলেন কৃপণ নিজাম। মিটি মিটি হাসতে হাসতে নিজের সেক্রেটারিকে ডাকলেন। একটা কাগজে উর্দুতে কী একটা লিখে দিলেন। সেক্রেটারি কাগজটা তুলে চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিলেন। ভারতের নিরাপত্তা তহবিলে নিজাম ওসমান আলি দিলেন ডোনেশন। চমকে গেল বিশ্ব। সামান্যই দিলেন। মাত্র পাঁচ টন সোনা। এর সঙ্গে নগদে দিলেন ৭৫ লক্ষ টাকা। ১৯৬৫ সালে নিজামের দেওয়া ৫০০০ কেজি সোনা এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় অর্থরাশি।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রেমিক শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু (২১ অক্টোবর ১৯২৮ , ৬ জুলাই ২০১৪) একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি লেখক, সমালোচক ও গবেষক। তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক হিসাবে প্রসিদ্ধ। দীর্ঘদিন শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থেকে লেখক-চিন্তাবিদ হিসাবে নিজস্বতার ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর রচিত বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, সহাস্য বিবেকানন্দ এবং বন্ধু বিবেকানন্দ তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাত খণ্ডে প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ-এর জন্য ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হাওড়ার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার তৎকালীন রিপন কলেজ বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ পাশ করেন। শঙ্করীপ্রসাদ বসু এম.এ পাশের পর প্রথমে শিক্ষকতা শুরু করেন হাওড়ারই বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে। তারপর পর্যাক্রমে হাওড়া দীনবন্ধু কলেজ, হাওড়া গালর্স কলেজ, কলকাতার ও আমহার্স্ট স্ট্রিট সিটি কলেজে অধ্যাপনার পর স্থায়ীভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দেন। তিন দশকের বেশি সময় কাজ করে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি খ্যাতকীর্তি গবেষক ও ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকপদ থেকে অবসর গ্রহণের পর, আমৃত্যু রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের (গোলপার্ক) স্বামী বিবেকানন্দ আর্কাইভসের ডিরেক্টর এবং নিবেদিতা-চেয়ারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু নানা বিষয়ে সত্তরটিরও বেশি গ্রন্থ এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে, রসসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্য, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, সমালোচনা ইত্যাদি। বাল্যে-যৌবনে তিনি ক্রিকেট খেলতে ভালবাসতেন। হাওড়ার ঘেষের মাঠে টেনিসের বলে ব্যাট করে পরে কলকাতার মাঠে সিএবি লিগেও খেলেছেন তিনি। বাংলায় ধারাবিবরণী দিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় স্বাদু বাংলায় খেলার বিবরণীও লিখেছেন। স্বভাবতই ক্রিকেট নিয়ে বাংলা ভাষায় আছে কয়েকটি রম্যরচনা। তবে বিবেকানন্দ ও সমকালীন ইতিহাস নিয়ে রচিত গবেষকগ্রন্থ তাঁর মনীষা ও কঠোর পরিশ্রমের নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ ভারতেতিহাসের এমন দিক উন্মোচন করেছেন যা ইতিহাসের গবেষকদেরও শিক্ষনীয়। যে অনুসন্ধিৎসা ও তথ্যবিস্তার সাত খণ্ডের 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' বা চার খণ্ডের 'নিবেদিতা লোকমাতা' ইত্যাদি গ্রন্থজুড়ে লক্ষিত হয় তা' অনন্য, অতুলনীয়। উপরোক্ত গ্রন্থদুটি তথ্যসমৃদ্ধ আকরগ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সাহিত্যকর্মের জন্য অজস্র পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন।

জোরে-জোরে বক্স বাজাতে চাপ, অস্বীকার করায় যুবককে কুপিয়ে খুন প্রতিবেশীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর, ২৩ অক্টোবরঃ ভয়াবহ ঘটনা সোনারপুরে। কালীপুজোর রাতে উচ্চস্বরে মাইক বাজাতে অস্বীকার করায় এক যুবককে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম সনাতন নস্কর। তিনি কুস্তিয়া এলাকার বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই দু'জন অভিযুক্তকে আটক করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, সনাতনদের বাড়িতে কালীপুজো হয়। সেই কারণে তিনি বক্স বাজাচ্ছিলেন। তবে এক হার্টের অসুখের রোগী থাকেন তাঁরই বাড়ির পাশে। জোরে-জোরে বক্স চালানোয় অসুস্থ বোধ করছিলেন তিনি। সেই কারণে তাঁদের অনুরোধে রাতে সাউন্ড সিস্টেম খুলে নিয়ে বাড়ি চলে যান সনাতন। সেই সময় পিন্টু সাহা ও

তাঁর স্ত্রী নামে অন্য প্রতিবেশী সনাতনদের বাড়ি যান। আর তারপর পুজো মণ্ডপে বক্স বাজাতে চাপ দেন। কিন্তু সনাতন রাজী হননি। এরপরই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সানাতনের পরিবারের সঙ্গে পিন্টু তাঁর স্ত্রী বচসা বাধে। অভিযোগ, সনাতনের মা ও তাঁর ভাইকে প্রথম মারধোর করে বলে অভিযোগ। পরে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে গেলে সনাতনকে ছুরি দিয়ে শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাত করে পিন্টু বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পিন্টু ও তাঁর স্ত্রী ঘটনাস্থল ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করলে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের সোনারপুর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার সঙ্গে পিন্টুর আরও দুই আত্মীয় জড়িত আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। গভীর রাতে সোনারপুর থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে পুলিশ। দুজনকে আটক করে এই ঘটনার সঙ্গে আরও যাঁরা যুক্ত রয়েছে তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকে দাপাদাপি, পাথর মেরে নার্সের মাথা ফাটালেন মদ্যপ ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহম্মদ-বাজার, ২৩ অক্টোবরঃ মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণের হুমকি। অভিযুক্তের তালিকায় রয়েছেন খোদ পুলিশেরই হোমগার্ড। সেই ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে হাওড়ার উলুবেড়িয়া। আর এই আবহের মধ্যেই আবারও এক স্বাস্থ্য কর্মীকে নিগ্রহের ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। মদ্যপ অবস্থায় এক নার্সের উপর হামলার অভিযোগ এক পাথরের বাড়ি মারতেই থাকে। তখনই নার্সিং স্টাফের মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা এসে ওই যুবককে ধরে ফেলেন। পরে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ অভিযুক্তকে আটক করে। আহত মহিলাকে সিউড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর মাথায় ২২টি সেলাই পড়েছে। ধৃত ওই যুবকের নাম রাজিব কাহার। এ

ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে আবারও প্রশ্নের মুখে মহিলাদের নিরাপত্তা। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার কাঁইজুলি বিপিএইচসি-তে। সেখানে আহত হন নার্সিং ওই স্টাফ। তাঁর নাম রিনা মণ্ডল। তাঁকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিপিএইচসি-র কাজ শেষ করে তিনি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকায় মদ্যপ এক স্থানীয় যুবক ঢুকে পড়েন ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। অভিযোগ, এরপর নার্সের থেকে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ চাইতে থাকেন তিনি। তারপরই হঠাৎ পাথর নিয়ে হামলা চালায় অভিযুক্ত। ক্রমাগত প্রসঙ্গে আহত নার্সের স্বামী সন্তোষ ঘোষ বলেন, ''যখন ঘটনা ঘটেছিল তখন তো আমিই বাড়িতেই ছিলাম। ছুটি চলছে। এরপর ৩টে নাগাদ ফোন আসে। সবটা জানায়। তারপর আমি হাসপাতালে গেলাম। দেখলাম পুরো মাথাজুড়ে সেলাই। বিএমওএইচ-এর উপর শুনলাম, আমার স্ত্রী জিনিস গুছোচ্ছিলাম। সেই সময়ই দরজা বন্ধ করে দেয় ওই মদ্যপ লোক। তারপর আমার স্ত্রীকে পাথর দিয়ে মাথায় মারে। আমার স্ত্রীর চিৎকার এক মহিলা শুনতে পান। উনি দরজা খুলে দেন। তখনই দুষ্কৃতী পালিয়ে যান। ওঁকে আর ওইখানে পাঠাব না। নির্জন জায়গা। আমি খুবই আতঙ্কিত।''

হঠাৎ করে হাজির হাতি, শুঁড়ে পেঁচিয়ে মেরে ফেলল ৩ জনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২৩ অক্টোবরঃ বুনো হাতির হামলা। মৃত্যু একাধিকের। জানা গিয়েছে, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন মাদারিহাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু হয়েছে এক শিশু সহ তিনজন মহিলার। জানা যাচ্ছে, পৃথক দু'টি ঘটনায় ওই তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার রাতে প্রথমে আলিপুরদুয়ার মাদারিহাটের ছেকামারী এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। বাড়ির সামনে মাকনা হাতির হানায় মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির। মৃতের নাম কাদের আলি। এই ঘটনায় বুধবার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা গিয়েছে, মধ্য ছেকামাড়ি এলাকার বাসিন্দা কাদের আলি। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় বাজার করে ঘরে ফিরছিলেন তিনি। বাড়ির সামনে এক মাকনা হাতি আচমকা তাঁর উপর হামলা চালায়। এই ঘটনায় কাদের মারাত্মক ভাবে জখম হন। দ্রুত তাঁকে এলাকার বাসিন্দারা উদ্ধার করে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। এরপর গভীর রাতে ঘটে আরও একটি ঘটনা। জানা গিয়েছে, মধ্য খয়েরবাড়ি এলাকায় বাড়ির উঠোনে দে। বছরের কন্যা সন্তান লক্ষী মুণ্ডকে কোলে নিয়ে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে গল্প করছিলেন মা সোনিয়া মুণ্ডা। সেই সময় আচমকা হাতি আসে। আর তারপর মা ও শিশু সন্তানকে শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে তুলে নিয়ে বাড়ির বাইরে আছড়ে মেরে ফেলে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। এলাকার মানুষজনের দাবি, প্রায় প্রতিদিন সন্ধে হতে না হতেই এলাকায় হাতির উপদ্রব শুরু হচ্ছে এলাকায়। একদম রাস্তার উপর ও বাড়ির মধ্যে চলে আসছে। আর তারপর হামলা চালাচ্ছে। এই ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা যথেষ্ট আতঙ্কিত। বুনোহাতি তাড়াতে বনদফতর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না নেওয়ায় বনদফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে।

বিয়ের লজ, ক্যাটারিং সব বুক! কেনাকাটাও প্রায় শেষ, শ্রীরামপুর থেকে মিলল নিথর দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর, ২৩ অক্টোবরঃ দু'দিন আগেই নিখোঁজ হয়ে যান যুবতী। চন্দননগরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন বলে জানতে পারে পুলিশ। তারপর থেকেই চলছিল খোঁজ। শেষ পর্যন্ত ভাইফোঁটার দিন উদ্ধার হল যুবতীর দেহ। হুগলির শ্রীরামপুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ। আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগে মামলা দায়ের হয়েছে। দোকানের মালিকের স্ত্রী'কে আটক করেছে পুলিশ। চন্দননগরের বউবাজার এলাকার বাসিন্দা মনামী ঘোষের বয়স ২৫ বছর। চন্দননগরের বাগবাজারে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন তিনি। কর্মক্ষেত্রে হেনস্থার জেরে মানসিক অবসাদে মনামি নদীতে ঝাঁপ দেন বলে অভিযোগ পরিবারের। গত মঙ্গলবার বেলা ১২টা নাগাদ গঙ্গায় ঝাঁপ দেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই দিন চন্দননগর বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ বসেছিলেন। তারপর একটি চিঠি লিখে, সেটি মোবাইল চাপা দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতার জানতেন না ওই যুবতী, ফলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তলিয়ে যান। তাঁর খোঁজে বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনী নামে। স্পিড বোট ও ডুবুরিও নামানো হয় নদীতে। দু'দিন ধরে চলে তল্লাশি। অবশেষে আজ, বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরের গঙ্গার ঘাট থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। পাশাপাশি চন্দননগর থানায় একটি মামলা রুজু করে পুলিশ। ওই সোনার দোকানের মালিকের স্ত্রী মমতা দাসকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় আটক করে রাখা হয়েছে। যুবতীর পরিবার সূত্রে জানা যায়, চন্দননগরের বউবাজার শীতলাতলার বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে রেজিস্ট্রি বিয়ে আগে সম্পন্ন হয়েছে মনামীর। আগামী বছরের ২ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক বিয়ে হওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার জন্য লজ ভাড়া নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। ক্যাটারিং বুক করা, বিয়ের কেনাকাটাও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমন একটি ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে। পরিবারের অভিযোগ, মনামী যে দোকানে কাজ করতেন, সেখানে তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করা হয়। তার জেরেই এভাবে আত্মঘাতী হলেন ওই যুবতী! পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। দোষীদের শাস্তি চাইছে পরিবার।

কালীপুজোর পরই রাজ্যে উদ্ধার পিস্তল-ম্যাগাজিন, মুঙ্গের থেকে চলছিল কারবার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২৩ অক্টোবরঃ কালীপুজোর আবহেই রাজ্যে উদ্ধার অস্ত্র। বিহারের বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হল এ রাজ্য থেকে। অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বীরভূমে। মাস কয়েক পরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। প্রায় সব রাজনৈতিক দল নিজেদের কৌশল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার ঘটনা নিয়ে রজনৈতিক মহলেও শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিশেষ সূত্র থেকে খবর যায় পুলিশের কাছে। সেই সূত্রের খবরের উপর ভিত্তি করেই গতকাল, বুধবার তল্লাশি চালায় পুলিশ। তারাপীঠ থানার অন্তর্গত বীরচন্দ্রপুর রোডের কাছে বেসিক মোড়ে মা তারা হোটেলের সামনে তল্লাশি চালায় রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। সেখান থেকেই দুই ডিলারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম

অভয় কুমার শর্মা ও মীনারুল শেখ। প্রথমজন বিহারের মুঙ্গেরের বাসিন্দা ও দ্বিতীয়জন বীরভূমের মল্লারপুরের বাসিন্দা। তাঁদের কাছ থেকে দুটি সেমি অটোমেটিক পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এগুলি ৭.৬৫ এমএম ক্যালিবারের ও ম্যাগাজিন লোড করা ছিল। এছাড়াও দুটি ম্যাগাজিন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনায় অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃত দুজন আন্তঃরাজ্য অস্ত্র পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। মাসকয়েক আগেই উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের রিজেন্ট পার্কে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্রের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দিয়ে অন্তত ১৫টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। শুধু তাই নয়, ওই ফ্ল্যাট থেকে লক্ষাধিক টাকাও উদ্ধার করা হয়। অ্যাপার্টমেন্টে একাধিক পরিবার বসবাস করে, ফলে সেখানে এভাবে অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। আর এবার বীরভূম।

রাতভর ঢুকত মহিলারা!

আসর বসত রোজ, শেষ পর্যন্ত সব হাতেনাতে ধরল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ২৩ অক্টোবরঃ লজের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল মধুচক্রের আসর। বারবার অভিযোগ জানাচ্ছিলেন এলাকাবাসীরা। দিন-রাত বহিরাগত ম্যানেজার সহ মোট দু'জনকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিষয়টি জানাজানি হতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় বালুরঘাট শহরের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন মাঠ সংলগ্ন বলেন, ''লজের উল্টোদিকের বাড়িটাই আমার। সারারাত মহিলাদের নিয়ে গিয়ে ব্যবসা চালানো হয়। অনেকবার বলেছি, কোনও লাভ হয়নি।'' স্থানীয়

লোকজনের যাতায়াত বাড়ছিল, যা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন অনেকেই। কোনও লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের তৎপরতায় বন্ধ করা হল লজ। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে ওই বেসরকারি লজ। সেখানেই হানা দেয় বালুরঘাট থানার পুলিশ। অভিযানে এক যুগলকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশ। রাস্তার ধারে ওই লজে মধুচক্রের আসর চালানোর অভিযোগে লজের এলাকায়। এদিকে পুলিশ দুজনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পরই উত্তেজিত জনতা ওই লজে ভাঙচুর চালায়। ভেঙে দেওয়া হয় লজের রিসেপশন ঘরের কাঁচ। ভাঙচুরের পর শাটার নামিয়ে লজে তালা মেরে দেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। এদিকে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ওই লজের আড়ালে মধুচক্রের আসর চালানো হচ্ছিল। এলাকার এক বাসিন্দা বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সরব হয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এদিন দিনের আলোয় লজে অপ্রীতিকর ঘটনার বিষয় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হানা দেয় পুলিশ। অভিযানে লজের ম্যানেজার সহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। লজের ম্যানেজারের বিরুদ্ধেই মধুচক্র চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এই চক্রে লজের মালিক বা আর কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

এসএন্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/৩৯, তারিখঃ ১৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র.নং. ১। **ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-৩৯-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ** "সামুকতলা রোড- সামুকতলা রোড য়ার্ডে রিমডেলিঙ-এর মাধ্যমে পিএসআর-এর শিথিলকরণ।" (এসএন্ডটি সংশ্লিষ্ট কাজ)। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ১৯,২৯,৬৮৯/- টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৩৮,৬০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৭-১১-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরিগুলির উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

লামডিং ডিভিশন দ্বারা জাগিরোড স্টেশনের রিটায়ারিং রুম এবং ডরমিটরিগুলির উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'আপগ্রেড, অপারেট এন্ড ট্রান্সফার' ভিত্তিতে ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: আরআর-জেআইডি-০১-২০২৫। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন ঃ ১৮২৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ০৩-১১-২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-জেআইডি-ডব্লিউআরএল-৬৫-২৫-১ (পে এন্ড ইউস - লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/ রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ০৩-১১-২০২৫ তারিখে ১১:৩০ টায়। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-35/DM/ENGG/(APAS)/2025-2026
DATE: 22/10/2025
E-NIT no: 36/DM/ENGG/(APAS)/ 2025-2026
DATE: 23/10/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:- WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 14/25/PLC
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 3(Three) Nos. different works. Document download/sale start date from **17/10/2025 at 5.00 PM.** Bid Submission starting from **17/10/2025 at 05.00 PM.** Last date of submission of Bid on **29/10/2025 at 05.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **31/10/2025 at 05.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Prodhan**
Sankrail Gram Panchayat

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:- WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 15B/25/APAS
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 6(Six) Nos. different works. Document download/sale start date from **22/10/2025 at 5.00 PM.** Bid Submission starting from **22/10/2025 at 05.00 PM.** Last date of submission of Bid on **12/11/2025 at 2.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **14/11/2025 at 03.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Prodhan**
Sankrail Gram Panchayat

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING e-TENDER No:- WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 15/25/APAS
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for 4(Four) Nos. different works. Document download/sale start date from **18/10/2025 at 5.00 PM.** Bid Submission starting from **18/10/2025 at 05.00 PM.** Last date of submission of Bid on **10/11/2025 at 2.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical) **12/11/2025 at 03.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Prodhan**
Sankrail Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নং৷ জিইএম/২০২৫/বি/৬৭৮৭২২৩, তারিখঃ ১৫.১০.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ **ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ওয়ার্কস কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে ৫ বছর সময়কালের জন্য সিএনসি ভার্টিক্যাল টার্নিং লেদ মেশিন, সিরিয়াল নম্বর ভিটিএল-৩১, ডিইপিটি. নম্বর ২০/৪৭০, নির্মাতা- মেসার্স এইচওয়াইটি, পুনে-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির** জন্য ওপেন জিইএম সার্ভিস টেন্ডার আহ্বান করছেন। **বিড শেষের তারিখ/সময়ঃ** ০৫.১১.২০২৫ বেলা ৩টা। **বিড শুরুর তারিখ/সময়ঃ** ০৫.১১.২০২৫ বেলা ৩.৩০ মিনিট। **বায়না মূল্য জমাঃ** বিড এস্টিমেট মূল্যের ২% অর্থাৎ ৭৮,২১২ টাকা। **ই-পিবিজিঃ** পি.ও. মূল্যের ৫%। **টেন্ডারের আনুমানিক মূল্যঃ** ৩৯,১০,৫৯২.৩৫ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৬০ মাস। **এস্টিমেট নম্বরঃ** এমসিপি/এম অ্যান্ড পি/সিএএমসি/সিএনসি-ভিটিএল/২০-৪৭০/২০২৫, তারিখ ১৫.০৭.২০২৫। জিইএম সার্ভিস বিড নথিপত্র জিইএম সাইট (গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস) অর্থাৎ জিইএম পোর্টাল **https://gem.gov.in**-এ পাওয়া যাবে এবং জিইএম পোর্টাল অর্থাৎ **https://gem.gov.in**-এর মাধ্যমে দরসমূহ অনলাইনে উল্লেখ করতে হবে ও জমা করা যাবে। (MISC-243/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২০২৫-২৬ তারিখঃ ২১-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১০-২০২৫-২৬। কাজের নামঃ** এই কাজের বিপরিতে বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ "নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল) - টিএসআর (পি)- ৬৫,৮০০ টিকেএম"। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬৯,৩০,২৬০.৬৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৩৮,৬০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১১-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, ওপি এণ্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১

নং.- WB-HMC/TN/ED/S&D/18/2025-2026 তারিখ- ১৮.১০.২০২৫

ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের অধীনে কভার স্ল্যাব সহ ড্রেন নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য নির্ধারিত স্থানে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। একই ধরণের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলী বিভাগ / www.wbtender.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৪.১১.২০২৫ বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৫৯(৩)/২৫-২৬ সচিব
১৮.১০.২৫ হাওড়া পৌরনিগম

সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অফ অ্যাডভান্সড্ কম্পিউটিং
(ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রকের একটি শীর্ষস্থানীয় গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা),
ভেল্লেয়ামবালম, তিরুঅনন্তপুরম, কেরালা, পিন-৬৯৫০৩৩,
ফোনঃ ০৪৭১-২৭২৩৩৩৩
সীডৈক CDAC

বিজ্ঞাপন নং.ঃ সিডিএসিটি/আরসিটি/০৫/২০২৫ তারিখ ২৪/১০/২০২৫

তিরুঅনন্তপুরমের সি-ড্যাকের জন্য একীভূত বেতনে বিভিন্ন চুক্তিভিত্তিক পদের জন্য রায়পুর লোকেশনের জন্য ওয়াক ইন অনলাইন ইন্টারভিউ

বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন
www.cdac.in
cbc 06165/12/005/2526

দেহ খুঁজতে পুকুরে নামল বিপর্যয় মোকাবিলা দল, চলল জোর তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৩ অক্টোবরঃ পুকুরে দীর্ঘ তল্লাশি চলছিল। সেখান থেকেই এক যুবকের দেহ উদ্ধার করল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ছুতারবুড়ি বৈলাপাড়া এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নামতারা কর্মকার। দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ তা খতিয়ে দেখছে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষ্ণুপুর শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ছুতারবুড়ি বৈলাপাড়া এলাকার বাসিন্দা তারা কর্মকার। গতকাল রাত ৯টার পর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে স্থানীয় একটি পুকুরের জলে পড়ে যেতে দেখে বাড়িতে খবর দেন। প্রাথমিকভাবে তাঁকে বাঁচাতে স্থানীয় কয়েকজন পুকুরের জলে নামেন তাঁর খোঁজ শুরু করেন। কিছুক্ষণ পরে খবর পেয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ওই পুকুরে নেমে তল্লাশি শুরু করে। রাতভর তল্লাশির পর আজ সকালে ফের ওই পুকুরে তল্লাশি শুরু করতেই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। যুবকের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে কবিতা দাস বলেন, ''ছেলেটা পুকুরে পড়ে গিয়েছিল। অনেকেই দেখেছিলেন ব্যাপারটা। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাই সেখানে। খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরে। দ্রুত তারা ঘটনাস্থলে আসেন। তারপরই উদ্ধার হয় দেহ। এর আগে আমরাও তল্লাশি করেছিলাম।''

খড়গপুর ডিভিসনে বিজ্ঞাপনী প্রচার স্বত্বের ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং ঃ এডিভিটি-কেজিপি-২০২৫-১০ তারিখ ২২.১০.২০২৫ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত সম্পদগুলির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলামের তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-কেজিপি-২৫-১০।** ১. মৌরীগ্রাম স্টেশন, কোলাঘাট স্টেশন, দেউলটি স্টেশন, মাদপুর স্টেশন, বালিচক স্টেশন, আমতা স্টেশন, হলদিয়া স্টেশন, কাঁথি স্টেশন, গিরি ময়দান স্টেশন, শ্যামচক স্টেশন, রামরাজাতলা স্টেশন, কুলগাছিয়া স্টেশন, রাধামোহনপুর স্টেশন, হিজলি স্টেশন, চেঙ্গাইল স্টেশন, ভোগপুর স্টেশন, মেচেদা স্টেশন, ফুলেশ্বর স্টেশন এবং সাঁতরাগাছি-কোনা-এক্সপ্রেসওয়ে রেলওয়ে এলাকাতে হোর্ডিং/বোর্ড-এর মাধ্যমে ঘরের বাইরে (অর্থাৎ স্টেশন চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল, পিএফ-এর প্রাচীরের বাইরে, পিএফের বাইরে ইত্যাদিতে) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের ব্যবস্থা। ২. সাঁতরাগাছি স্টেশনের বুকিং অফিসের নিকটে দক্ষিণ দিকের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে একটি ভিডিও ওয়াল/ডিজিটাল স্ক্রিন স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। ৩. আবাদা স্টেশন, বেলদা স্টেশন, দেউলটি স্টেশন, মাদপুর স্টেশন, কোলাঘাট স্টেশন, শ্যামচক স্টেশন এবং হলদিয়া স্টেশনে স্টেশনের ভেতরের এলাকায় বোর্ড, গ্লোসাইন, কিয়স্ক ইত্যাদির মাধ্যমে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শন। ৪. খড়গপুর ডিভিসনে চলাচলকারী চারটি ইএমইউ রেক-এর পার্শ্ব দেওয়ালে (জানালা ও বাধ্যতামূলক রেলওয়ে চিহ্ন ব্যতিরেকে) সামগ্রিক বহির্গাত্রে ভিনাইল র‍্যাপিং দ্বারা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। ৫. আরডিএসও নোটিফিকেশন অনুসারে ভিনাইল স্টিকার আটকানোর মাধ্যমে ট্রেন নং ১২৮৩৭/১২৮৩৮ (হাওড়া-পুরী এক্সপ্রেস)-এর এসি ৩ টিয়ার ও স্লিপার কোচগুলির মধ্যবর্তী বে অংশে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনী প্রদর্শন। ট্রেন নং ১২৮৮৫/১২৮৮৬ শালিমার-ভোজুডীহ আরণ্যক-এর ওয়াশ বেসিনের নিকটে ও ওয়াশরুমের আয়নাতে নির্দিষ্ট স্থানে এবং ফুড ট্রে + সিট ব্যাক-এ ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) আটকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। ট্রেন নং ১২২২২/১২২২১ হাওড়া-পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস-এর সব কোচে ওয়াশ বেসিনের নিকটে ও ওয়াশরুমের আয়নাতে নির্দিষ্ট স্থানে ভিনাইল স্টিকার (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী) আটকে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন। **নিলামের তারিখ ঃ ১০.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-কেজিপি-২৫-১১।** নিম্নলিখিত সম্পদগুলির জন্য ১. আন্দুল স্টেশনের স্টেশন অভ্যন্তরীণ এলাকাতে বোর্ড, গ্লোসাইন, কিয়স্ক ইত্যাদির মাধ্যমে (নন-ডিজিটাল) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনী প্রদর্শন। ২. খড়গপুর স্টেশনে হোর্ডিং/বোর্ড-এর মাধ্যমে ঘরের বাইরে (অর্থাৎ স্টেশন চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল, পিএফ ফেন্সিং-এর বাইরে, পিএফ-এর বাইরে ইত্যাদি) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের প্রদর্শন যা **https://www.ireps.gov.in/**ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। আগ্রহী পক্ষ ও ঠিকাদারদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে এবং উপরোক্ত ওয়েবসাইটেই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত বিশদ ও সম্পর্কিত তথ্য পড়ে নিতে বলা হচ্ছে। কোনো জিজ্ঞাস্য থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

(PR-758) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

PUBLIC ANNOUNCEMENT
(This is a public announcement for information purposes only and not for publication or distribution outside India and is not an Offer Document)

COOL CAPS INDUSTRIES
COOL CAPS INDUSTRIES LIMITED
Registered office: 23 Sarat Bose Road, Annapurna Apartment Flat No. 1C, 1st Floor, Kolkata - 700020, West Bengal, India
Contact Person: Mr. Arijit Ghosh, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: +91 9903921338
E-Mail ID: cs@coolcapsindustries.in; **Website:** www.coolcapsindustries.in
Corporate Identity Number: L27101WB2015PLC208523

THE PROMOTERS OF THE COMPANY ARE (I) MR. RAJEEV GOENKA, (II) MR. VANSHAY GOENKA (III) M/S. PURV FLEXIPACK LIMITED

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF COOL CAPS INDUSTRIES LIMITED

ISSUE OF UP TO 3,99,95,000* PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 70/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 68/- PER RIGHTS EQUITY SHARE), AGGREGATING UPTO ₹ 2,7996.50 LAKH* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS SEPTEMBER 23, 2025 (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, SEE "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 69 OF THIS LETTER OF OFFER.
Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares

RIGHTS ISSUE EXTENDED : REVISED ACTIVITY SCHEDULE

DATE OF OPENING OF THE ISSUE	Tuesday, September 30, 2025
LAST DATE FOR ON-MARKET RENUNCIATION OF RIGHTS ENTITLEMENTS#	Thursday, October 16, 2025
EXTENDED DATE OF CLOSING OF THE ISSUE*	Wednesday, October 29, 2025
DATE OF FINALIZATION OF BASIS OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	Thursday, October 30, 2025
DATE OF ALLOTMENT (ON OR ABOUT)	Thursday, October 30, 2025
DATE OF CREDIT OF RIGHTS EQUITY SHARES (ON OR ABOUT)	Friday, October 31, 2025
DATE OF LISTING / COMMENCEMENT OF TRADING OF EQUITY SHARES ON STOCK EXCHANGE (ON OR ABOUT)	Monday, November 03, 2025

Note: The above timetable is indicative in nature and does not constitute any obligation on the Company. While our Company shall ensure that all the steps for completion of all the necessary formalities for the listing and trading of our equity shares on the NSE - SME platform are taken within the prescribed timelines, the time table may change due to various factors such as any delay in receiving final listing and trading approval from the NSE. The Commencement of the trading of Equity shares will be entirely at the discretion of NSE in accordance with the applicable laws.
Payment Schedule of Rights Equity Shares

AMOUNT PAYABLE PER RIGHTS EQUITY SHARE	On Application	One or more subsequent Call(s) as determined by our Board at its sole discretion, from time to time	Total
Face Value (₹)	0.50	1.50	2.00
Premium (₹)	17.00	51.00	68.00
Total (₹)	17.50	52.50	70.00

ASBA* **Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!**
*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details read section on ASBA below

PROCESS FOR APPLICATION IN THE ISSUE
In accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, see "Procedure for Application through the ASBA Process" on page 72 of the Letter of Offer.
PLEASE NOTE THAT ONLY RESIDENT INVESTORS CAN SUBMIT THEIR APPLICATON USING THE ASBA PROCESS ONLY. ASBA FACILITY IS OPERATIONAL FROM THE ISSUE OPENING DATE.
LAST DATE FOR APPLICATION: This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on September 30, 2025 and which was scheduled to close on October 24, 2025 has now been extended by the Company to October 29, 2025, vide the Board of Directors passed resolution dated October 23, 2025, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.
ACCORDINGLY, THE LAST DATE OF SUBMISSION OF THE DULY FILLED IN APPLICATION FORM IS OCTOBER 29, 2025, BEING THE ISSUE CLOSING DATE.
ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE DATE OF THE ISSUE CLOSURE I.E. OCTOBER 29, 2025. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENTS, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM EXCEPT THE MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE, RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIMETABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.
This addendum shall be available on the respective websites of our Company at www.coolcapsindustries.in the Registrar to the Issue at coolcapsindustries.rights@in.mpms.mufg.com and the Stock Exchange at www.nseindia.com
INVESTORS MAY PLEASE NOTE THE LETTER OF OFFER, APPLICATION FORM AND RIGHT ENTITLEMENT LETTER SHALL BE READ IN CONJUCTION WITH THIS ADDENDUM.

For Cool Caps Industries Limited
Rajeev Goenka
Chairman and Managing Director
DIN: 00181693
Place: Kolkata
Date: 24.10.2025

চলুন বেড়িয়ে পড়ি

ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের, ঘুরে দাঁড়াচ্ছে উত্তরের পাহাড়-সমতল

দুর্যোগের ধাক্কা সামলে পর্যটনে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পাহাড়-সমতল। নভেম্বরের

প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ভিড় থাকবে সিকিমেও। এবার ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল পর্যটন মরশুম। কিন্তু ভারী বর্ষণের জেরে খুব একটা ভালো কাটেনি দার্জিলিং-কালিম্পং পাহাড়, ডুয়ার্স এবং সিকিমের। হড়পা বান ও ভূমিধসের আতঙ্কে প্রচুর বুকিং বাতিল হয়েছে। অনেকে এলেও ভ্রমণসূচি কাটছাট করে ফিরে গিয়েছেন। তার উপর প্রবল বর্ষণে কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা ভাসতে সঙ্কট বেড়েছে। কারণ, পুজোর মরশুমে এরাজ্যে স্কুল-কলেজে লম্বা ছুটি থাকায় কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকা থেকেই বেশি পর্যটক উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে বেড়াতে আসেন। দুর্গাপুজো মিটতে অবশ্য পর্যটনের খরা কাটার ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে। পর্যটকদের অনেকেই উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি সিকিমের চুংথাং, ফোদং গুম্ফা ও সেভেন সিস্টার্স ফল্‌স, লাচুং, ‘ অফ ফ্লাওয়ার’ ইউমথাং, লাচেন, গুরুদোংমার ঘুরে দেখার জন্য বুকিংয়ের খোঁজ করছেন। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয় খান্না বলেন, শীতের বুকিংয়ের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের পর্যটকরা ফোনে খোঁজ নিচ্ছেন। রুম বুকিং করছেন। আশা করছি ধীরে ধীরে পাহাড়ে ভিড় বাড়বে। দার্জিলিং হোটেল অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং পাহাড়ে সাড়ে তিনশো হোটেল রয়েছে। কালিম্পংয়ে দুশো। প্রতিটি হোটেলেই বুকিং চলছে। পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে। দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ে দু’হাজারের বেশি হোম-স্টে রয়েছে। সেখানেও পর্যটকরা বুকিংয়ের জন্য খোঁজ নিচ্ছেন। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, পর্যটনের সঙ্কট কাটতে চলেছে। আপাতত বলতে পারি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পাহাড়ে ভিড় থাকবে। ডিসেম্বর থেকে আরও ভিড় বাড়বে। বুকিংয়ের জন্য যেভাবে খোঁজ চলছে তাতে মনে হচ্ছে এবার ভিন রাজ্যের পর্যটকদের ঢল নামবে। এদিকে ভূমিধসের দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে হাঁফ ছেড়েছে সিকিমের ট্রাভেল এজেন্সিগুলো। সেখানে কাজ করছে ১ হাজার ৭২৫টি ট্রাভেল এজেন্সি। থাকার জন্য হোটেলগুলিতে প্রায় ৩৮ হাজার ২০৮টি শয্যা রয়েছে পর্যটকদের জন্য। পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াতের জন্য প্রায় ৩০ হাজার লাক্সারি, সাধারণ ট্যাক্সি এবং ছোট গাড়ি রয়েছে। দুর্গাপুজোর মরশুমে তাদের হা-হুতাশ করে সময় কেটেছে। কোথাও বুকিংয়ে সাড়া মেলেনি। গ্যাংটকের পর্যটন কর্মী নবীন ছেত্রী জানান, পুজোর মরশুম খুব খারাপ কেটেছে। কয়েকদিন থেকে বুকিংয়ে ভালো সাড়া মিলছে। এখন ক্রমশ ভিড় বাড়বে।

সুখিয়া থেকে মিরিক যাওয়ার পথে নতুন একটি পর্যটন ক্ষেত্র হবে ঠিক লামাহাটার মতোই

ঘুম থেকে মিরিক যাওয়ার পথে ‘নতুন লামাহাটা’ খুঁজে পেলেন মুখ্যমন্ত্রী। সুখিয়াপোখরি থেকে পশুপতি ফটকের রাস্তায় পাহাড়ের অপার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন তিনি। একদিকে পাইন বন, অন্যদিকে চা বাগান, আকাশে মাথা উঁচু করছে কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বেতশুভ্র চূড়া, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে পড়ে গেল ২০১২ সালের কথা। সদ্য তাঁর সরকার এসেছে। পর্যটনকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি।

পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখতে পর্যটনের প্রসারই যে আসল পথ, সে কথা অনুধাবন করে নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সেবার দার্জিলিং থেকে কালিম্পং যাওয়ার পথে এক জায়গায় পাহাড়ের রূপ দেখে তিনি গাড়ি থামিয়ে দিলেন। ঢাল দিয়ে পাইনের সুশৃঙ্খল জঙ্গল। উপরে ছোট্ট একটা জলাশয়। সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার সুবিশাল রূপ। স্থানীয় মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাইলেন জায়গাটার নাম কী? শুনলেন ‘ ভারি পছন্দ হল। ট্যাবে তুলে রাখলেন অনেক ছবি। বাকিটা ইতিহাস। নিজের ভাবনায় কয়েক

মাসের মধ্যে গড়ে তুললেন এলাকাটিকে। তৈরি হল পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো পরিকাঠামো।

আজ দার্জিলিংয়ের অন্যতম ব্যস্ত পর্যটন ক্ষেত্র হল সেই লামাহাটা। বস্তুত ‘হোম স্টে’ কনসেপ্ট এই এলাকা থেকেই শুরু করান মুখ্যমন্ত্রী। স্থানীয় গ্রামীণ মানুষের আয়ের বিকল্প সন্ধান। আজ গোটা রাজ্যে ‘হোম স্টে’তে বিপ্লব হয়ে গিয়েছে। এলাকাটি দেখে আসার পর জেলাশাসককে যাবতীয় নির্দেশ দেওয়ার পর মমতা বলেন, সুখিয়া থেকে মিরিক যাওয়ার পথে নতুন একটি পর্যটন ক্ষেত্র হবে ঠিক লামাহাটার মতোই। আমি দেখে এসেছি। লোকে শুটিং করতে আসে। নতুন পর্যটন ক্ষেত্র এক বছরের মধ্যে হবে। এখানে থাকবে হোম স্টে।

হাতের কাছেই স্বর্গ! বার্লিন-ফুকেটকেও টেক্কা এই স্থানের

জমিয়ে পুজো উপভোগ করেছেন। হালকা শীত পড়তেই এবার ক’দিনের ছুটি নিয়ে একা কিংবা পরিবার অথবা বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান? এখনও যদি গন্তব্য চূড়ান্ত না করে থাকেন, তাহলে দাঁড়ান। মনকাড়া দৃশ্য আর প্রকৃতির কোলে হারিয়ে যেতে বেশি গ্যাঁটের কড়ি খরচের প্রয়োজন নেই। হাতের কাছেই স্বর্গের সন্ধান! কোথায়? অসমের জোরহাট। পর্যটকদের ভালোবাসায় সম্প্রতি বার্লিন ও ফুকেটকেও পিছনে ফেলেছে এই স্থান। গ্লোবাল ট্র্যাভেল মার্কেটপ্লেস স্কাইস্ক্যানার সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাদের দেওয়া তথ্য মতে, আন্তর্জাতিক শহরগুলিকে পিছনে ফেলে জনপ্রিয়তায় ছাপিয়ে গিয়েছে ভারতের অসমের জোরহাট। মনে করা হচ্ছে ২০২৬ সালের সবচেয়ে বেশি মানুষের গন্তব্য হয়ে উঠতে চলেছে এই স্থানটি। সার্চ

ইঞ্জিনে ৪৯৩ মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন স্থানটিতে ভ্রমনের জন্য। জোরহাটের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পর্যটকদের মূল আকর্ষণের জায়গা। এখানে ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত মাজুলি দ্বীপ বিশ্বের বৃহত্তম নদী দ্বীপ হিসেবে পরিচিত। নব্য বৈষ্ণব সংস্কৃতির কেন্দ্র হল মাজুলি। অসংখ্য সত্র বা বৈষ্ণব মঠ এখানে রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী অসমীয়া শিল্প, নৃত্য এবং সঙ্গীত প্রচারের প্রাণকেন্দ্র এই মঠগুলি। পাশাপাশি রয়েছে রয়েছে গিবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য। ২১৯ প্রজাতির পাখি ও বিভিন্ন প্রজাতির সরীসৃপের আবাসস্থল এই অভয়ারণ্য। ২১ বর্গকিলোমিটার এলেকা জুড়ে দেখা মিলবে চিতাবাঘ, হাতি, বন্য শুয়োর প্রভৃতি।১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত টোকোলাই চা গবেষণা কেন্দ্রটি পর্যটকদের অন্যতম পছন্দ। এটি বিশ্বের সর্বৃহ চা গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর পাশাপাশি ধর্মীয় স্থান হিসেবে ঢেকিয়াখোয়া বর্ণমঘরের নাম না করলেই নয়। এটি আসামের জো।হাট জেলার একটি বিখ্যাত নামঘর। ১৪৬১ সালে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের শিষ্য শ্রী শ্রী মাধবদেব এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আসামের ‘ ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই, বলাইবাহুল্য হাতের নাগালের মধ্যেই যখন কম খরচে স্বর্গের সন্ধান পাচ্ছেন, তখন আর দেরি কেন? আজই লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।

বিখ্যাত এই লাকি চার্মগুলি আপনার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।

বাঙালির পায়ের তলায় সরষে। তাই সময় পেলেই পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় বেড়াতে। বেড়ান শেষে সঙ্গে হাকে কেনাকাটার বড় তালিকা। জনপ্রিয় শপিং ডেস্টিনশনের খোঁজ নিয়ে সেখানে দেদার কেনাকাটা না করলে পুরো ট্যুরতাই যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শুধু কি তাই বেড়াতে গিয়ে কেনাকাটা, স্মৃতি সংগ্রহ করার পাশাপাশি যদি সৌভাগ্যও অর্জন করা যায় তাহলে মন্দ কী? বিশ্বের এই দেশগুলিতে গেলে অবশ্যই কিনুন সেখানকার বিখ্যাত লাকি চার্মগুলি। যা আপনার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।প্রথমেই বলা যাক জাপানের কথা। এদেশে বেড়াতে গেলে অবশ্যই টোকিওর বাজারে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের বিড়ালের মূর্তি। যাকে জাপানিরা সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখে। যা পাওয়া যায় প্লাস্টিক অথবা সেরামিকের। টোকিওর আসাকুসা জেলার স্যুভেনির দোকান এবং মন্দিরের বাজারে বা কিয়োটো বা ওসাকার বিভিন্ন দোকানে খুঁজলেই এই ধরনের বিড়ালের মূর্তি পাবেন। এই মূর্তির ড়িালটিকে দেখা যায় হাত তুলে রাখতে। তাই জাপান বেড়াতে গেলে অবশ্যই লাকি চার্ম হিসেবে এই বিড়ালের মূর্তি কিনতে ভুলবেন না। ‘এভিল আই’, এই মুহূর্তে ভীষণ প্রচলিত ও জনপ্রিয় একটি জিনিস। যা সকলের কাছেই ভীষণ পছন্দের। নিজেদের সৌভাগ্য বজায় রাখতে বা নজর কাঠি হিসেবে অনেকেই এই এভিল আই ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তুর্কিতে এই ‘এভিল আই’ সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। যা দুর্ভাগ্যকে দূরে সরিয়ে সৌভাগ্য নিয়ে আসতে সাহায্য করে।

আয়ুর্বেদে বাড়ছে আয়! বিদেশি পর্যটকও টানছে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতি

আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি এখন বিশ্বজুড়ে বাড়ছে প্রাকৃতিক ও সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবার চাহিদা। সেই চাহিদার জবাব দিচ্ছে ভারত, তার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাপদ্ধতি আয়ুষ-এর মাধ্যমে। ভারত ধীরে ধীরে বিশ্বব্যাপী সুস্থতা কেন্দ্রের দিকেই এগিয়ে চলেছে।জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই ৭৫টিরও বেশি দেশের নাগরিকদের ১,৬০০-রও বেশি Ayush Visa দেওয়া হয়েছে। ভারত এখন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে এমন এক গন্তব্যে, যেখানে রোগ প্রতিরোধ, পুনর্বাসন ও মানসিক সুস্থতার জন্য মানুষ আসছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপরাও জাধব বলেন, আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, ইউনানি, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথির মতো প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতি এখন বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্বীকৃত, নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী. সমাধান দিচ্ছে। এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতকে Ayush-ভিত্তিক Medical Value Travel-এর বিশ্বনেতা করাই আমাদের লক্ষ্য।

দক্ষিণ ভারতকে এই উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেরালার পঞ্চকর্ম কেন্দ্র, তামিলনাড়ু ও কর্ণাটকের সিদ্ধ ও ন্যাচারোপ্যাথি প্রতিষ্ঠান, এবং অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও পুদুচেরির গবেষণা ও স্বাস্থ্য অবকাঠামো একত্রে গড়ে তুলেছে আয়ুষ নির্ভর সামগ্রিক স্বাস্থ্যপরিকাঠামোর এক সমৃদ্ধ ভিত্তি।আয়ুষ ভিসার সহজলভ্যতা, মানসম্পন্ন পরিষেবা ও ডিজিটাল ইন্টিগ্রেশন

আয়ুষ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব মনালিসা দাশ বলেন, আয়ুষ নির্ভর

মেডিক্যাল ভ্যালু ট্রাভেল ভারতের সমন্বিত, রোগী-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ। আমরা বিদেশি রোগীদের জন্য সহজ ভিসা প্রক্রিয়া, মানসম্পন্ন চিকিৎসা ও ডিজিটাল সংহতির দিকে এগোচ্ছি। ভারত বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার জন্য।

শ্রী সত্য কুমার যাদব, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা শিক্ষা মন্ত্রী, বলেন, এই প্রয়াস শুধু ভারতকে বিশ্ব স্বাস্থ্যসেবার মানচিত্রে তুলে ধরবে না, বরং কর্মসংস্থান, গবেষণা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথকেও প্রশস্ত করবে। প্রাকৃতিক, প্রতিরোধক ও রোগী-কেন্দ্রিক চিকিৎসার জন্য বিশ্ব আজ ভারতের দিকে তাকিয়ে। চেন্নাইয়ের সম্মেলন প্রমাণ করল- আয়ুর্বেদ ও আয়ুষ ভিত্তিক চিকিৎসা শুধু অতীতের ঐতিহ্য নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও বটে। সুস্থতা পর্যটনের বিশ্ববাজারে ভারতের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে এই যাত্রা, যেখানে সুস্থতা আর অর্থনীতি- দুই-ই হাঁটছে একসঙ্গে।

রাশিয়ার দুই বৃহত্তম তেল সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ট্রাম্পের

২৩ অক্টোবরঃ ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর ক্ষুব্ধ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুই রাষ্ট্রনায়ক হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ফের বৈঠক করবেন বলেও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেই বৈঠকের সম্ভাবনাকে নিজেই নস্যাৎ করেছেন ট্রাম্প। এবার শাস্তিস্বরূপ রাশিয়ার দুই বৃহত্তম তেল সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল আমেরিকা। গত বুধবার মার্কিন ট্রেজারির প্রধান এই ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছে, ইউক্রেনে যুদ্ধ বন্ধ করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসেন্ট একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ‘এই ভয়াবহ এবং অর্থহীন এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন পুতিন। তিনি তা বন্ধ করতে আগ্রহী নন। এর শাস্তিস্বরূপ দুই বৃহত্তম রুশ তেল সংস্থা রসনেফট এবং

লুকঅয়েল-এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। এই দুই তেল সংস্থা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। তারা পুতিনকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে।’ প্রয়োজনে আরও কড়া পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। যদিও রাশিয়ার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

উল্লেখ্য, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধ জারি রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার এই যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা করলেও বিশেষ সমাধানের রাস্তা বের হয়নি। দু’দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠকও করেন তিনি। কিন্তু তা-ও কোনও রফাসূত্র মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে পুতিনের সঙ্গে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ফের একপ্রস্থ বৈঠকে বসার কথা ছিল ট্রাম্পের। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সময় নষ্ট করতে চান না। তিনি বলেন, আমি কোনও অর্থহীন বৈঠক করতে চাই না। নিজের সময় নষ্ট করতে চাই না। দেখা যাক কী হয়। ট্রাম্পের এই মন্তব্যের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রাশিয়ার বৃহত্তম তেল সংস্থার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল আমেরিকা।

৭ মিনিটের অপারেশনে ‘ফাঁকা’ লুভ্যর মিউজিয়াম!

২৩ অক্টোবরঃ প্যারিসের বিখ্যাত ল্যুভর মিউজিয়ামে চুরি। ভিতরে ঢুকে অমূল্য সব সম্পদ নিয়ে পালিয়ে গেল চোর। লুটেরাদের এমন দুর্ধর্ষ অপারেশন দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছেন ফ্রান্সের দুঁদে গোয়েন্দারাও। চুরির ঘটনার তিন দিন পর অবশেষে বুধবার সকালে ফের দর্শকদের জন্য খুলে গেল মিউজিয়ামটি।যেখানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল সেই অ্যাপোলো রুম দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ ছিল। গত মঙ্গলবার প্যারিসের প্রসিকিউটর বলেছেন, চুরি যাওয়া রত্নগুলির মূল্য আনুমানিক ৮৮ মিলিয়ন ইউরো অর্থা১ ৮৯৬ কোটি টাকা। কিন্তু রত্নের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ফ্রান্সের কাছে অমূল্য। বিশ্বের সর্বাধিক দর্শনার্থী আসে লুভ্যর মিউজিয়ামে। রবিবারের চুরির ঘটনায় প্রায় ১০০ জন তদন্ত করছেন বলে জানা গিয়েছে।এক রিপোর্ট অনুযায়ী,ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ, মিউজিয়াম খোলার আগে। সেইন নদীর দিক দিয়ে দুষ্কৃতীরা আসে। ওইদিকে মিউজিয়ামের সংস্কারের কাজ চলছিল। সেই সুযোগে হাইড্রলিক ল্যাডার নিয়ে সোজা উপরে উঠে যায়। তাদের টার্গেট ছিল অ্যাপোলো গ্যালারি। এখানে ফরাসি রাজা-রানিদের ব্যবহৃত সমস্ত মুকুট প্রদর্শনীর জন্য রাখা থাকে। বহুমূল্য গয়না, যা শুধু দামেই নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও খুব বড় সম্পদ। অ্যাপোলো গ্যালারির জানলা ‘গ্যাস কাটার’ দিয়ে কেটে তারা সেখানে প্রবেশ করে। নেপোলিয়ানের নেকলেস, ব্রোচ-সহ বেছে বেছে ৯টি এমন সম্পদ নিয়ে পালায় ডাকাতদল। গোটা অপারেশনে মাত্র ৭ মিনিট সময় লেগেছে তাদের। এসব বিস্তারিত জানিয়েছেন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী লরেন্ট নানেজ।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ রুখতে ত্রিপুরায় নাগরিক সমাজের বনধ শুরু

আগরতলা, ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের দাবিতে নাগরিক সমাজের (সিভিল সোসাইটি) একটি অংশের আহ্বানে বৃহস্পতিবার সকালে শুরু হল ২৪ ঘন্টার বনধ। রাজধানী আগরতলা শহরের পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করা হচ্ছে। আগরতলা শহরের উত্তর গেইট এলাকায় তিপ্রা মথা বিধায়ক রণজিৎ দেববর্মার তত্ত্বাবধানে হচ্ছে পিকেটিং। রাস্তা অবরোধ কর হচ্ছে এখানে টায়ার জ্বালিয়ে। এদিকে, বড়মুড়ায় সাধুপাড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। খোয়াই জেলার আশারামবাড়িতেও সড়ক অবরোধ চলছে। বেলফাং এলাকায় করা হয়েছে সড়ক অবরোধ। সাব্রুম - আগরতলা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের শাকবাড়ি ও সাঁচিরাম বাড়িতে সকাল সাতটা থেকে পিকেটিং শুরু হয়েছে। তাছাড়া একাধিক জায়গায় রেল লাইন অবরোধ করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৪৫টি জায়গায় পিকেটিং ও অবরোধ করা হচ্ছে। এই অবরোধে তিপ্রা মথার নেতা কর্মীদের দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, তিপ্রা মথার বিধায়ক রণজি দেববর্মার নেতৃত্বে নাগরিক সমাজের একটি প্ল্যাটফর্ম ভারত-বাংলাদেশের ৮৫৬ কিলোমিটার সীমান্তে অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণভাবে রুখতে এই ২৪ ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে।

Name Change
I, Rokia Bibi (Old Name) W/O–Rajab Ali Mondal resident of resident of Topla Pratapnagar , Topla , Tehatta , Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Rokia Bibi to Rokiya Bibi Mandal and henceforth I shall be known as Rokiya Bibi Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Rokiya Bibi Mandal & Rokia Bibi both are same and one identical person .

Name Change
I, Aliara Bibi (Old Name) W/O–Ataur Rahaman resident of Vill & Po- Barashimul, Ps-Raghunathganj , Dist-Jangipur , West Bengal, Pin-742213 do hereby declared that I have changed my name from Aliara Bibi to Aliyara Khatoon and henceforth I shall be known as Aliyara Khatoon (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 15/10/2025. My name Aliyara Khatoon & Aliara Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Altafan Bibi (Old Name) W/O–Mohammad Aich Mohammad Mondal resident of Topla Pratapnagar , Topla , Tehatta , Nadia , West Bengal, Pin-741165 do hereby declared that I have changed my name from Altafan Bibi to Altafan Bewa and henceforth I shall be known as Altafan Bewa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Altafan Bewa & Altafan Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Gayeshwar Shikdar (Old Name) S/O– Mukundalal Sikdar resident of resident of Battali , Khutadaha , Bamangola , Malda , West Bengal, Pin-732138 do hereby declared that I have changed my name from Gayeshwar Shikdar to Gayeswar Sikdar and henceforth I shall be known as Gayeswar Sikdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Gayeswar Sikdar & Gayeshwar Shikdar both are same and one identical person.

Name Change
I, Begum Roxana (old name) wife of Md Seraj Khan, residing at 9/1A, Sharif Lane, P.O & P.S –Park Street, Kolkata – 700016, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rukhasana Khatoon (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 22/10/2025. Begum Roxana (old name) and Rukhasana Khatoon (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I,NIZAM MONDAL & NIZAMUDDIN MONDAL (OLD NAME) S/O HASEN ALI MONDAL, RESIDING AT, CHAPAGACHI, SADHANPUR , P. S.-ASHOKE NAGAR, N,24.PGS.- 743221,W. B, INDIA, HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIJAMUDDIN MONDAL (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 23/10/2025 , NIJAMUDDIN MONDAL (NEW NAME) AND NIZAM MONDAL & NIZAMUDDIN MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I,KABRI CHOUDHURI (OLD NAME) W/O ATANU CHOWDHURY, RESIDING AT, 15/1/2 , GOPAL LAL CHOWDHURY LANE,P.O & P.S - SHIBPUR,HOWRAH PIN - 711103 ,W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KABERI CHOWDHURY (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ,DATED 23/10/2025 , KABERI CHOWDHURY (NEW NAME) AND KABRI CHOUDHURI (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I, ATANU CHOUDHURI (OLD NAME) S/O LATE AMOD CHANDRA CHOWDHURY, RESIDING AT, 15/1/2 , GOPAL LAL CHOWDHURY LANE,P.O & P.S - SHIBPUR, HOWRAH PIN - 711103 , W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS ATANU CHOWDHURY (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 23/10/2025 , ATANU CHOWDHURY (NEW NAME) AND ATANU CHOUDHURI (OLD NAME) BOTH ARE SAME INDENTICL PERSON,

Name Change
I, Nikhil Niranjan Das (Old Name) S/O–Niranjan Das resident of Vill-Natna , Po- Natna Pattabuka, Ps-Karimpur, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741122 do hereby declared that I have changed my name from Nikhil Niranjan Das to Nikhil Das and henceforth I shall be known as Nikhil Das (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Nikhil Das & Nikhil Niranjan Das both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Sarmul Sk (Old Name) S/O–Kibria Sk resident of Vill- Gopalnagar , Po- Natungram , Ps- Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742137 do hereby declared that I have changed my name from Md Sarmul Sk to Sarmul Sk and henceforth I shall be known as Sarmul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Sarmul Sk & Md Sarmul Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Lutful Haque (Old Name) S/O–Rejaul Haque resident of Vill-Puratan Soluadanga , Po-Bejpara , Ps-Berhampore , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Lutful Haque to Lutful Hoque and henceforth I shall be known as Lutful Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Lutful Hoque & Lutful Haque both are same and one identical person.

Name Change
I, Rojina Bibi (Old Name) W/O–Sk Ashraful Alias Asraful Sekh) resident of Vill- Bamuntola , Po- Sahabazpur , Ps- Kaliachak , Dist-Malda , West Bengal, Pin-732201 do hereby declared that I have changed my name from Rojina Bibi to Mayda Bibi and henceforth I shall be known as Mayda Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Mayda Bibi & Rojina Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, MD FAROOQUE MIDDYA (Old Name) S/O MD OMAR ALI MIDDYA Residing at Purbapara Khalatpur, P.O.-Dihibhursut, P.S.-Udaynarayanpur, District - Howrah, Pin - 712408 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD OMAR FAROOQUE MIDDYA (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. MD FAROOQUE MIDDYA (Old Name) and MD OMAR FAROOQUE MIDDYA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, MOHAMMED NADEEM (Old Name) S/O MD KALIMUDDIN Residing at 3/H/9, Anjuman Road, P.O.-Entally, P.S.-Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MD NADEEM (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. MOHAMMED NADEEM (Old Name) and MD NADEEM (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, JAN ALI MONDAL (Old Name) S/O MATALEB MONDAL Residing at Vill-Sonatala, P.O.-Rupdaha, P.S.-Dhubulia, District - Nadia, Pin - 741140 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as JAHAN ALI MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 22-10-2025. JAN ALI MONDAL (Old Name) and JAHAN ALI MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, BISWAJIT KUMAR PRAMANIK (old name) S/O - GOPAL CHANDRA PRAMANIK residing at VILL- GHOSHPARA PO-MANGALBARI PS- MALDA DIST- MALDA PIN-732142. West Bengal, do hereby declare that I ,have changed My name from (old name) BISWAJIT KUMAR PRAMANIK to BISWAJIT PRAMANIK (new name) and henceforth I ,shall be known as (new name) BISWAJIT PRAMANIK in all purpose ,vide an affidavit sworn before the NOTARY PUBLIC AT DOMKAL court dated on23/10/2025. (new name) BISWAJIT PRAMANIK & BISWAJIT KUMAR PRAMANIK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I,MD MASIM SEIKH & MD MASIM SK (old name) S/O -FAIMUDDIN SK residing at VILL- NUTANDURGAPUR PO-DURGAPUR PS- DURGAPUR DIST- MURSHIDABAD PIN-742304. West Bengal, do hereby declare that I ,have changed My name from (old name) MD MASIM SEIKH&MD MASIM SK to MASIM SK (new name) and henceforth I ,shall be known as (new name)MASIM SK in all purpose ,vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 23/10/2025.(newname) MASIM SK & MD MASIM SEIKH&MD MASIM SK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, PARAMITA SEN DEY (old name) W/O - INDRAJIT SEN residing at 12 GOURANGATALA LANE PO- KHAGRA PS-BERHAMPORE DIST-MURSHIDABAD PIN-742103. West Bengal, do hereby declare that I ,have changed My name from (old name) PARAMITA SEN DEY to PARAMITA DEY(new name) and henceforth I ,shall be known as (new name) PARAMITA DEY in all purpose ,vide an affidavit sworn before the NOTARY PUBLIC AT DOMKAL court dated on 23/10/2025. (new name) PARAMITA DEY & PARAMITA SEN DEY (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, Gautam Shikdar (Old Name) W/O– Gayeswar Sikdar resident of Battali , Khutadaha , Bamangola , Malda , West Bengal, Pin-732138 do hereby declared that I have changed my name from Gautam Shikdar to Goutam Sikdar and henceforth I shall be known as Goutam Sikdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Goutam Sikdar & Gautam Shikdar both are same and one identical person.

Name Change
I, Kalyani Shikdar (Old Name) S/O– Mukundalal Sikdar resident of Battali , Khutadaha , Bamangola , Malda , West Bengal, Pin-732138 do hereby declared that I have changed my name from Kalyani Shikdar to Kalyani Sikdar and henceforth I shall be known as Kalyani Sikdar (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/10/2025. My name Kalyani Sikdar & Kalyani Shikdar both are same and one identical person.

Name Change
I, BIBEK RANJAN SINHA & BIBEKRANJAN SINAHA (old name) S/O -MAHABIR SINHA residing at VILL- KHEMPUR PO-KSHEMPUR PS- CHANCHAL DIST-MALDA PIN-732139. West Bengal, do hereby declare that I ,have changed My name from (old name) BIBEK RANJAN SINHA & BIBEKRANJAN SINAHA to VIVEK RANJAN SINHA (new name) and henceforth I ,shall be known as (new name)VIVEK RANJAN SINHA in all purpose ,vide an affidavit sworn before the EXECUTIVE MAGISTRATE CHANCHAL MALDA court dated on 13/10/2025. (new name) VIVEK RANJAN SINHA & BIBEK RANJAN SINHA & BIBEKRANJAN SINAHA (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I,SOMA PRAMANIK (old name) W/O - BISWAJIT PRAMANIK residing at VILL-GHOSHPARA POMANGALBARI PS-MALDA DIST- MALDA PIN-732142. West Bengal, do hereby declare that I ,have changed My name from (old name) SOMA PRAMANIK to SOMA SARKAR PRAMANIK(new name) and henceforth I ,shall be known as (new name) SOMA SARKAR PRAMANIK in all purpose ,vide an affidavit sworn before the FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT MALDA court dated on 25/08/2025.(newname) SOMA SARKAR PRAMANIK & SOMA PRAMANIK (old name) both name are same and one identical person.

Name Change
I, Md Obaidulla Fokir (Old Name) S/o Samsuddin Fakir Residing at Vill - Gokarnee, P.s - Magrahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743355, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Md Obai Dulla Fakir (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-10-2025. Md Obaidulla Fokir (Old Name) and Md Obai Dulla Fakir (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Chandrawati Shaw (Old Name) W/o Late Durga Prasad Shaw Residing at 243/2C/H/16, A.P.C Road, P.o - Beadon Street, P.s - Burtala, District - Kolkata, Pin - 700006, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Chandrabati Shaw (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-10-2025. Chandrawati Shaw (Old Name) and Chandrabati Shaw (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Suman Bhattacharjee (Old Name) S/o Sanjib Bhattacharya Residing at 135/8, Diamond Harbour Road, P.o - Thakurpukur, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin - 700063, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Suman Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-10-2025. Suman Bhattacharjee (Old Name) and Suman Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sanjib Kr Bhattacharya (Old Name) S/o A L Bhattacharya Residing at 135/8, Diamond Harbour Road, P.o - Thakurpukur, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin - 700063, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sanjib Bhattacharya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 23-10-2025. Sanjib Kr Bhattacharjee (Old Name) and Sanjib Bhattacharya (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sara Bano (old name) wife of Late Md. Yakuib, residing at 30, Madan Mohan Burman street, P.S – Jorsankho, Kolkata- 700007, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Saira Bano (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 23/10/2025. Sara Bano (old name) and Saira Bano (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I, RAFIKUN BIBI (Old Name) W/O ABU TAHER Residing at Vill Khamarpara, P.O.-Gouribhoj, P.S.-Matia, Dist. North 24 Parganas, Pin-743445 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAHIDA BIBI (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Basirhat, North 24 Parganas vide affidavit Dated 06-12-2024. RAFIKUN BIBI (Old Name) and SAHIDA BIBI (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I , Jairun Bibi W/O- Jaynal Mandal resident Vill+P.O.- Bohar, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713422, shall henceforth be known as 'JAYRIN MANDAL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 15/09/2025. That Jairun Bibi and Jayrin Mandal both are same and one identical person.

সোনারপুরে শিশু কন্যা খুনের নমুনা সংগ্রহ করলো ফরেন্সিক টিম

নিজস্ব সংবাদদাতা,সোনারপুর, ২৩ অক্টোবর ঃ ৫ বছরের শিশুকন্যা প্রত্যুষা কর্মকারের খুনের ঘটনায় ফরেন্সিক টিম নমুনা সংগ্রহ করল ঘটনাস্থল থেকে। সুভাষগ্রাম কোদালিয়ার যে বাড়িতে ৫ বছরের শিশুটিকে নৃশংস ভাবে খুন করেছিল তার ৮১ বছরের দাদু, বুধবার সেখানেই যায় ফরেন্সিক টিম। তারা বিভিন্ন ঘরের ছবি তোলে এবং নমুনা সংগ্রহ করে। ঘটনার পর থেকে এখনও বাড়িটি সিল করে রেখেছে সোনারপুর থানার পুলিশ।এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত দাদু প্রণব ভট্টাচার্য এখনও চিকিৎসাধীন বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে থাকতে নারাজ ওই বৃদ্ধ। উল্টে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও পুলিশকর্মীদের সে বারে বারে বলছে, তাকে জেলেই পাঠানো হোক। তবে এমন জেদাজেদির কারণ কী, তার উত্তর অবশ্য অভিযুক্তের থেকে পাওয়া যায়নি। ঘুমন্ত অবস্থায় নাতনি প্রত্যুষাকে খুনের পর এখনও কোনও শোক বা অনুতাপের ছাপ নেই দাদুর চোখে মুখে। খুনের ঘটনার চারদিন পরেও সোনারপুরের কোদালিয়ার কদমতলায় শোকের আবহ। সবাই এখন অভিযুক্ত দাদুর শাস্তির অপেক্ষায়। তবে হাসপাতাল থেকে কবে ছুটি পাবে প্রণব তা এখনও ঠিক হয়নি। পুলিশের একটি সূত্র বলছে, নিজেদের হেফাজতে নিয়ে প্রণবকে আরও জেরা করা বাকি রয়েছে। নাতনির সঙ্গে তার সম্পর্ক, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তার কেমন ব্যবহার ছিল তা জানতে চাওয়া হবে ওই বৃদ্ধের কাছ থেকে। পরিবারের বাকিদের থেকে এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যে অবশ্য পুলিশ বেশ কয়েকবার অভিযুক্তকে জেরা করেছে এবং সেই জেরার ভিডিয়োগ্রাফি করেছে।তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে খুনের আসল কারন জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

১ কোটি টাকার ওপরে আর্থিক প্রতারণায় দেশে শীর্ষে কলকাতা, এনসিআরবি রিপোর্টে চাঞ্চল্যকর তথ্য

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর ঃ দেশজুড়ে আর্থিক প্রতারণা এবং সাইবার জালিয়াতি ক্রমশ ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে। তবে এই আর্থিক প্রতারণার মানচিত্রে কলকাতার অবস্থান সবচেয়ে উদ্বেগজনক। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো -এর সদ্য প্রকাশিত ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া রিপোর্ট ২০২৩-এ উঠে এসেছে চমকে দেওয়া পরিসংখ্যান। জানা গিয়েছে, ১ কোটি টাকা বা তারও বেশি পরিমাণ আর্থিক প্রতারণার ঘটনায় দেশের সব শহরের মধ্যে কলকাতা শীর্ষে রয়েছে। করোনার ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর শহরে এমন জালিয়াতির সংখ্যা রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে প্রশাসনের অন্দদরে।রিপোর্ট অনুযায়ী, কলকাতা পুলিশ ২০২৩ সালে মোট ৫৬৪টি বড় আর্থিক প্রতারণার মামলা নথিভুক্ত করেছে, যার মধ্যে ৩৯১টি ঘটনায় ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১ থেকে ১০ কোটি টাকার মধ্যে। আরও চমকপ্রদ বিষয়, বাকি ১৭৩টি মামলায় ক্ষতির অঙ্ক ছুঁয়েছে ১০ কোটির গণ্ডি। তবে স্বস্তির বিষয়, এখনও পর্যন্ত ৫০ কোটি টাকার বেশি কোনও মামলা শহরে নথিভুক্ত হয়নি। যদিও তুলনামূলকভাবে রাজধানী দিল্লিতে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর। সেখানে ৫০ কোটি টাকার বেশি টাকার প্রতারণার ১৯টি মামলা এবং ১০০ কোটির বেশি টাকার প্রতারণার ১১টি মামলা রুজু হয়েছে। তবে সংখ্যার বিচারে দেখা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে কলকাতায় মোট আর্থিক প্রতারণার সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০২২ সালে যেখানে মোট ২,০১৩টি আর্থিক প্রতারণার মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল, ২০২৩ সালে সেই সংখ্যা নেমে এসেছে ১,৫৪৪-এ। কিন্তু এখানেই মূল উদ্বেগের বিষয়-সংখ্যা কমলেও প্রতারণার অঙ্ক বেড়েছে বহুগুণে। অর্থা কম লোক প্রতারিত হলেও ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। এর মধ্যে বেশিরভাগ ঘটনাই সাইবার প্রতারণা বা ডিজিটাল আর্থিক জালিয়াতি সংক্রান্ত। অন্যদিকে, দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় মামলার পরিসংখ্যানের বিচারে কলকাতা পঞ্চম স্থানে রয়েছে। এনসিআরবি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দিল্লিতে ৪,৫৮০টি, মুম্বইতে ৬,৭৪৬টি, বেঙ্গালুরুতে ৩,৮৫৮টি, জয়পুরে ৫,৩০৪টি এবং লখনৌতে ২,৪৬৬টি আর্থিক প্রতারণার মামলা রুজু হয়েছে। কিন্তু যেখানে এই শহরগুলিতে অধিকাংশ জালিয়াতির অঙ্ক তুলনামূলকভাবে ছোট, সেখানে কলকাতায় একক প্রতারণার অঙ্ক বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা শহরের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে গভীর উদ্বেগের বিষয়। লালবাজার সূত্রে জানা গিয়েছে, আর্থিক প্রতারণার তদন্তে সাহায্য করতে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন একজন চার্টার্ড অ্যাকাউঃ ট্যাঃট, যিনি প্রতিটি মামলার আর্থিক লেনদেন বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীদের সহযোগিতা করছেন। তিনি জানিয়েছেন, মোট মামলার সংখ্যা কমলেও ১ কোটি টাকার বেশি মূল্যের প্রতারণার মামলা বে।ছে উল্লেখযোগ্যভাবে। এটা থেকেই বোঝা যায়, অপরাধীরা এখন অনেক বেশি পরিকল্পিতভাবে এবং আর্থিক বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে জালিয়াতি চালাচ্ছে। ২০২৩ সালে কলকাতায় নথিভুক্ত ১,৫৪৪টি আর্থিক প্রতারণার মামলার মধ্যে ১,৩৪৭টি ছিল জালিয়াতি ও প্রতারণা সংক্রান্ত, ১৮৭টি ছিল বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে এবং মাত্র ৮টি ছিল জাল নোটের মামলা। অর্থাৎ, শহরে আর্থিক অপরাধের সিংহভাগই সরাসরি প্রতারণা, অনলাইন জালিয়াতি বা কর্পোরেট প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৩ সালের শেষে কলকাতায় তদন্তাধীন মোট ৫,০৯৫টি পুরোনো আর্থিক প্রতারণার মামলার তদন্ত এখনও চলছে। এর মধ্যে ১,০৬৪টি মামলায় ইতিমধ্যেই চার্জশিট দাখিল হয়েছে। শুধু গত বছরের নথিভুক্ত মামলার সংখ্যা ছিল ৩৫৩টি, যেগুলির তদন্ত বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। লালবাজারের এক শীর্ষ পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, জালিয়াতি এবং প্রতারণা রোধে পুলিশের হাতে থাকা ইউনিটগুলির ওপর বিপুল চাপ রয়েছে। প্রতিদিন নতুন নতুন কৌশলে অপরাধীরা প্রতারণা চালাচ্ছে। তাই এখন সময় এসেছে আলাদা একটি স্পেশাল ইউনিট গঠনের, যারা শুধুমাত্র আর্থিক জালিয়াতি এবং সাইবার প্রতারণার মতো অপরাধের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, কলকাতায় আর্থিক প্রতারণা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, ব্যাঙ্কিং সুরক্ষার ফাঁকফোকর এবং নাগরিকদের সচেতনতার অভাব। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতারকরা নিজেদের পরিচয় সরকারি কর্মকর্তা, ব্যাঙ্ক প্রতিনিধি বা বিনিয়োগ পরামর্শদাতা হিসেবে তুলে ধরে মানুষকে ফাঁদে ফেলছে। সাইবার অপরাধীরা ফোন, ই-মেল, বা ফেক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আর্থিক তথ্য হাতিয়ে নিয়ে কোটি টাকার প্রতারণা চালাচ্ছে। অর্থনীতিবিদদের মতে, এই প্রবণতা রোধে কেবল আইন প্রয়োগ নয়, সাধারণ মানুষের আর্থিক সচেতনতা বৃদ্ধিই এখন জরুরি। কারণ আর্থিক প্রতারণা এখন আর কেবল বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়-বরং সাধারণ নাগরিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল ওয়ালেট বা অনলাইন বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মেও তার ছায়া পড়ছে। ফলে এনসিআরবির এই রিপোর্ট শুধুমাত্র পরিসংখ্যান নয়, বরং এটি কলকাতার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এক ভয়ঙ্কর সতর্কবার্তা হিসেবে উঠে এসেছে। যেখানে মামলার সংখ্যা কমলেও প্রতারণার অঙ্কের উচ্চতা দেখিয়ে দিচ্ছে, অপরাধের ধরন বদলে যাচ্ছে, কৌশল হচ্ছে আরও সুসংগঠিত। এখন প্রশাসনের সামনে সবচেয়ে ব। চ্যালেঞ্জ-এই পরিণত, প্রযুক্তিনির্ভর প্রতারণাকে কীভাবে রোখা যায়। কারণ, প্রতিটি মামলার পেছনে লুকিয়ে আছে সাধারণ মানুষের পরিশ্রমের সঞ্চয়, যা এক ক্লিকে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

বোনেদের সম্মান রক্ষায় শপথ ফিরহাদ হাকিমের

কলকাতা, ২৩ অক্টোবরঃ রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনায় যখন বারবার তোলপা। রাজনীতি, তখন এক মানবিক বার্তা দিলেন কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ভাইফোঁটার শুভক্ষণে বোনেদের হাত থেকে ফোঁটা নিয়ে তিনি শুধু ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের মর্মকথাই স্মরণ করালেন না, একইসঙ্গে সমাজে নারীর সম্মান রক্ষার দায়ও নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। আমন্ত্রণে চেতলা অগ্রণীর বার্ষিক ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে মেয়র স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, আমাদের শপথ নিতে হবে—বোনেদের সম্মান রক্ষায় প্রাণ গেলেও লাব। তাঁর এই বার্তা যেন গোটা রাজ্যের পুরুষ সমাজের প্রতি এক নৈতিক আহ্বান। প্রতি বছর চেতলা অগ্রণীতে অনুষ্ঠিত হয় এই ভাইফোঁটার আয়োজন, যেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মহিলারা উপস্থিত হয়ে মেয়রকে ফোঁটা দেন। এই অনুষ্ঠানই বহু বছর ধরে চেতলার এক সামাজিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এবারের অনুষ্ঠানেও ছিল সেই আবেগ, সেই মিলনের উষ্ণতা। ফুল, চঃদন আর প্রদীপের আলোয় যখন ভরে উঠেছিল চেতলার পা।।, তখনই ফিরহাদ হাকিমের কণ্ঠে ভেসে উঠল সমাজের দায়িত্বের অঙ্গীকার। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, ধর্মের উপরে বোনের সম্পর্ক। ভাইবোনের বন্ধন কোনও ধর্ম মানে না। এটাই আমাদের বাংলার সংস্কৃতি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা- যেখানে মানবতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই সর্বোচ্চ মূল্যবোধ।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স-এ ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/২৫-২০২৫/কে/৮১১, তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ২৫-২০২৫, কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেডিয়াম কমপ্লেক্স-এ ক্রীড়া সুবিধার উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৮৫,৭৮,৬৩০.৩৪ টাকা; বায়নার অর্থ ২,৪২,৯০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১০-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ভাতৃদ্বিতীয়ায় খগেন মুর্মুকে ফোঁটা দিলেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দুষ্কৃতী হামলায় গুরুতর আহত বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে ভাতৃদ্বিতীয়ার দিন ফোঁটা দিলেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির হাসপাতালে বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুকে দেখতে যান ও তাঁকে ফোঁটা দেন। খগেনের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন শ্রীরূপা।বন্যা বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ত্রাণ বিলির সময় গত ৬ অক্টোবর আক্রান্ত হন খগেন মুর্মু। দুষ্কৃতী হামলায় গুরুতর আঘাত পান তিনি। রক্তাক্ত হন খগেন, ওই দিন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষও আক্রান্ত হন। বুধবারই খগেনকে দেখতে শিলিগুড়ির হাসপাতালে যান কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। ইতিমধ্যেই হাসপাতালে গিয়ে খগেনের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

কোলাঘাটে হোসিয়ারি কারখানায় আগুন, লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

কাঁথি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার কুমারহাটে একটি হোসিয়ারি কারখানায় ভয়াবহ আগুন। বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা নাগাদ কারখানাটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে কোলাঘাট থানার পুলিশ ও দমকলের দু'টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে স্থানীয় কয়েকজনের বক্তব্য, ভোরের দিকে সেখানে বাজি ফাটানো হচ্ছিল। যা থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পূর্ব মেদিনীপুর জেলা উপদেষ্টা নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, অল্প সময়ের মধ্যে পুরো কারখানাটিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ কারখানাটি আগুনে পুড়ে যায়। এতে কয়েক লক্ষ টাকার হোসিয়ারি সরঞ্জাম এবং যন্ত্র নষ্ট হয়েছে। ভাইফোঁটার কারণে কারখানায় ছুটি থাকায় ভেতরে কোনও শ্রমিক ছিলেন না।

টানা তিন বার ব্লকের যুব সংগঠনের দায়িত্বে আসলাম

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদ,২৩ অক্টোবর ঃ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের রদবদলে একাধিক জায়গায় নতুন মুখ দায়িত্বে এসেছে। পরিবর্তনের মধ্যেও হাসনাবাদ ২ নং ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের যুব সভাপতি পদে আসীন আছেন আসলাম গাজী। এই নিয়ে পরপর তিনবার হাসনাবাদে তৃণমূলের যুব সংগঠনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করলো তৃণমূল।পুনরায় মনোনীত হওয়ার পর থেকেই হাসনাবাদ দু'নাম্বার ব্লকের

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মদ্যপ যুবকদের তাণ্ডব! খবর করতে গিয়ে পুলিশের চড় সাংবাদিককে

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার,২৩ অক্টোবর ঃ কালীপুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলাকালীন মদ্যপ অবস্থায় যুবকদের তাণ্ডব। প্রথমে বচসা, এরপর তা মারপিঠে জড়িয়ে পড়ে। সেই ঘটনার খবর করতে গিয়েছিলেন এক সাংবাদিক, পরিবারের সামনেই সেই সাংবাদিককে চড় মারার অভিযোগ মহিলা পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জংশনে এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজোয়। ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছে জেলা সাংবাদিকমহল। যদিও ঘটনাটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন জেলা পুলিশ আধিকারিকরা। কেন এই ঘটনা ঘটল তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর।

আলিপুরদুয়ার জংশনের এনএফ রেলওয়ে বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের কালীপুজো জেলার অন্যতম পুজোগুলির মধ্যে একটি। সেখানেই বুধবার সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন বেশ কয়েকজন যুবক মদ্যপ অবস্থায় গণ্ডগোল করে। এবং নিজেদের মধ্যেই মারপিঠে জড়িয়ে পড়ে। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিশাল

পুলিশবাহিনী। ঘটনা দেখেই তা ক্যামেরাবন্দি করার চেষ্টা করেন কর্তব্যরত এক সাংবাদিক। অভিযোগ, সেই সময় এক সাংবাদিককে কলার ধরে টেনে এনে চড় মারেন এক মহিলা পুলিশ কর্মী। একেবারে স্ত্রী ও কন্যার সামনেই ওই সাংবাদিককে ওই মহিলা পুলিশকর্মী কলার ধরে টেনে ভীড় থেকে বের করে চড় মারেন বলে অভিযোগ। আক্রান্ত ওই সাংবাদিক অরিন্দম সেন বলেন, ঘটনার ছবি করছিলাম। হঠাৎ করে এক মহিলা পুলিশকর্মী এসে মোবাইলটি কেড়ে নেন। তাঁকে সাংবাদিক পরিচয় দিলেও কোনও কাজ হয়নি। উলটে পরিবারের সামনে চড় মারে। শুধু তাই নয়, ওই সাংবাদিকের স্ত্রীকে জেলে ভরে দেওয়ার হুমকি পুলিশ দেয় বলে অভিযোগ। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ওই সাংবাদিকের স্ত্রী।

হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর হুগলি, ২৩ হুগলীর শ্রীরামপুর ওয়ালাস হাসপাতাল থেকে এক সদ্যোজাত শিশু চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে কোননগরের এক মহিলা কয়েকদিন আগে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়, আজকে তার ছুটি হয় শিশুটিকে নিয়ে তার মা বসেছিল তার আত্মীয়রা গাড়ি ডাকতে বাইরে বেরোয়। সেই মুহূর্তে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা শিশুটির মায়ের সঙ্গে ভাব জমায়, শিশুটির মায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ওই অপরিচিত মহিলা শিশুকে নিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ খবর পেয়ে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সমস্ত পুলিশ আউট পোস্ট গুলিকে জানিয়ে দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীরামপুরের নওগার মোড়ে নাকা চেকিংয়ের সময় ট্রাফিক পুলিশ একটি অটো থেকে ওই অপরিচিত মহিলা এবং তার কোলে থাকা সদ্যোজাতককে উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে .

পূর্ব রেলওয়ে

২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের ই-অকশন কর্মসূচির বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ঃ ২২.১০.২০২৫

চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ১৭, এন.এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নোক্ত বিবরণ অনুযায়ী ই-অকশন আহ্বান করছেন ঃ

ক্র.	ডিপো/ডিভিসন	অধিক্ষেত্র	তারিখ
১	বিইএসওয়াই ডিপো	বিইএসওয়াই ডিপো, লিলুয়া ওয়ার্কশপ, হাওড়া ও আসানসোল ডিভিসন	০৪.১১.২০২৫, ১২.১১.২০২৫, ১৯.১১.২০২৫, ২৬.১১.২০২৫
২	হালিসহর ডিপো	হালিসহর ডিপো, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ ও শিয়ালদহ ডিভিসন	০৬.১১.২০২৫, ১৪.১১.২০২৫, ২১.১১.২০২৫, ২৮.১১.২০২৫
৩	জামালপুর ডিপো	জামালপুর ডিপো, জামালপুর ওয়ার্কশপ ও মালদা ডিভিসন	০৭.১১.২০২৫, ১৩.১১.২০২৫, ২০.১১.২০২৫, ২৭.১১.২০২৫
৪	হাওড়া ডিভিসন	হাওড়া ডিভিসন	০৭.১১.২০২৫, ১৪.১১.২০২৫, ২০.১১.২০২৫, ২৬.১১.২০২৫,
৫	আসানসোল ডিভিসন	আসানসোল ডিভিসন	০৪.১১.২০২৫, ১১.১১.২০২৫, ১৭.১১.২০২৫, ২৪.১১.২০২৫,
৬	শিয়ালদহ ডিভিসন	শিয়ালদহ ডিভিসন	০৬.১১.২০২৫, ১২.১১.২০২৫, ১৮.১১.২০২৫, ২৭.১১.২০২৫,
৭	মালদা ডিভিসন	মালদা ডিভিসন	৩০.১০.২০২৫, ০৭.১১.২০২৫, ১৩.১১.২০২৫, ১৯.১১.২০২৫, ২৫.১১.২০২৫

দ্রষ্টব্য ঃ ই-অকশন অনুসূচি, অন্যান্য বিবরণ এবং নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট https://www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। (STORES-44/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

Office of the
ANTILA GRAM PANCHAYAT
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah

Notice Inviting e-Tender No.:
(1) AGP/eNIT/09/APAS/25-26.

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 12(Twelve) different works. Bid submission start dt.: 24/10/2025 at 10:00 Hrs. Bid submission closing dt.: 14/11/2025 at 10:00 Hrs. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

গঙ্গার পাড়ে লুটোপুটির অভিযোগ ভোটার তালিকার, হুগলির চুঁচুড়া রূপনগরে

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া,২৩ অক্টোবর ঃ গঙ্গার পাড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ভোটার তালিকা। জানা গিয়েছে, অর্থাৎ বুধবার হুগলির চুঁচুড়া রূপনগর মাঠে গঙ্গার পাড়ে নির্জন জায়গায় গুচ্ছ ভোটার তালিকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাজ্যজুড়ে এসআইআর-এর আবহ চলছে। তার মধ্যে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গঙ্গার পাড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ভোটার তালিকা। জানা গিয়েছে, অর্থাৎ বুধবার হুগলির চুঁচুড়া রূপনগর মাঠে গঙ্গার পাড়ে নির্জন জায়গায় গুচ্ছ ভোটার তালিকা পড়ে থাকতে দেখা যায়। আর তারপর থেকেই ছড়ায় তুমুল চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, হুগলির জেলা শাসক দফতর থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ভোটার কার্ডগুলি পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। তবে এই জায়গায় কে বা কারা ভোটার তালিকা ফেলে দিয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। বস্তুত, সামনের বছর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যেই কমিশন

এসআইআর করতে পারে বাংলায় তেমন আবহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা চলছে এই বিষয়ে। শাসক তৃণমূলের দাবি, বৈধ্য ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত কোনও ভাবেই মানা হবে না। আবার বিজেপির দাবি, এসআইআর-এ ভুয়ো মৃত অবৈধ ভোটারদের নাম বাদ পড়বে তাতেই আশঙ্কিত হয়ে পরেছে শাসক তৃণমূল। এসআইআর ম্যাপিং শুরু হয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে শেষ প্রকাশিত ভোটার তালিকা মিলিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। কাজ শুরু করেছেন বিএলওরা। বিজেপি নেতা স্বপন পাল বলেন, ভোটার তালিকা কোনও সালের দেখা প্রয়োজন। এসআইআর আবহে কেন ভোটার তালিকা ফেলে দেওয়া হল সেটা প্রশাসক দেখুক। একই দাবি রূপনগর মাঠে ঘুরতে আসা মানুষদের। তাঁরাও প্রশ্ন তুলছেন, কে বা কারা এতগুলো ভোটার কার্ড গঙ্গার ধারে ফেলে রেখেছে? গোটা বিষয়টি পুলিশ খতিয়ে দেখুক।

চুঁচুড়ার আরোগ্যে বৃদ্ধদের ভাইফোঁটা দিলেন মহকুমা শাসক

চুঁচুড়া, ২৩ অক্টোবর ঃ ভাইফোঁটার সকালটা যেন একটু আলাদা হয়ে উঠল চুঁচুড়ার কারবালা মোরের ' বৃদ্ধাশ্রমে। এখানে বসবাস করেন চল্লিশজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা- যাঁদের অনেকেরই আর কোনও আত্মীয় নেই, যাঁদের কেউ হয়ত আছে, কিন্তু খোঁজখবর নেওয়ার মানুষ নেই। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এই আরোগ্যই তাঁদের আপন আশ্রয়। আজ সেই আশ্রয়স্থলে এক মানবিক দৃশ্যের সাক্ষী রইল সবাই। মহকুমা শাসক স্মিতা সান্যাল শুক্লা নিজ হাতে ভাইফোঁটা দিলেন বৃদ্ধ আবাসিকদের। সেই মুহূর্তে যেন আশ্রমের চারদিক ভরে উঠল ভালোবাসা আর আবেগে। ভাইফোঁটা মানেই বোনের হাতের ফোঁটা, ভাইয়ের কপালে ভালোবাসার চিহ্ন। কিন্তু যাঁদের জীবনে বোন নেই, বা ভাইয়ের আর খবর নেই, তাঁদের জন্য এই দিনটা অনেক সময়ই কষ্টের। সেই অভাবটা পূরণ করলেন চুঁচুড়ার সদরের মহকুমা শাসক। এক এক করে তিনি ফোঁটা দিলেন বৃদ্ধদের কপালে, হাতে রাখলেন মিষ্টি আর উপহার। বৃদ্ধরা কেউ হাসলেন, কেউ কাঁদলেন- দীর্ঘদিন পর এমন স্নেহের স্পর্শে চোখে জল এসে গেল অনেকেরই। এক বৃদ্ধ আবাসিকের কাঁপা গলায় শোনা গেল, বছরের পর বছর পর আজ আবার কেউ ভাইফোঁটা দিল। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা স্মিতা দেবীও চোখের জল লুকোতে পারলেন না।আরোগ্যের কর্ণধার ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, এখানে যারা থাকেন, তাঁদের অনেকেই জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে একা হয়ে গিয়েছেন। আমাদের উদ্দেশ্য তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যে তাঁরা একা নন। সমাজ তাঁদের পাশে আছে। তাই আমরা চেষ্টা করি প্রতিটি উৎসব, প্রতিটি দিন তাঁদের জন্য একটু আলাদা করে তুলতে।

মদ্যপ অবস্থায় এক যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় গ্রেফতার দুই ভাই মহেশতলা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,মহেশতলা,২৩ অক্টোবর ঃ মদ্যপ অবস্থায় বচসায় এক যুবককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার ২ ভাই মহেশতলায়। মদ্যপ অবস্থায় রাস্তায় কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে বচসা।আর সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে।আর এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলায়। মৃত যুবকের নাম বরুণ মণ্ডল। খুনের অভিযোগে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে মহেশতলার গোপালপুর মালিপাড়ায় ওই ঘটনা ঘটেছে। ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওই এলাকায় কালীপুজো হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ওই পুজো মণ্ডপের সামনেই ছিলেন চিরঞ্জিত মিত্র, শুভঙ্কর মিত্র, বরুণ মণ্ডল। চিরঞ্জিত ও শুভঙ্কর সম্পর্কে দুই ভাই। বরুণ তাঁদের বন্ধু। রাত ১১টা নাগাদ বছর ৪০-এর বরুণের সঙ্গে দুই ভাইয়ের কোনও একটা বিষয় নিয়ে বচসা বাঁধে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, দুই ভাই বরুণকে কার্যত রাস্তায় ফেলে মারধর করেন। বরুণের বুকে একাধিক লাথি মারা হয়। শুধু তাই নয়, বরুণকে লাঠি, ঘুসি মারা হয়।স্থানীয়রা জখম ওই যুবককে উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু চিকিসকরা জানিয়ে দেয় অনেক আগেই মারা গিয়েছেন যুবক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মহেশতলা থানার পুলিশ। দুই ভাইকে প্রথমে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। বচসার জেরে ধাক্কাধাক্কি হয়। সে সময় রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন ওই যুবক। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে **শিয়ালদহ ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটেড টেলার মেশিন (এটিএম)**-এর চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। ই-অকশন ক্যাটালগের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এটিএম-এসডিএএইচ-১২-২৫। ক্রমিক নং; এসইকিউ. নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ** এবং **লট শেষের তারিখ ও সময়** নিম্নরূপ ঃ **১;** এএ/১; **এটিএম-এসডিএএইচ-সিডিপি-জিইএন-৪১-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); চাঁদপাড়া রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিট। **২;** এএ/২; **এটিএম-এসডিএএইচ-ইউটিএন-জিইএন-১০৬-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.৪০ মিনিট। **৩;** এএ/৩; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিটিওয়াই-জিইএন-৭৩-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.৫০ মিনিট। **৪;** এএ/৪; **এটিএম-এসডিএএইচ-এইচআরএসআর-জিইএন-৮৩-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১.০০ টা। **৫;** এএ/৫; **এটিএম-এসডিএএইচ-কেএনজেআই-জিইএন-৮৬-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১.১০ মিনিট। **৬;** এএ/৬; **এটিএম-এসডিএএইচ-পিএনসিবি-জিইএন-৯৭-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১.২০ মিনিট। **৭;** এএ/৭; **এটিএম-এসডিএএইচ-পিএলওয়াই-জিইএন-৯৮-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৩০ মিনিট। **৮;** এএ/৮; **এটিএম-এসডিএএইচ-এসএমএক্স-জিইএন-৩০-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); সিমুরালি রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৪০ মিনিট। **৯;** এএ/৯; **এটিএম-এসডিএএইচ-এমজেটি-জিইএন-৩১-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); মাঝের হাট রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১.৫০ মিনিট। **১০;** এএ/১০; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিএইচকেএ-জিইএন-৬৬-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ২.০০ টা। **১১;** এএ/১১; **এটিএম-এসডিএএইচ-ডিইবি-জিইএন-৭৯-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ২.১০ মিনিট। **১২;** এএ/১২; **এটিএম-এসডিএএইচ-জেকেএল-জিইএন-৮৫-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ২.২০ মিনিট। **১৩;** এএ/১৩; **এটিএম-এসডিএএইচ-পিসিএক্স-জিইএন-৯৯-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ২.৩০ মিনিট। **১৪;** এএ/১৪; **এটিএম-এসডিএএইচ-জিইডিই-জিইএন-৫২-২৩-১** (এটিএম - জেনারেল); গেদে রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ২.৪০ মিনিট। **১৫;** এএ/১৫; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিএইচজিএইচ-জিইএন- ৬৭-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ২.৫০ মিনিট। **১৬;** এএ/১৬; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিটিকেবি-জিইএন-৬৯-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.০০টা। **১৭;** এএ/১৭; **এটিএম-এসডিএএইচ-কেএলডব্লু-জিইএন-৮৭-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.১০ মিনিট। **১৮;** এএ/১৮; **এটিএম-এসডিএএইচ-এলজিএল-জিইএন-৮৯-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.২০ মিনিট। **১৯;** এএ/১৯; **এটিএম-এসডিএএইচ-এমজিএম-জিইএন-৯১-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.৩০ মিনিট। **২০;** এএ/২০; **এটিএম-এসডিএএইচ-এনসিপিএম-জিইএন-৯৫-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.৪০ মিনিট। **২১;** এএ/২১; **এটিএম-এসডিএএইচ-টিএনএক্স-জিইএন-১০৪-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.৫০ মিনিট। **২২;** এএ/২২; **এটিএম-এসডিএএইচ-এইচআরও-জিইএন-৪৪-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); হাড়োয়া রোড রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.০০টা। **২৩;** এএ/২৩; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিপিসি-জিইএন-৭৪-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.১০ মিনিট। **২৪;** এএ/২৪; **এটিএম-এসডিএএইচ-ডিটিজি-জিইএন-৮১-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.২০ মিনিট। **২৫;** এএ/২৫; **এটিএম-এসডিএএইচ-এসজিভি-জিইএন-১০৩-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.৩০ মিনিট। **২৬;** এএ/২৬; **এটিএম-এসডিএএইচ-ইউআরপি-জিইএন-১০৭-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.৪০ মিনিট। **২৭;** এএ/২৭; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিএনকেএ-জিইএন-৬৮-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪.৫০ মিনিট। **২৮;** এএ/২৮; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিটিপিজি-জিইএন- ৭৫-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫.০০ টা। **২৯;** এএ/২৯; **এটিএম-এসডিএএইচ-জিকিউডি-জিইএন-৮২-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫.১০ মিনিট। **৩০;** এএ/৩০; **এটিএম-এসডিএএইচ-জেজেজি-জিইএন-৮৪-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫.২০ মিনিট। **৩১;** এএ/৩১; **এটিএম-এসডিএএইচ-এনবিআরএন-জিইএন-৯৩-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিট। **৩২;** এএ/৩২; **এটিএম-এসডিএএইচ-এনসিপি-জিইএন-৯৪-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫.৪০ মিনিট। **৩৩;** এএ/৩৩; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিইবি-জিইএন-৭০-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৫.৫০ মিনিট। **৩৪;** এএ/৩৪; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিএফটি-জিইএন-৭১-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৭.১০.২০২৫ তারিখ বিকাল ৬.০০ টা। **৩৫;** এএ/৩৫; **এটিএম-এসডিএএইচ-সিপিএইচটি-জিইএন-৭৮-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। **৩৬;** এএ/৩৬; **এটিএম-এসডিএএইচ-ডিএইচইউ-জিইএন-৮০-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১০.৪০ মিনিট। **৩৭;** এএ/৩৭; **এটিএম-এসডিএএইচ-কেআরপি-জিইএন-৮৮-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১০.৫০ মিনিট। **৩৮;** এএ/৩৮; **এটিএম-এসডিএএইচ-এমওয়াইএইচটি-জিইএন-৯০-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০টা। **৩৯;** এএ/৩৯; **এটিএম-এসডিএএইচ-এমবিবি-জিইএন-৯২-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.১০ মিনিট। **৪০;** এএ/৪০; **এটিএম-এসডিএএইচ-আরইজে- জিইএন-৯৬-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.২০ মিনিট। **৪১;** এএ/৪১; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিএআরএন-জিইএন-৪৫-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); বরানগর রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। **৪২;** এএ/৪২; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিএইচপিএ-জিইএন-৬৪-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪০ মিনিট। **৪৩;** এএ/৪৩; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিকিউজি-জিইএন-৭২-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৫০ মিনিট। **৪৪;** এএ/৪৪; **এটিএম-এসডিএএইচ-সিএসজেড-জিইএন-৭৭-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.০০ টা। **৪৫;** এএ/৪৫; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিপিডি-জিইএন-৫৮-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.১০ মিনিট। **৪৬;** এএ/৪৬; **এটিএম-এসডিএএইচ-বিএইচএনএ-জিইএন-৭৬-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.২০ মিনিট। **৪৭;** এএ/৪৭; **এটিএম-এসডিএএইচ-এসভিএইচ-জিইএন-১০১-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.৩০ মিনিট। **৪৮;** এএ/৪৮; **এটিএম-এসডিএএইচ-ইউকেএলআর-জিইএন-১০৫-২৪-১** (এটিএম - জেনারেল); শিয়ালদহ ডিভিসনে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিং ইউনিট (ডিবিইউ) ও এটিএম স্থাপন এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.৪০ মিনিট। **৪৯;** এএ/৪৯; **এটিএম-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-জিইএন-৩৮-২২-১** (এটিএম - জেনারেল); রেলওয়ে স্টেশনের নিকটস্থ শিয়ালদহ স্টাফ কলোনিতে এটিএম স্থাপন ও পরিচালনা এবং ২৮.১০.২০২৫ তারিখ বেলা ১২.৫০ মিনিট। **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্স ফি (সকলের জন্য)। **ট্রিপ/দিনঃ** ১৮২৬ (সকলের জন্য)। **লট শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.১০.২০২৫ বেলা ১২টা (সকলের জন্য)। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) ঃ** ০.২ (সকলের জন্য)। **লটের স্থিতিঃ** ড্রাফ্‌ট ক্যাটালগে নতুন (সকলের জন্য)। (SDAH-235/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শিল্ড মোহনবাগান তাঁবুতে, ভাইফোঁটায় উৎসবে মাতলেন সমর্থকরা

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ অক্টোবর ঃ শিল্ড এল মোহনবাগান তাঁবুতে। ভাইফোঁটায় যা নিয়ে উৎসবে মাতলেন সমর্থকরা। বুধবার সবুজ-মেরুন ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল ক্লাব তাঁবুতে আইএফএ শিল্ড আসার কথা। বৃহস্পতিবার বিকেলে মোহনবাগান ক্লাব লনে প্রদর্শিত হয় এই ঐতিহ্যশালী ট্রফি। শনিবার (১৮ অক্টোবর) ১২৫তম আইএফএ শিল্ড জিতেছে মোহনবাগান। টাইব্রেকারে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ৫-৪ গোলে হারায় মোলিনা ব্রিগেড। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ১-১ থাকায় খেলা গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে। কিন্তু অতিরিক্ত সময়েও গোল হয়নি। শেষমেশ ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয় টাইব্রেকারে। সেখানে বিশাল কাইথ টেক্কা দেন দেবজিৎ মজুমদারকে। ২২ বছর পর শিল্ড জেতে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। ক্লাবের পক্ষ জানানো হয়েছে, ‘ বিকেল ৪টে থেকে মোহনবাগান ক্লাব লনে মর্যাদাপূর্ণ আইএফএ শিল্ড প্রদর্শিত হয়। এ সকল সদস্য এবং সমর্থকদের উদ্দেশ্যে জানাতে পেরে আনন্দিত। বিকেল চারটে নাগাদ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাবের জন্য এই গর্বের মুহূর্তে অংশ নেওয়ার জন্য সকলকে আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।’ সবুজ-মেরুন ক্লাব তাঁবুতে আইএফএ শিল্ড আসার খবরে উজ্জীবিত সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার বিকেলে গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাব তাঁবুতে অনেক সমর্থকই হাজির হয় । উল্লেখ্য, শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কয়েক দিনের ছুটি কাটিয়ে ফের সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান। কলকাতাতেই আপাতত দু’দিন প্রস্তুতি সেরে গোয়া উড়ে যাবেন কামিংস, ম্যাকলারেনরা।

গার্ডনারের দ্রুততম সেঞ্চুরিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার জয়

ইন্দোর, ২৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপে বুধবার অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয় পেল। ইন্দোরে ২৪৫ রানের লক্ষ্য তা।ায় ৬৮ রানে চার ব্যাটারকে হারিয়ে ধুঁকছিল অস্ট্রেলিয়া। পঞ্চম উইকেটে দুই অলরাউন্ডার গার্ডনার ও সাদারল্যান্ডের ১৪৮ বলে অবিচ্ছিন্ন ১৮০ রানের জুটিতে ৫৭ বল বাকি থাকতে জয়ের ঠিকানায় পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ৭৩ বলে ১০৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ অলরাউন্ডার গার্ডনার। মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপে দ্রুততম সেঞ্চুরি এটি। ২০১৭ আসরে লেস্টারে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডেন্দ্রা ডটিনের ৭১ বলে সেঞ্চুরির রেকর্ড ভেঙে দিলেন গার্ডনার।

চলতি আসরে এটি গার্ডনারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। প্রথম ম্যাচে একই মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে ৮৩ বলে ১১৫ রানের ইনিংস খেলেছিলেন এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডার। সেঞ্চুরির আগে বল হাতেও গার্ডনার, ৯ ওভারে ৩৯ রান দিয়ে নেন ২ উইকেট। ম্যাচের সেরা যদিও তিনি নন। বল হাতে ১০ ওভারে ৬০ রানে ৩ উইকেট নেওয়ার পর ১১২ বলে অপরাজিত ৯৮ রানের ইনিংস খেলে এই পুরস্কারটি জেতেন সাদারল্যান্ড। ইংল্যান্ডের এই হারে আসরের একমাত্র অপরাজিত দল রইল এখন অস্ট্রেলিয়া। ছয় ম্যাচে পঞ্চম জয়ের স্বাদ পেল তারা। সমান ম্যাচে প্রথম হারের অভিজ্ঞতা হলো ইংল্যান্ডের। দুই দলই সেমি-ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে আগেই। প্রথম পর্বে ম্যাচ বাকি আছে তাদের একটি করে।

এক যুগ পর টেস্টে আফগানিস্তানকে হারিয়ে খরা কাটাল জিম্বাবোয়ে

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ অক্টোবর ঃ অপেক্ষার অবসান! এক যুগ পর ঘরের মাঠে টেস্ট জয়ের স্বাদ পেল জিম্বাবোয়ে। আফগানিস্তানকে এক ইনিংস ৭৩ রানে হারিয়ে দিয়েছে দক্ষিণাঞ্চলীয় আফ্রিকার এই দেশ। এর আগে ২০১৩ সালে ঘরের মাঠে টেস্ট জিতেছিল জিম্বাবোয়ে। সেই বছর পাকিস্তানকে ২৪ রানে হারিয়েছিল তারা। এরপর টেস্ট জয়ের মুখ দেখেনি দেশটি। অবশেষে এক যুগ পর সেই খরা কাটল। হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে সাদা পোশাকে ‘ জয়ের স্বাদ পেল ক্রেইগ আরভিনের দল। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ১২৭ রানে অলআউট হয়ে যায় আফগানিস্তান। ব্র্যাড ইভান্স এবং ব্লেসিং মুজারাবানির বোলিংয়ের সামনে ভেঙে পড়েন আফগান ব্যাটাররা। ইভান্স নেন ২২ রানে ৫ উইকেট। মুজারাবানি ফেরান তিন আফগান ব্যাটারকে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ৩৫৯ রান তোলে জিম্বাবোয়ে। বেঞ্জামিন জ্যাক কারেন ১২১ রান করেন। সিকাঃদার রাজা ৬৫ রানের ইনিংস খেলেন। ২৩২ রানের ব। লিড পায় জিম্বাবোয়ে। দ্বিতীয় ইনিংসেও হাল ফেরেনি আফগানিস্তানের ব্যাটিংয়ে। ইব্রাহিম জাদরান (৪২) এবং বাহির শাহ (৩২) ছাড়া আর কোনও আফগান ব্যাটার বলার মতো কিছু করতে পারেননি। জিম্বাবোয়ের রিচার্ড নাগারভা ৩৭ রানে ৫ উইকেট শিকার করেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে আর্না স্লটের দল

লিভারপুল, ২৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ টানা চার পরাজয়ের ধাক্কা সামলে জার্মান ক্লাবটির মাঠে বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচটি ৫-১ গোলে জিতেছে আর্না স্লটের দল। উগো একিটিকের নৈপুণ্যে এগিয়ে যাওয়ার পর, ভার্জিল ফন ডাইক ও ইব্রাহিমা কোনাতের গোলে ৪-০তে এগিযে.থেকে প্রথমার্ধেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় লিভারপুল। দ্বিতীয়ার্ধে তাদের বাকি দুটি গোল করেন কোডি হাকপো ও দমিনিক সোবোসলাই। দুর্দান্ত জয়ের পর তিন ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দশম স্থানে উঠেছে লিভারপুল। তিন ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পিএসজি। তাদের সমান পয়েন্ট বায়ার্ন মিউনিখ, ইন্টার মিলান, আর্সেনাল ও রিয়াল মাদ্রিদেরও।

ইউভেন্তুসকে হারিয়ে জয়ের ধারা ধরে রাখল রিয়াল মাদ্রিদ

সান্তিয়াগো, ২৩ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ইউভেন্তুসকে হারিয়ে শাবি আলোন্সোর দল রিয়াল মাদ্রিদ জয়ের ধারা ধরে রাখল। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে বুধবার রাতে প্রথম পর্বের ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে প্রতিযোগিতাটির ১৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান গড়ে দিয়েছেন বেলিংহ্যাম। রিয়াল একমাত্র গোলটি পায় ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। বেলিংহ্যামের পা থেকে এলেও গোলটির পেছনে ব। অবদান ভিনিসিউস জুনিয়রের। ৫৭ মিনিটে কয়েকজনকে কাটিয়ে গোলে শট নিয়েছিলেন তিনি। বারপোস্টে লেগে বল যায় বেলিংহ্যামের কাছে, সেই বল পেয়ে জাল খুঁজে পান ইংলিশ ফুটবলার। অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদের কাছে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এটা রিয়াল মাদ্রিদের টানা চতুর্থ জয়। জয়ের এই ধারাটা ধরে রাখা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারন এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই মরসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোয় নামবে তারা। আগামী রবিবার লা লিগার ওই ম্যাচটি হবে আবার রিয়ালের মাঠে।

টি-২০ বিশ্বকাপ শুরু হবে ৮ ফেব্রুয়ারি, কবে কোথায় মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান?

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ অক্টোবর ঃ ভারত বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেটীয় যুদ্ধ চিরকালই উত্তাপ ছড়িয়ে এসেছে। কিন্তু এশিয়া কাপে পরিবেশ আরও উত্তপ্ত ছিল। আসলে পহেলগাঁও সন্ত্রাসের পরবর্তী সময় দু’দেশের ক্রিকেটীয় সম্পর্কও একেবারে তলানিতে। পাকিস্তান ক্রিকেটারদের সঙ্গে করমর্দন করেননি সূর্যকুমার যাদবরা। এমনকী ফাইনাল জেতার পর এসিসি চেয়ারম্যান তথা পিসিবি প্রধান মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি নিতে অস্বীকার করে ভারতীয় দল। যার রেশ এখনও কাটেনি। মাসচারেক পরই দেশের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সেখানেও ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ থাকবে, সেটা বলে দেওয়াই যায়। সেই ম্যাচের দিনক্ষণও মোটামুটি ঠিক হয়ে গিয়েছে। যা খবর, তাতে বেশ ক্রীড়াসূচির কয়েকটা প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে রাখা হয়েছে। এবার আর ভারত বনাম পাকিস্তান দেশের মাঠে হবে না। নিরপেক্ষ ভেনু, অর্থাৎ কলম্বোয় ওই মেগা যুদ্ধের আয়োজন করা হবে। পাকিস্তান নিজেদের সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতেই খেলবে। কুড়িটা টিমকে চারটে গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক গ্রুপে পাঁচটা করে টিম থাকছে। তারপর সুপার এইটের ল।াই। সেখানেও আবার দুটো গ্রুপ। একটা গ্রুপে চারটে করে টিম। ভারত বিশ্বকাপ ঘরের মাঠে সুপার এইটে

খেলবে, সেটা ধরেই নেওয়া হচ্ছে। সেটা হলে গ্রুপ আর সুপার এইট মিলিয়ে মোট সাতটা ম্যাচ হবে ভারতের। যার মধ্যে একটা বাইরে (পাকিস্তান ম্যাচ)। এখন বাকি ছ’টা ম্যাচ কোন কোন ভেনুতে হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। আইসিসির তরফ থেকে যা জানা যাচ্ছে, আগামী ৩০ অক্টোবর আইসিসির উইমেন্স কমিটির একটা বৈঠক আছে। সেখানে আইসিসি কর্তারদের সঙ্গে একদফা আলোচনা হবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কর্তাদের। নভেম্বরের শুরুতেই আবার আইসিসি বৈঠক। ফলে আগামী পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নভেম্বরের মাঝামাঝি বিশ্বকাপের সূচিও ঘোষণা করে দেওয়া হতে পারে। আগামী কিছু দিনের মধ্যে গ্রুপ বিন্যাসও হয়ে যাবে। ভারত আর পাকিস্তান যে একই গ্রুপে থাকবে, সেটা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। গত দু’দশক ধরে সেটাই হয়ে এসেছে। কারও কারও মতে বিশ্বকাপ ফাইনালের থেকেও বড় ম্যাচ হল ভারত বনাম পাকিস্তান। এই ম্যাচ ঘিরে টিআরপি অন্য মাত্রায় পৌঁছয়। এখনও পর্যন্ত যা ঠিক আছে, ৮ ফেব্রুয়ারি বিশ্বকাপ শুরু হবে। যেহেতু ভারত গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, তাই উদ্বোধনী ম্যাচে সম্ভবত খেলবেন সূর্যকুমাররা। ভারত বনাম পাকিস্তান ১৫ ফেব্রুয়ারি। কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সূচি তৈরি হয়ে যাবে, তারপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হবে ব্রডকাস্টারদের কাছে।

জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়েনি! আক্রমণ ধেয়ে আসতেই সাফাই ইস্টবেঙ্গলের

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ অক্টোবর ঃ জাতীয় দলের জন্য ফুটবলার ছাড়েনি ইস্টবেঙ্গল! ঘুরিয়ে এমন অভিযোগ এনেছিলেন ভারতের মহিলা ফুটবল দলের কোচ ক্রিস্পিন ছেত্রী। গতকাল ইরানের বিরুদ্ধে ভারতীয় মহিলা দলের খেলা ছিল। কিন্তু সেই ম্যাচে খেলেননি ইস্টবেঙ্গলের অধিকাংশ ফুটবলাররা। তারপরেই বুধবার গোটা বিষয়টি নিয়ে সাফাই দিয়েছে লাল-হলুদ শিবির। ক্লাবের তরফে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ফুটবলার ছাড়ার বিষয়টি নিয়ে ফেডারেশনকে সমস্ত কিছুই জানানো রয়েছে।মঙ্গলবার শিলংয়ে খেলতে নামার আগে ক্রিস্পিন বলেন, আমার দলে সন্ধ্যা রঙ্গনাথন, সৌম্যা গুগুলথ, কার্তিকা অঙ্গামুথু, পায়েল বাসুরেরা নেই। এদের অনেকের চোট আছে। কিন্তু সবার মনে রাখা উচিত, দেশ সকলের আগে। ইস্টবেঙ্গলের নাম উল্লেখ না করলেও ক্রিস্পিনের ইঙ্গিত ছিল লাল-হলুদের দিকেই, এমনটা ধরে নেন ফুটবলমহলের

একাংশ। সেখান থেকেই অভিযোগ ওঠে, জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য ফুটবলারদের ছাড়ছে না ইস্টবেঙ্গল।বুধবার লাল-হলুদের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, জাতীয় দলে খেলার জন্য ইস্টবেঙ্গল সবসময়েই ফুটবলারদের ছেড়ে এসেছে। বর্তমানে ত্রিদেশীয় ফ্রেন্ডলি সিরিজটা ফিফার উইন্ডোর আওতায় পড়ে না। তা সত্ত্বেও পানথোই চানু, শিলকি দেবী এবং সঙ্গীতা বাসফোরকে জাতীয় দলে ছাড়া হয়েছে। জাতীয় দলের হেড কোচ যেসমস্ত ফুটবলারকে না পাওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন, তাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছেব বিবৃতিতে। ইস্টবেঙ্গলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সন্ধ্যার নাম স্কোয়াডে ছিল না। পারিবারিক সমস্যার কারণে পায়েল জাতীয় দলে যেতে পারেননি। অষ্টম এবং সৌম্যাকে দু’দিন পরে ছা।তে চেয়েছিল ক্লাব, কারণ তাঁদের রিহ্যাব চলছিল। কিন্তু সেই প্রস্তাবে ফেডারেশন রাজি হয়নি। কার্তিকা নতুন কাজে যোগ দিয়েছেন বলে জাতীয় দলে যেতে পারেননি। এই সমস্ত বিষয় ফেডারেশনকে আগেই জানানো হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচে লড়াকু ফুটবল উপহার রোনাল্ডোর দলের বিরুদ্ধে অনবদ্য লড়াই করে হার গোয়ার

আল নাসেরঃ ২ (গ্যাব্রিয়াল, কামারা)
এফসি গোয়াঃ ১ (ব্রাইসন)

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ অক্টোবর ঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো আসেননি। খুব স্বাভাবিকভাবেই গোয়াবাসীর মন খারাপ ছিল। কিন্তু তাঁর দল আল নাসের এফসি গোয়ার মুখোমুখি। তাই ফুটবলারদের উজ্জীবিত করতে ফতোরদা স্টেডিয়ামে ব্যাপক সংখ্যায় হাজির হয়েছিলেন সমর্থকরা। ভিড়ে ঠাসা স্টেডিয়ামে শক্তির বিচারে কয়েক গুণ এগিয়ে থাকা আল নাসেরের বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচে লড়াকু ফুটবল উপহার দিয়ে ১-২ গোলে হেরে গেল এফসি গোয়া। সাদিও মানে, জোয়াও ফেলিক্সদের মতো তারকা ফুটবলারদের প্রথম একাদশে না রেখেই দল নামান আল নাসেরের কোচ জর্জে জেসুস। তাঁরা না নামলেও ঝনের গতিতে শুরু করে সৌদি প্রো লিগের ক্লাব। মুহুর্মুহু আক্রমণের সামনে বেশ বেকায়দায় পড়ে গোয়া। ৫ মিনিট গোয়ার বক্সে আয়মান একটি থ্রু বল পান। তার শট ব্লক করেন গোয়ার ডিফেন্ডাররা। এরপর অ্যাঞ্জেলো বাঁ-পায়ের জোরাল শট অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।তবে প্রথম গোল পেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি ‘ফারিস নাজদ’দের। ১০ মিনিটে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়ালের গোলে এগিয়ে যায় আল নাসের। দূরপাল্লার শটে একেবারে ক্লিনিকাল ফিনিশ করেন ২০ বছর বয়সি ব্রাজিলীয় তারকা। ২৭ মিনিটে হারুন মুসা কামারার গোলে ব্যবধানও বাড়ে। ২৯ মিনিটে বরিস সিং ডান প্রান্তিক আক্রমণ শানিয়েছিলেন। বক্সে সেন্টারও

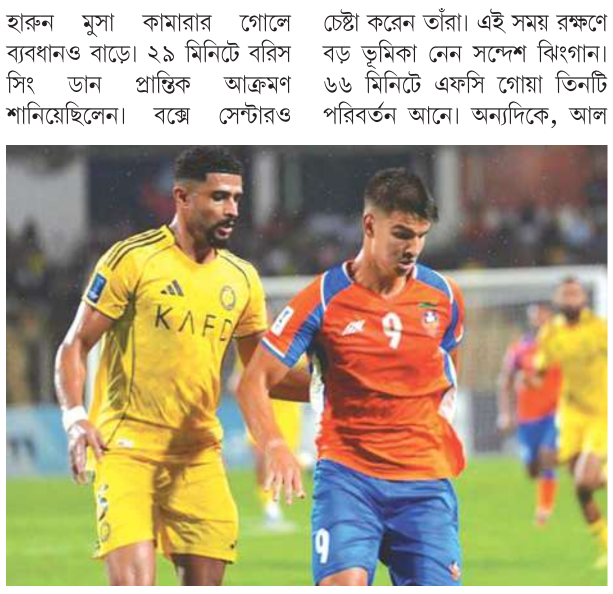

রাখেন। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। ৪১ মিনিটে ব্যবধান কমায় গোয়া। মাথা ঠান্ডা রেখে গোল করেন গোয়ার ভূমিপুত্র ব্রাইসন ফার্নান্দেজ। বোরহার কাছ থেকে একটি থ্রু বল পেয়ে ডান পায়ের শটে জাল কাঁপান তিনি। বিরতির সময় স্কোর লাইন ছিল ২-১।গোল পেয়ে পেয়ে উজ্জীবিত হয়ে দ্বিতীয়ার্ধে নামে গোয়া। এফসি গোয়ার শেষ তৃতীয় গোলে কামারা এবং আয়মান আক্রমণে একত্রিত হন। ৫৩ মিনিটে রেফারির কাছে পেনাল্টির আবেদন জানান কামারা। কর্ণপাত করেননি রেফারি। তবে, আক্রমণের পথ থেকে সরেনি আল নাসের। গোয়ার ডিফেন্সকে পরাস্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন তাঁরা। এই সময় রক্ষণে বড় ভূমিকা নেন সন্দেশ ঝিংগান। ৬৬ মিনিটে এফসি গোয়া তিনটি পরিবর্তন আনে। অন্যদিকে, আল নাসরের হয়ে মাঠে নামেন সাদিও মানে এবং জোয়াও ফেলিক্স। দর্শকরা করতালি দিয়ে দুই ফুটবল তারকাকে স্বাগত জানান। এর পরেই ম্যাচের সহজতম সুযোগ হারান বরিস সিং থাংজাম। এর ঠিক পরেই আল নাসের গোলরক্ষককে বেন্টোকে একা পেয়েও বল গোলে ঠেলতে ব্যর্থ হন ২৫ বছর বয়সি গোয়ার এই ফুটবলার। এরপর হাল ছাড়েনি গোয়া। দমে না গিয়ে বাকি সময়টা খেলেন তারা। ৮৬ মিনিটে পরপর তিনটে কর্নার আদায় করে নেয় মানোলো মার্কেজের দল। শেষমেশ কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। ১-২ গোলে হেরে গেলেও গোয়ার এই লড়াই তারিফযোগ্য।

কঠিন পিচে লড়াকু ইনিংস, অ্যাডিলেডে নজর কাড়লেন রোহিত, গড়লেন নজিরও

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ অক্টোবর ঃ অস্ট্রেলিয়া সিরিজ তাঁর জন্য অগ্নিপরীক্ষা। বলা ভালো, কেরিয়ার বাঁচানোর লড়াই। সদ্য ওয়ানডে অধিনায়কত্ব হারিয়েছেন। দলে তাঁর জায়গা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন। সেই প্রশ্নচিহ্নের সামনে ঘুরে দাঁড়ালেন রোহিত শর্মা। পারথে ব্যর্থতার পর অ্যাডিলেডে ৭৩ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেন তিনি। সেই সঙ্গে গড়লেন নজির। প্রথম ব্যাটার হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত-অস্ট্রেলিয়া লড়াইয়ে হাজার রানের মালিক হলেন রোহিত। এমনিতে অ্যাডিলেডের পিচ ব্যাটিং সহায়ক। কিন্তু সমস্যা হল আবহাওয়া। গত দু’দিন অ্যাডিলেডে আকাশ মেঘলা ছিল, বৃষ্টিও হয়েছে। ফলে পিচে ময়েশ্চার জমেছিল ভালোই। যা রীতিমতো ভয়ংকর করে তোলে মিচেল স্টার্ক এবং জশ হ্যাজেলউডকে। বিশেষ করে হ্যাজেলউডকে খেলা একপ্রকার অসম্ভব মনে হচ্ছিল। প্রথম দু’ওভারে হ্যাজেলউডের বলে ব্যাট ছোঁয়াতে পারেননি রোহিত। বারবার মিস করেছেন, একাধিকবার তাঁর বিরুদ্ধে ক্যাচ, এলবিডাব্লুইউ থেকে বেঁচেছেন। কিন্তু এসবের মধ্যে ধৈর্য হারাননি রোহিত। ধৈর্য ধরে কঠিন সময় পেরিয়েছেন। অন্য প্রান্তে যখন শুভমান, বিরাটরা পর পর আউট

হয়ে গেলেন, তখনও ধৈর্য হারাতে দেখা যায়নি হিটম্যানকে।

পরে সেই কঠিন সময় পেরিয়ে যেতেই পালটা আক্রমণ শানানো শুরু করেন হিটম্যান। ইনসাইড-আউট, পুল শট, সুইপ শট একে একে নিজের সব শট ঝুলি থেকে বার করেন। পুল শটে পরপর দু’টি ছক্কা হাঁকাতেও দেখা যায় তাঁকে। সব মিলিয়ে ৯৭ বলে ৭৩ রানের লড়াকু ইনিংস খেললেন হিটম্যান। যে ইনিংসে ২টি ছক্কা এবং ৭টি বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে গড়েছেন রেকর্ডও। ওয়ানডে ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসাবে হাজার রান করলেন হিটম্যান। ২১ ইনিংসে এই কীর্তি গ।লেন তিনি। বিরাটের অস্ট্রেলিয়ায় রান রয়েছে ৮০২, আর শচীনের ৭৪০। পারথে ব্যর্থতার পর অ্যাডিলেডের এই ইনিংসে রোহিতকে অক্সিজেন দেবে। একদিকে বিরাট যখন লাগাতার ব্যর্থ হচ্ছেন তখন রোহিত অন্তত দু’ম্যাচের একটিতে সাফল্য পেলেন। তাঁর দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে যে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে, সেটা খানিকটা হলেও সরে গেল।

পারথের পর অ্যাডিলেডেও শূন্য, বিরাট প্রশ্নের মুখে কোহলির কেরিয়ার

বিশেষ প্রতিবেদক, ২৩ অক্টোবরঃ অ্যাডিলেড বরাবরই তাঁর পয়া মাঠ। ২৩ অক্টোবর তারিখটাও তাঁর জন্য শুভ। কিন্তু সময় যখন খারাপ যায় সব অঙ্কই বদলে যায়। যেমনটা হল বিরাট কোহলির সঙ্গে। কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার সামনে ফের ব্যর্থ হলেন বিরাট। পারথের পর অ্যাডিলেড ওয়ানডেতেও রানের খাতা খুলতে পারলেন না কিং কোহলি। এমনিতে অ্যাডিলেড বরাবর বিরাটের জন্য সুখের। ২০১২ সালে এই মাঠে প্রথম সেঞ্চুরি করেন। তারপর সব ফরম্যাট মিলিয়ে আরও চারটি সেঞ্চুরি করেছেন এই মাঠে। ভারতীয় হিসাবে অ্যাডিলেডে সবচেয়ে বেশি রান করেছেন বিরাট। এই মাঠ থেকেই ভারত অধিনায়ক হিসাবে তাঁর যাত্রা শুরু। পরিসংখ্যান বলছে, এর আগে শেষবার অ্যাডিলেডে ওয়ানডে খেলতে নেমে বিরাট সেঞ্চুরি করেছিলেন। বিরাট ভক্তদের আশা ছিল, কেরিয়ারের সবচেয়ে সংবেদনশীল মুহূর্তে এসে কোহলি পয়া মাঠ হতাশ করবে না কোহলিকে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হল না।

আগের ম্যাচে পারথে বিরাট খেলেছিলেন আটটি বল। বিরাট যেন শুরু থেকেই প্রবল চাপে ছিলেন। ব্যাটে বল ছোঁয়ানোটাও তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছিল। শেষে মরিয়া হয়ে স্টার্কের একটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরের বল শূন্যে কাট করার চেষ্টা করতে গিয়ে পয়েন্টের হাতে ধরা

পড়েন। অ্যাডিলেডের পরিস্থিতি অন্যরকম। এদিন পারথের থেকেও বেশি সুইং হচ্ছিল বল। বিরাটকে এদিনও প্রথম ৩ বলে সেভাবে আত্মবিশ্বাসী মনে হয়নি। ম্যাচের চতুর্থ বলেই তরুণ বার্টলেটের ইনসুইংয়ে এলবিডব্লিউ হয়ে গেলেন। যার অর্থ চলতি সিরিজে বিরাটের সংগ্রহ শূন্য।

২০২৭ বিশ্বকাপে আদৌ ভারতীয় ক্রিকেটের এই কিংবদন্তি খেলবেন নাকি এই তাঁর আগেই বিরাটের কেরিয়ারের ইতিকথা লিখে দেবে বিসিসিআই সেটা অনেকটা নির্ভর করছিল এই ৩ ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্সের উপর। তাতে পরপর দুই ম্যাচেই ব্যর্থ হতে হল কোহলিকে। আউট হয়ে বিরাট যখন প্যাভিলিয়নে ফিরছিলেন, অ্যাডিলেডের দর্শকরা তাঁকে করতালি দিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। শূন্য করার পরও এই ধরনের সংবর্ধনা তাঁরাই পান, যারা একেবারে কেরিয়ারের সায়াহ্নে চলে আসেন। বিরাটও সম্ভবত সেই পরিস্থিতিতেই। এদিন হাত তুলে দর্শকদের সংবর্ধনা গ্রহণও করেছেন তিনি।

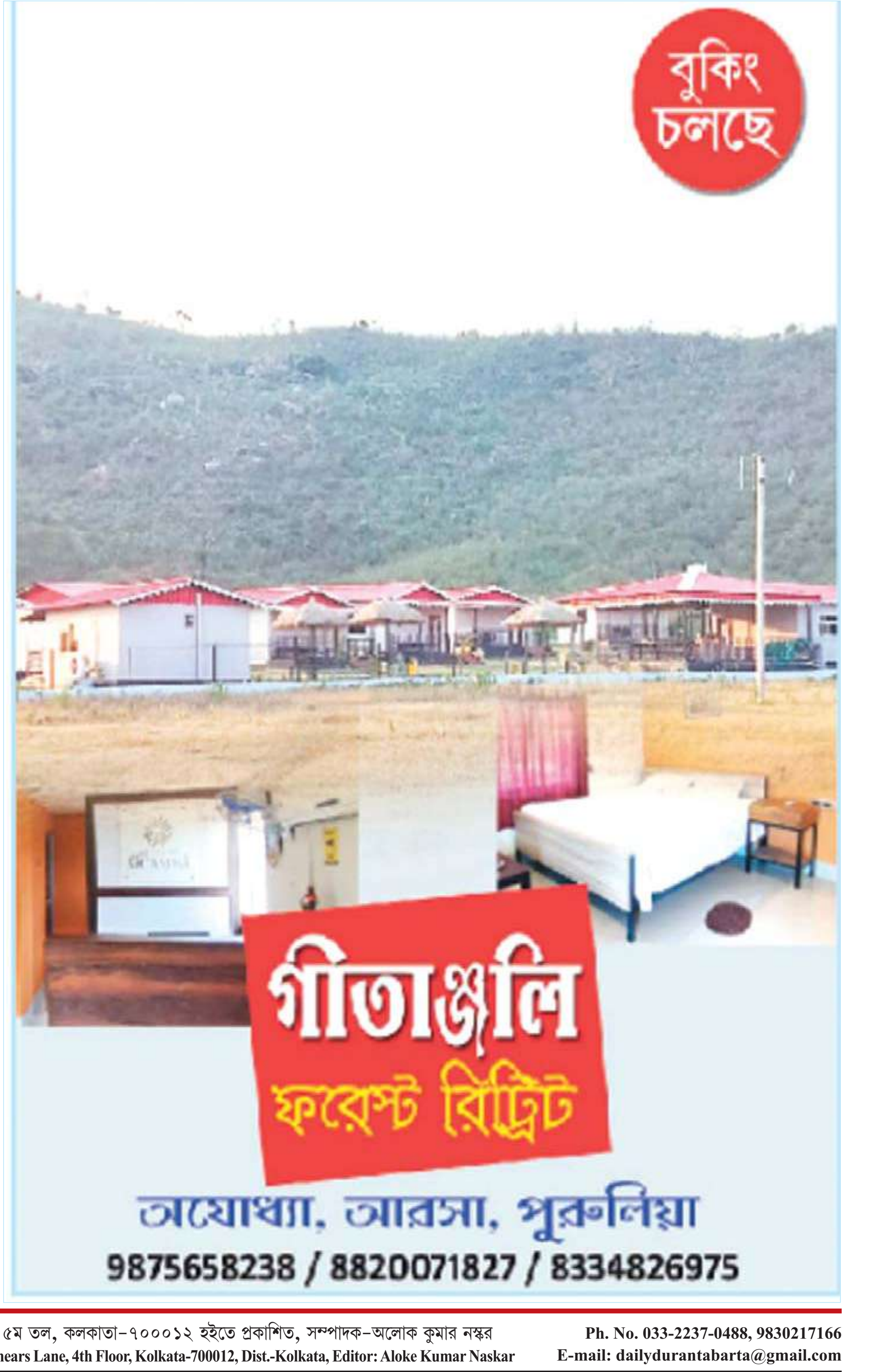

ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীতার নতুন পথচলা কোচিংয়ে

কলকাতা, ২৩ অক্টোবরঃ ভারতীয় ফুটবলে মহিলা খেলোয়াড়দের উত্থানের কাহিনি ক্রমশ সমৃদ্ধ হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীতা সরকার এবার আনুষ্ঠানিকভাবে এআইএফএফ ডি লাইসেন্স কোর্স সম্পন্ন করলেন। এই সাফল্যের মধ্য দিয়ে তার ফুটবল জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো-একজন কোচ হিসেবে। সুনীতা দীর্ঘদিন ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের হয়ে খেলেছেন এবং অধিনায়কত্বও করেছেন। মাঠে নেতৃত্বগুণ এবং লড়াইয়ের মানসিকতা দিয়ে তিনি ছিলেন দলের অন্যতম ভরসা। খেলোয়াড় হিসেবে সাফল্যের পর এবার তিনি মাঠের বাইরের জগতে, কোচিং ক্যারিয়ারে পা রাখলেন। AIFF D Licence Course হলো ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রাথমিক স্তরের কোচিং সার্টিফিকেট। এটি সম্পন্ন করার পর একজন কোচ ঘরোয়া ফুটবল ক্লাব, যুব দল ও একাডেমি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন। এই সার্টিফিকেট ভবিষ্যতে আরও উচ্চতর কোচিং লাইসেন্স করার সুযোগও তৈরি করে। সুনীতা সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ভারতীয় মহিলা ফুটবলের জন্য অনুপ্রেরণার। মাঠে খেলা থেকে শুরু করে কোচিংয়ের মতো ভিন্ন ভূমিকা নেওয়া প্রমাণ করে, মহিলা খেলোয়াড়রা কেবল খেলাতেই নয়, নেতৃত্ব এবং গাইডেন্সের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। ইস্টবেঙ্গল সমর্থক এবং ফুটবল মহল ইতিমধ্যেই সুনীতাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে লাল-হলুদ ভক্তরা লিখেছেন, ক্যাপ্টেন থেকে কোচ-সুনীতা সরকার আমাদের গর্ব। নতুন যাত্রায় শুভকামনা। সুনীতা নিজেও কোচিং ক্যারিয়ারে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখছেন। ঘরোয়া স্তরে মেয়েদের ফুটবলের উন্নয়ন এবং নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করা তার অন্যতম লক্ষ্য হতে পারে। ভারতীয় মহিলা ফুটবল ক্রমশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে, আর সেই যাত্রায় সুনীতার মতো অভিজ্ঞরা আরও শক্তি যোগ করবেন বলেই আশা করছে ফুটবল মহল। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে সুনীতা সরকারের কোচিংয়ে নতুন পথচলা নিঃসন্দেহে মহিলা ফুটবলের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। খেলোয়াড় থেকে কোচ-তার এই রূপান্তর ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে এক অনুপ্রেরণার বার্তা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com